ঐতিহাসিক-রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত
ও
শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"Not to invent, but to discover, * * * has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."—LUDWIG FEUERBACH.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

[illegible] ১২৮১ সাল।

সূচি-পত্র।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত

সমালোচন।

Let all the ends thou aim'st at be thy country's !

SHAKESPEARE.

মাতর্ভারতভূমি ! সর্ব্বসুকৃতস্যাভূঃ প্রসূতিঃপুরা
ত্বন্নামাখিললোকবিশ্রুতমভূদ্বিদ্যাযশোভিস্তদা ।
যাতাস্তে দিবসাস্তথা সুখময়াঃস্মৃত্বাম্ব ! তান্সাম্প্রতম্
হা হা ! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ১ ॥—পদ্যমালা ।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত

সমালোচন।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং গ্রীকগণ পুরাবৃত্ত রচনায় অতীব নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা সমুহ অলৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে তাহা হইতে সারভাগ উদ্ধৃত করা দূর-পরাহত। ইতিহাস-নিচয় গদ্যে রচনা করাই বিধেয়, পদ্যে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, সুতরাং তাহা অত্যুক্তি দোষে-দূষিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য,

---

লঘু ভারত। কলীতিহাস—১।২ খণ্ড। শ্রীগোবিন্দকান্ত বিদ্যা-ভূষণ প্রণীত। বোয়ালিয়া ও তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

তাহা সমুদায় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য শ্লোকে রচনা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম হয়, পদ্যে তাহা হয় না। পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাহা এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অণুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, এবং পুরাণের পরস্পর মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই। হিন্দুরা প্রকৃত ইতিহাস রচনা প্রণালী জানিতেন না বলিয়া আমরা মহাবীর ও পণ্ডিতগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চৈতন্যদেব, জয়দেব গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন রাজগণ আমাদিগের দেশে কয়েক শত বৎসর হইল বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের জীবনচরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি।

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও সাগরাম্বরা ধরণীমণ্ডলের অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদব্যাস যদি একালে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ও ইংরাজ জাতির কিরূপ প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রথমে "ঋগ্বেদসংহিতার" উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে নাই। বেদে মানবজাতির রচনাকুসুম প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এ জন্য হিন্দুরা চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং এজন্যই জর্ম্মনদেশোদ্ভব সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায়গণ একমাত্র বেদাধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত—ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং সূত্র। ইয়ু-রোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, ছন্দঃ ভাগ ১২০০ হইতে ১০০০, মন্ত্র ভাগ ১০০০ হইতে ৮০০, ব্রাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে ৬০০, এবং সূত্র ভাগ ৬০০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই চারি অংশের রচনা পরস্পর বিভিন্ন। ছন্দোভাগে ভারতবর্ষীয় সমাজের শৈশবাবস্থার প্রতিকৃতি ও বৈদিক ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্রভাগে বৈদিক উপা-সনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং সূত্র ভাগে বেদার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ "শ্রুতি" নামে প্রসিদ্ধ মন্ত্র ভাগ পদ্যে, ও ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, আর্য্যেরা মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অতীব সাহস সহকারে আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্বর নামক তাহাদিগের জনৈক প্রধান সেনাপতি একশত নগরীর অধিপতি হইয়া পরম সুখে পার্ব্বতীয় প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড় অরণ্যমালা অগ্নি সংযোগদ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করত প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৃষিকার্য্য দ্বারা উদর পোষণ করিতেন, এবং বেদুইন আরবগণের ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। মেষ পালন ও পশুহনন তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, এবং দৈনিক কার্য্য সমাধা করণানন্তর কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই বেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করত অস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ব্বরজাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত

হইতেন। পরে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারতবর্ষের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল; ভীষণশ্বাপদপূর্ণ অরণ্যানি সকল পরিষ্কৃত হইয়া জনপদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অনুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম সূত্রে লিখিত আছে, তুগ্ররাজ দ্বীপবাসী কোন শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে তাহার দমনার্থ তৎপুত্র ভুজ্যকে সুসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্রমগ্ন হইয়া যায়, এবং কুমার ভুজ্য মহাকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া উপকূলে নীত হয়েন; এতৎপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ ফিনিসিয়ানদিগের পূর্ব্বে পোত-নির্ম্মাণ-কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব রাজ্যে বাস করিতেন। "মনুসংহিতা" পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন; এই সময় তাঁহাদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্ব স্ব আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া-

ছিল। প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করত মধ্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ আর্য্যগণের বাসস্থল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে কোন জাতিভেদ ছিল না; পরে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন। মনুসংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও উপাস্য দেবতার বিষয় সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মনুসংহিতা পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্যশাসনপ্রণালী কিছুই উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকির "রামায়ণ" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছে। "মহাভারত" কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বহুজনপদের বিবরণে পরিপূর্ণ। এ সময় হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের সুচারু প্রাসাদবর্ণনা হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই অবগত আছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া পাণ্ডবেরা স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, পুরোচন নামক যবন (গ্রীক) জতুগৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং সৈনিক কার্য্যেও এই সকল শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে পুরাণ কেল্লা নামক দুর্গ সন্নিকটে ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্নাবশেষে পূরিত রহিয়াছে। হিন্দু ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছু মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে এই মহাতেজা কুরুপাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকলাপ একেবারে লোপ হইল। এক্ষণে বোধ হইতেছে—

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। "শ্রীমদ্ভাগবত" ও "বিষ্ণুপুরাণে" শূদ্ররাজা নন্দবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিখিত আছে, "মহানন্দির ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্ম নন্দির জন্ম হইবে। তাঁহার সময় হইতে ক্ষত্রিয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে ক্রমে ভারত রাজ্য শূদ্র নৃপবর্গের করকমলস্থ হইবেক। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভাবে একচ্ছত্র ধরণীমণ্ডলে অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রোধ-হুতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নব নন্দবংশ ধ্বংস হইবে এবং তৎকর্ত্তৃক মৌর্য্য বংশীয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।" "বৃহৎকথা" নামক গ্রন্থে পাটলীপুত্রের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর

মনোরঞ্জনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত "মুদ্রারাক্ষস" নামক নাটকে, চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ ও নন্দবংশের ধ্বংস এবং রাক্ষসের প্রভুপরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুরানাম্নী নীচজাতীয়া দাসী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মগধদেশস্থ পাটলীপুত্র নগরী ইহাঁর রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলীপুত্রের অপর নাম 'কুসুমপুর' লিখিত আছে। "বায়ুপুরাণের" মতানুসারে কুসুমপুর বা পাটলী-পুত্র, অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু "মহা-বংশের" বর্ণনানুসারে উদয় অজাতশত্রুর পুত্র ছিলেন। এই নগরী শোণ বা হিরণ্যবাহু নদ-তীরে স্থাপিত ছিল।* সুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলীপুত্র নামের অপভ্রংশ মাত্র। প্রথমাবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেন, ও এই প্রদেশে তক্ষশিলানিবাসী চাণক্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দু-নৃপতিগণের সহযোগে আলেক্‌জণ্ডারের গ্রীক্ সৈন্য গণকে এককালে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে

---

* শোণো হিরণ্য বাহুঃস্যাৎ ইত্যমরকোষঃ।

দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু-ভূপালবর্গের একতা নিবন্ধন আলেক্‌জণ্ডরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগরাধিকার করিতে পারেন নাই। কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ করিলে চাণক্যকে প্রধান অমাত্য পদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাবীর আলেক্‌জণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিল্যুকস্ সিরিয়া হইতে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে চন্দ্রগুপ্তকে দমন করণার্থ মগধাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার গতি অবরোধ করায় তিনি সসৈন্য আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন, এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। তাঁহার একটি রূপলাবণ্যবতী দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করাতে হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু গ্রীক পুরাবৃত্ত-লেখক স্ত্রাবো এ বিষয় প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস্ গ্রীক রাজদূত স্বরূপ পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দ্বারায় গ্রীক্‌গণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল

হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে সিল্যুকসের সমীপে সর্ব্বদা বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এ বিষয় সুবিখ্যাত যবন ইতিহাস-লেখক জস্তিন প্লুতার্ক, আরিয়ান প্রভৃতি স্ব স্ব ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে ভারতবর্ষীয় সকল নৃপতির শিরোরত্নস্বরূপ ছিলেন।* তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্যকালে গ্রীকরাজদূত ডায়োনিসস্, নৃপতি টলমি ফিলেদেলফস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসার স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবর্দ্ধনকে তক্ষশিলায় নিয়োজিত করেন। তিনি 'খস' নামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসারের মৃত্যু হইল; এবং অশোক রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিষ্য ভিন্ন সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করত মগধাধিপতি হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য করায় তাঁহাকে সকলে "চণ্ডাশোক" বলিত। মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসরকাল যাবৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে প্রত্যহ ৬০,০০০ যষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ

ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধযতিগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এবং প্রত্যহ ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ৬৪,০০০ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব ভক্তিসহকারে ভোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম ক্রমে তিরোহিত হইল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমুন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে. তিনি ৮৪,০০০ বিহার এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা কাশী, প্রয়াগ এ ং দিল্লীতে তাঁহার স্তম্ভগুলি দর্শন করিয়াছি। এক এক খণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের অঙ্গে, পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, প্রভৃতি সৎকার্য্য করিতে প্রজাবর্গের প্রতি. নৃপতি অশোকের আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ অসীম ভক্তি করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সমুদয় ভারতবর্ষ এবং তাতার দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার খোদিত পালিভাষা লিপি কাবুলে "কপর্দ্দগিরি" নামক অদ্রি অঙ্গ

শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আন্তোকস্, টলেমি, অন্তিগোনস্ এবং মগাযবন নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এত উন্নতি হইয়াছিল যে, সৈবিরিয়া, চীন, গ্রীক, প্রভৃতি বিদেশীয়-গণও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক্ যতিগণকে "যবনধর্ম্ম রক্ষিত" বলিত। ধর্ম্ম প্রচারকগণ অকুতো-ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্য্য এককালে ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। পাণ্ডবগণ কিম্বা অন্য কোন ভূপতির সময়ে ভারতভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। এক্ষণে অশোক, পালি ভাষায় "দেবানাম্ পিয় পিয়দশি," অর্থাৎ দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী, এবং "ধর্ম্মাশোক" নামে খ্যাত হইলেন। "দ্বীপবংশে" এবং "মহাবংশে" লিখিত আছে, অশোকপুত্র মহামহেন্দ্র ঈত্তেয়, উত্তেয়, সম্বুল, ভাদ্রশাল নামক স্থবির সমভি-ব্যাহারে সিংহলদ্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়া তাঁহার খুল্লতাত নৃপতি তিষ্য এবং সমুদয় প্রজাকে বৌদ্ধ-

ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের তিনটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাক্যসিংহের উপদেশসূত্রনিচয় সটীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম "ত্রিপেটক"। বুদ্ধ-ঘোষ নামক জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার "অর্থ কথা" পালি ভাষায় সিংহলদ্বীপবাসিগণের জন্য প্রস্তুত করেন।

২২২ খ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৪১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, বায়ুপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণে ইহাঁর বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ময়ুরীয় সপ্তজন বৌদ্ধ নৃপতি সুখস্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনবল হইয়া আসিলে সঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রের সিংহাসনারূঢ় হয়েন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৮৮ খ্রীঃ পূঃ একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবাভূতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি, ও তাঁহার মৃত্যুর পর কণ্ববংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এ সময় হিন্দুধর্ম্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল

গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজ গুপ্ত, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ৩১৯ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অব্দের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর-লাট প্রস্তরে প্রখোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহারাজ অধিরাজ" সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্তবংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত শত্রুবর্গের কৃতান্ত স্বরূপ এবং সজ্জনের সাক্ষাৎ জনিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম ভুজবলে সিংহল, সৌরাষ্ট্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এসময় হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির শাসনাধীনে ছিল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়াছে; তিনি ৭৮ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে দমন করিয়া ছিলেন। কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে যে সকল হিন্দু-নৃপতি আসীন ছিলেন, তাহার মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের নাম ভুবনবিখ্যাত। জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক হিয়াস্থ সাঙ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন

ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর সুখে রাজ্য করিয়া ৩৫০ খ্রীঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজ-রাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিদ্যা বিশারদ ছিলেন, এবং স্বীয় অসীম কবিত্ব শক্তি প্রভাবে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লালকৃত "ভোজ প্রবন্ধে" লিখিত আছে, "ধারানগরে কোন মূর্খ ছিল না। শ্রীমন্ ভোজরাজকে সতত বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, বাম-দেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকিতেন।" পালবংশীয়, এবং গঙ্গাবংশীয় ভূপালবর্গ গৌড় ও উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তাম্রশাসন, প্রস্তরফলকে প্রখোদিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়াঙ্গ সাঙ ভারতবর্ষের সকল প্রসিদ্ধ

স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাম্র-শাসন পত্র হইতে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, "সোম বংশীয়" গৌড়দেশস্থ সেনরাজদিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে সেন রাজারা বৈদ্য বলিয়া কাহার ভ্রম হইবে না। কলীতিহাস ১০৭ পৃষ্ঠায় সেনবংশোপাখ্যানে, তাঁহা-দিগকে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাম্র-শাসন মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ বিষয় স্পষ্ট সপ্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস মধ্যে "রাজতরঙ্গিণী" অতীব প্রামাণিক। এখানি কাশ্মীর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রথমাংশ, ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরেতিহাস কহ্লণ পণ্ডিত বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ "রাজাবলী" যোণরাজ-কৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়াংশ যোণরাজ-ছাত্র শ্রীবর পণ্ডিত বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট প্রণীত। শেষাংশে আকবর প্রেরিত কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহা আলমের রাজ্য শাসন

পর্য্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাশ্মীরদেশীয় রাজকীয় ইতিহাস মৃত মুর্করাফট* সাহেব কাশ্মীর-নিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বহু যত্নে সংগ্রহ করেন। পরে আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি অংশ একত্রে মুদ্রিত হয়। পারীস নগরীতে ট্রয়র সাহেবও ইহার কিয়দংশ ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছেন। কহ্লণ প্রণীত প্রথমাংশে বিখ্যাত হিন্দু নৃপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ১১১৫ খ্রীঃ অব্দে কহ্লণ, চম্পকতনয় সিংহদেব ভূপতির কাশ্মীর শাসনকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "নীলপুরাণ" ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ ধর্ম্ম শাস্ত্র, তাম্র-শাসনপত্র প্রভৃতি হইতেএই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর প্রথমে পৌরাণিক বিবরণ,তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃপূঃ গোনর্দ্দভূপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেব"রত্নাবলী" ও"নাগানন্দ"রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ললিতাদিত্য মধ্য আসিয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন এবং গোপাদিত্য,

---

* Moorcroft.

নরেন্দ্রাদিত্য, রণাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক অতি সুনিয়মে কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের একখানিমাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত।" কবিবর ভারতচন্দ্র এইগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "মানসিংহ" রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিগ্রন্থে তথা প্রস্তরফলক ও তাম্র-শাসনে যে সকল প্রধান ভারতবর্ষীয় নৃপতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

মহাকবি কালিদাস।

"কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে।"

"यस्या चोरश्चिकुर निकरः कर्णपुरोमयुरो-
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासोविलासः।
हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तुबाणः
केषांनैषाकथय कविताकामिनी कौतुकाय॥"

प्रसन्नराघव नाटकं।

'Káledása, the celebrated author of the Sakoontalá, is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the mind of the lovers.

*   *   *   *   *   *   *

Tenderness in the expression of feeling and richness of creative fancy, have assigned to him his lofty place among the poets of all nations."—Alexander Von Humboldt.

কালিদাস।

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন-বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষ-পিয়র যেরূপ সুমধুর কবিতায় নির্ম্মল প্রস্রবণে জাগতিক মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তদ্রূপ সকলের হৃদয়কন্দরে প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি এক বার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতাকলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতিভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে "আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি

---

* "মেঘদূতম্" মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্। মল্লিনাথ সূরি বিরচিত সঞ্জীবনী টীকা সমেতম্। বহুল গ্রন্থ সঙ্কলিত সদৃশ ব্যাখ্যা সহিতম্ পাঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয় দ্বিজ শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা।

"কুমার-সম্ভবম্।" সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি কালিদাস কৃতম্। শ্রীমল্লিনাথ সূরিবিরচিতয়া সঞ্জীবনী সমাখ্যয়া ব্যাখ্যয়া গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালাধ্যাপক শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যকৃত তট্টীকাধৃত ব্যাকরণসূত্র বিবরণোদ্ভাসিতয়ান্বিতম্ তেনৈব সংস্কৃতম্। কলিকাতা।

প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্ম্মণ, ফরাসীশ, দেন, এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাদরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং অনুবাদকগণ আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ জোন্স্, উইলসন, লাসেন, উইলিয়মস্, ঈএটস্, ফসি, ফোককস্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্ম্মণ কবি ও পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হম্‌বোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ-পদ প্রদান করিয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে—জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্ম্মণদেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখক-চূড়ামণি তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার মতে শেক্ষপিয়রের "হামলেট্" অপেক্ষা গেটের "ফষ্ট" এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রণ তাহার ছায়ামাত্র লইয়া "ম্যানফ্রেড" রচনা করিয়াছেন; সুতরাং গেটে এক জন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব

শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম্ জোন্স কৃত ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী, এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"* এক জন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্ব-রস-পানে এককালে বিমূঢ়—তাঁহারা নস্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিবেন, "মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।" † তাঁহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসকৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টী" ও "নৈষধ" পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে

---

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

"Willst du die Blüthe des frühen, die Früchte des spateren Jahres,
Willst du was reizt und etzückt, willst due was sättigt und nähst,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begreifen;
Nennich Sakontala, Dich, und so ist Alles gesagt."—GOETHE.

† উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের গ্রন্থের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাদৃক্ আদর করেননা—এমন কি, এক ব্যক্তি "মেঘদূত" অপেক্ষা জীব গোস্বামীর "গোপাল-চম্পূ" নামক আধুনিক অপকৃষ্ট কাব্যের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এ সকল বঙ্গদেশীয়গণের কথা—পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাসকে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাওদাজী কালিদাসের শুদ্ধ কবিতা পাঠে ক্ষান্ত না হইয়া, বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাম্রশাসন পত্র হইতে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রস্তাব প্রামাণিক বোধ করিয়া কোন কোন অংশ গ্রহণ করিলাম।

কালিদাস বিখ্যাত-নামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহার প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ সাধারণ লোকে অবগত নহেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে লম্পট স্থির করিয়া উলঙ্গ আদিরস ঘটিত কবিতাবলী তাঁহার নামে প্রচার করিয়া থাকেন। চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ যুবকেরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই এ সকল উদ্ভট শ্লোক

অভ্যাস করিয়া ধনিগণের মনোরঞ্জন করতঃ বার্ষিকী গ্রহণ করেন। ফলে এ সকল উদ্ভট কবিতা কালিদাসের কৃত নহে, আধুনিক কবি-রচিত। "প্রফুল্ল-জ্ঞাননেত্র" নামক একখানি বাঙ্গালা পদ্যময় বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে কালিদাসের জীবনচরিত্র মধ্যে প্রচলিত রসিকতা-জনক কাল্পনিক গল্প প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থকার স্বীয় কলুষিত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজী ভূমিকা সহ যে একখানি "রঘুবংশ" সটীক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও এই সকল কাল্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

কালিদাস কোন গ্রন্থেই আপন পরিচয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। লিখিত আছে যে;—

> ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমরসিংহ শঙ্কু
> র্বেতালভট্ট ঘটকর্পরকালিদাসাঃ
> খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
> রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

এই মাত্র নবরত্নের পরিচয়ে তাঁহার পরিচয়। "অভি-জ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থকর্ত্তার এই পরিচয়ে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। সুতরাং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিনাথ সূরি কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন; তাঁহার টীকা, দক্ষিণাবর্ত নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ লাসেন কহেন, কালিদাস দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তর-ফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু" "কাব্যপ্রিয়," প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

বেনটলি, মস্যুর পাভির "জর্নেল এসিয়াটীক" নামক পত্রিকায় "ভোজপ্রবন্ধের" ফরাশীস অনুবাদ ও "আইন আকবরী" দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজরাজার ৮০০ শত বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বেনটলি স্বীয় গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ মূঢ় বিবেচনা হয়। কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রিন্সেপ ও এলফিনিষ্টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

"ভোজপ্রবন্ধের" প্রমাণানুসারে গুজরাট, মালওয়া এবং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন, কালিদাস ১১০০

খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জয়িনী নিবাসী ভোজ রাজের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ নৃপতির রাজ্য কাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত, ও তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং "ভোজপ্রবন্ধ" পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালব দেশান্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভ্রাতৃপুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করেন। ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার খুল্লতাত তদ্দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয়-কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি বৎসরাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাপন করতঃ ভোজকে অচিরে অরণ্য মধ্যে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ভোজকে গোপন রাখিয়া পশু শোণিতে লোহিতবর্ণ

অসি, মুঞ্জ ভূপকে উপহার দিলেন। তদ্দৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে? বৎসরাজ তচ্ছ্রবণে একটি পত্রোপরি লিখিয়া দিলেন—"মান্ধাতা, যিনি কৃতযুগে নৃপকুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। *রাবণারি রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করেন,* তিনি কোথায়? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন।" ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা রাজ্য প্রদান করণানন্তর, ঈশ্বরারাধনা নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। আমরা "ভোজপ্রবন্ধে" কালিদাসের নামসহ নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি:—কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র, গোপালদেব, জয়দেব,(প্রসন্নরাঘব গ্রন্থকার) তারেন্দ্র, দামোদর সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লি-

নাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, হরিবংশ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি, শঙ্কর, সম্বদেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, সুবন্ধু ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন "ভোজপ্রবন্ধ" ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই ভোজের সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন। "ভোজপ্রবন্ধে" এই সকল কবির নাম পাওয়া যায়,সুতরাং উহা প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিব? এই ভোজরাজ "চম্পূরামায়ণ," "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ," "অমরটীকা," রাজ-বার্ত্তিক," "পাতঞ্জলিটীকা," এবং "চারুচার্য্য" রচনা করেন, এই গ্রন্থের একখানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

"বিশ্বগুণাদর্শ" গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য কালিদাস, শ্রীহর্ষ এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন, যথা;—

মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ॥

কিন্তু ইহাতে তিনিও "ভোজপ্রবন্ধ" প্রণেতা বল্লালের

ন্যায় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেননা শ্রীহর্ষ কালিদাস, এবং ভবভূতি এককালে বর্ত্তমান ছিলেন না ; এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য যে ৫৭ খ্রীঃ পূঃ শক-দিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্বৎ স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হম্‌বোল্‌ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন ; এ কথা অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতে স্বীকার করেন। কর্ণেল টড "রাজস্থানের ইতিহাস" মধ্যে লিখিয়াছেন, "যত দিবস হিন্দুসাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল ভোজ প্রমর ও তাঁহার নবরত্নের কখন লোপ হইবেক না।" কিন্তু বহুগুণ-মণ্ডিত তিন জন ভোজ রাজের মধ্যে কাহার নবরত্ন সভা ছিল, একথা বলা দুরূহ। কর্ণেল টড তিন জন ভোজ রাজের সম্বৎ ৬৩১। ৭২১ এবং ১১০০, এই তিন পৃথক পৃথক কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

"সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি," "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ও "বিক্রম চরিত" মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কোন

সত্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্ল্লভ। মেরু তুঙ্গকৃত "প্রবন্ধ চিন্তামণি" এবং রাজ শেখরকৃত "চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্য বীর্য্যশালী, মহাবল, পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে জনৈক সিদ্ধসেন সূরি নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কতদূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য এক জন জৈন-লেখক কহেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ রাজের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বহু সংখ্যক লোক বসতি করে। ইনি এবং বৃদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এসকল জৈন গ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থে এসকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ ভোজ মনাতুঙ্গ সূরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্গ,—বাণ ও ময়ূরভট্টের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য ছিলেন। বাণ-কৃত "হর্ষচরিত" পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এবং ইহাঁর নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ আহূত হইয়াছিলেন কবি বাণ

হিয়াঙসিয়াঙ কৃত গ্রন্থ পাঠে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত চৈনিকাচার্য্যের সাক্ষাৎ "যবন প্রোক্তপুরাণ" হইতে "হর্ষ-চরিতে" সংগৃহীত হইয়াছে।

কথা সরিৎসাগরের" ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কণ্ব নর-বাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস বলিয়াছেন। তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় অব্দে নরবাহন দত্তের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন। নরবাহন দত্ত জৈনগ্রন্থ, "কথা সরিৎ-সাগর" ও "মৎস্য পুরাণের" মতানুসারে শতানিকের পৌত্র।

নাসিক প্রস্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহাঁকে নভাগ নহুষ, জনমেজয়, যযাতি এবং বলরামের ন্যায় বীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া কি রূপ গোলযোগ উপস্থিত। লোকে এক জন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে কত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদিগের শক-প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের অমূল্য রত্ন, কবিচক্র-চূড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে; সেটি বড় সহজ ব্যাপার

নহে, কাজে কাজে ঐতিহাসিক অন্যান্য কথা উত্তম রূপ সামঞ্জস্য করিয়া লিখিতে হইতেছে।

শ্রীদেবকৃত "বিক্রমচরিতে" লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের নির্ব্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শকাব্দা স্থাপন করেন। এ গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ মাত্র নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কহেন, "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক কাল-জ্ঞান-শাস্ত্র, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮ কলি গতাব্দে লিখেন। এ বিষয়টি "মেঘদূত" প্রকাশক বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু "জ্যোতির্বিদাভরণ" যে রঘুকার কালিদাস প্রণীত, এ বিষয় অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত-পরিপোষক "জ্যোতির্বিদাভরণের" কতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি;—

"আমি এই গ্রন্থ শ্রুতি-স্মৃতি অধ্যয়নে প্রফুল্লকর এবং ১৮০ নগরীসমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রচনা করিয়াছি। ৭।

"শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি,

ঘটকর্পর, অমরসিংহ এবং অন্যান্য কবিগণ তাহার সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৮।

"সত্য, বরাহমিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদ রায়ণী, মণিত্থ, কুমার সিংহ এবং আমি ও অপর কয়েক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ৯।

"ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, কটকর্পর, কালিদাস, ও সুবিখ্যাত বরাহ মিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী। ১০।

"বিক্রমের সভায় ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজা আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভায় ১৬জন বাগ্মী, ১০ জন জ্যোতির্ব্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

"তাহার সৈন্য অষ্টাদশ যোজক ব্যাপক স্থলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল; এবং ২৪৩০০ হস্তী এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন ভূপতির তুলনা করা অসম্ভব। ১২।

"তিনি ৯৫ শক নৃপতিকে সংহার করিয়া পৃথ্বীতলে বিখ্যাত হইয়া, কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যহ মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, এবং হস্তী দান করিয়া ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতেন। ১৩।

"তিনি দ্রাবিড়, লতা, এবং গৌড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুজ্জর দেশ জয়, ধারানগরীর সমুন্নতি এবং কাম্বোজাধিপতির আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৪।

"তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইন্দ্র, অম্বুধি, অমরদ্রু, সর, এবং মেরুর ন্যায় ছিল। তিনি প্রজাগণের প্রীতিপ্রদ ভূপতি ছিলেন ও শত্রুগণ জয় করিয়া, দুর্গ পুনঃ প্রদান করত তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

"প্রজাবর্গের সুখকরী, ও মহাকালের অধিষ্ঠানে সুবিখ্যাতা উজ্জয়িনী নগরী তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

"তিনি মহাসমরে রুমাধিপতি শক নৃপতিকে পরাজয় করণানন্তর বন্দীরূপে উজ্জয়িনী নগরীতে আনয়ন করত পরে স্বাধীন করেন। ১৭।

"এই রূপ বিক্রমাদিত্যের অবন্তী শাসন সময়ে প্রজাবর্গ সুখ সচ্ছন্দে বৈদিক নিয়মানুসারে কাল অতিবাহিত করিত। ১৮।

"শঙ্কু ও অন্যান্য পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৯।

"আমি প্রথমে রঘু প্রভৃতি তিন খানি কাব্য রচনা

করিয়া, বৈদিক "শ্রুতি কর্ম্মবাদ" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করতঃ এই "জ্যোতির্বিদাভরণ" প্রস্তুত করিলাম। ২০।

"আমি ৩০৬৮ কলি গতাব্দে, বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপন করি। বহুবিধ জ্যোতির্ব্বিবরণ উত্তম রূপে পরিদর্শনানন্তর আমি এই গ্রন্থ জ্যোতির্ব্বিদগণের মনোরঞ্জনার্থে সংকলন করিলাম। ২১।"

পুনরায় গ্রন্থকার ২০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ্র, মালব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গ্রন্থ ১৩২৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তদ্দৃষ্টে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, ও কালিদাস স্বীয় তিন খানি কাব্য ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ৩২ খ্রীঃ পূঃ ও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১০ সংখ্যক শ্লোক "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" হইতে

অবিকল কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন্ গ্রন্থের শ্লোক, এ বিষয় অতি অল্প লোকে জানেন। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? এ কথা সত্য; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাসপ্রণীত!—কখনই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে তাঁহার প্রমাণ অগ্রাহ্য করি—এ স্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এক বার "রঘু," "কুমার" রচনার সহিত "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনাঃ প্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ গ্রন্থ কখনই প্রসব করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাসকৃত। তিনি আপন গুণগরিমা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্নের"

অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী। পুনশ্চ, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণে" লিখিত আছে জিষ্ণু* (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" সঙ্গে একত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ অঃ যে হর্ষ বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভ্রমক্রমে সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন, এবং ঘটকর্পর যে একজন কবি ছিলেন প্রকাশ আছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ঘটকর্পর নামে কোন কবি ছিলেন না। এবং "ঘটকর্পর" নামে যে

---

* ১৮৭৩ সাল ডিসেম্বর মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পুস্তকে বাঙ্গালা পুস্তক সমালোচন মধ্যে, একজন কৃতবিদ্য সমালোচক আমাদিগের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, যে জিষ্ণু শব্দের এস্থলে আভিধানিক অর্থ জয়ী বলিলে কোন গোলযোগ থাকে না, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদাভরণে শঙ্কু, বররুচি, মনি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু প্রভৃতি কবিগণের নাম লিখিত আছে। ইহাতে জিষ্ণু ও অন্যান্য কবির ন্যায় এক ব্যক্তির নাম স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে। এই জিষ্ণু ব্রহ্মগুপ্তের পিতা তথাহি ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্ত ——

"জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্তেন।"

ক্ষুদ্র কাব্য বর্ত্তমান আছে, তাহা কালিদাসকৃত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে,"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার কালি-দাসের, মহাকবি কালিদাসের ও শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমা-দিত্যের পরিচয়ের সহিত পরস্পর অনৈক্য, এবং কাল নিরূপণও ঠিক হইতেছে না। সুতরাং এ কালিদাস, আমাদিগের আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি "শক্র পরাভব" নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রণেতা। ইহাঁর গণক উপাধি ছিল।

"বৃত্তরত্নাবলী," "প্রশ্নোত্তরমালা," কালিদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনা-প্রণালী দৃষ্টে কালিদাসের কৃত বলিয়া কখনই বোধ হয় না।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "হাস্যার্ণব" নামক প্রহসন মহাকবি কালিদাসকৃত; কিন্তু উহা বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জগদীশ্বর তর্কালঙ্কার-প্রণীত। আমরা অন্যত্রে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

মান্দ্রাজের পুস্তকালয়ে কালিদাসকৃত "নানার্থ-শব্দরত্ন" নামক কোষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।* কিন্তু উহা মহাকবি কালিদাসের কৃত নহে। কেননা "মেদিনী-কোষে" মেদিনীকর সমুদয় প্রাচীন কোষের নাম

* *Vide* The Indian Antiquary, page 330, Vol. I.

উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "নানার্থ শব্দরত্নের" নাম পাওয়া যায় না। যথা—

"উৎপলিনী শব্দার্ণব সংসারাবর্ত্তনা মমালাখ্যান্।
ভাগুরিবররুচি শাশ্বত বোপালিত রন্তিদেব হরকোষান্॥
অমরশুভাঙ্ক হলায়ুধ গোবর্দ্ধন রভসপালকৃত কোষান্।
রুদ্রামরদত্তাজয় গঙ্গাধর ধরণি কোষাংশ্চ।
হারাবল্যভিধানং ত্রিকাণ্ডশেষঞ্চ রত্নমালাঞ্চ॥
আপবহুদোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ সুবিচার্য্য॥
বাভটমাধব বাচস্পতি ধর্ম্মব্যাড়িতার পালাখ্যান্।
অপি বিশ্বরূপ বিক্রমাদিত্য নামলিঙ্গানি সুবিচার্য্য॥
কাত্যায়ন বামনচন্দ্রগোমিরচিতানি লিঙ্গশাস্ত্রানি।
পাণিনি পদানুশাসনপুরাণ কাব্যাদিকঞ্চ সুনিরূচ্য॥"

"নানার্থ শব্দরত্ন" যদি কালিদাসকৃত বোধ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই "অমর," "বিশ্বপ্রকাশ," ও "শব্দার্ণব" প্রভৃতি কোষে এবং "অমর কোষের" বিবিধ টীকায় তথা মল্লিনাথকৃত "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," প্রভৃতি কোন কাব্যের টীকায়, তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইত। "নানার্থ শব্দরত্নের" একখানি "তরলা" নাম্নী টীকাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা নিচুল যোগীন্দ্র-প্রণীত। ইনি ভোজরাজের আজ্ঞায় টীকা রচনা করিয়াছেন। যথা—

"ইতি শ্রীমন্ মহারাজ ভোজরাজ প্রবোধিত নিচুল

কবি যোগীন্দ্র নির্ম্মিতায়াং মহাকবি কালিদাস কৃত "নানার্থশব্দরত্ন" কোষরত্ন দীপিকায়াং তরলাখ্যায়াং প্রথমং (দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং) নিবন্ধনং।"

এই নিচুলযোগীন্দ্র যদি কালিদাসের সহধ্যায়ী নিচুল হয়েন, তাহা হইলে "নানার্থশব্দরত্ন" কবি কালিদাসের কৃত বলিলেও শোভা পায়। কিন্তু আমরা নিচুলের নামগন্ধও "ভোজচরিত" মধ্যে পাইতেছি না। ইহাতে কিপ্রকারে তাঁহাকে ভোজরাজের পার্ষদ বলিব?

"ভাগার্থচম্পু" গ্রন্থকার একজন কালিদাস। ইনি আপনাকে "অভিনব কালিদাস" নামে পরিচয় দিয়াছেন।

কর্ণেল উইলফোর্ড বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য" হইতে কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য" জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর স্থরিবল্লভীরাজ শিলাদিত্য নৃপতির অনুমত্যনুসারে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "আমার (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্ব্বাণের পরে ইন্দ্র নামক এক জন ধর্ম্মবিরোধী জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চমমর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর ৪৫ দিবস

পরে বিক্রমার্ক রাজ জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধসেন সূরির উপদেশ গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক চলিত অব্দ স্থগিত হইয়া নব অব্দ স্থাপিত হইবেক।" ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্দ্ধমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইলফোর্ড ও তাঁহার পণ্ডিত-গণ বীর বা বীরবিক্রমকে বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়া-ছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বৎসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের" মতানুসারে বল্লভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাষ্ট্র হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শত্রুঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান পুনঃগ্রহণ করতঃ জৈন মন্দির সমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইলফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

"রাজতরঙ্গিণীতে" লিখিত আছে, খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতা-ব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসন-কর্ত্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে,

বিক্রমাদিত্য একশত বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত হয়েন।

উইলসন সাহেব হর্ষ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "আশী-য়াটিক রিসার্চেস" পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্র-মাদিত্যের পূর্ব্বে এই নামধেয় আর এক জন ভূপালের নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমা-দিত্যের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন ঐতিহাসিক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

রাজপুত্রকুলকবি চন্দবর্দাই তৎকৃত "পৃথীরাজ চৌহান-রাস" মধ্যে শেষ নাগ, বিষ্ণু, ব্যাস, শুকদেব, এবং শ্রীহর্ষকে বন্দনা করিয়া কালিদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> ছট্ঠং কালিদাস সুভাষা সুবদ্ধং।
> জিনৈ বাগবাণী সুবাণী সুবদ্দং॥
> কিয়ৌ কলিকা মুখ্য বাসং সুসুদ্ধ।
> জিনৈ সেতবন্ধৌ তিভোজন প্রবন্ধ॥

এই কবিতায় কালিদাসকে ষষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহাতে হিন্দী কবিতার রসগ্রাহী গ্রাউস সাহেব কহেন যে শ্রীহর্ষের পরে কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন কিন্তু আমা-দিগের বিবেচনায় কবিচন্দ্র ভট্ট শব্দালঙ্কারে ভূষিত নৈষধের কবিতায় মোহিত হইয়া শ্রীহর্ষের নাম কালি-দাসের পুর্ব্বে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণকার অনেক

আধুনিক কবি রঘুবংশ অপেক্ষা নৈষধের মান্য করিয়া
থাকেন। পুনরায় কবিচন্দ্র শ্রীহর্ষের সমসাময়িক, এজন্য
তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত কালিদাসের পূর্ব্বে
তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন প্রতীয়মান হয়।*

কহ্লণপণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্র-
মের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দা স্থাপনের পরে
বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁকে কবিবন্ধু ও বিবিধ গুণমণ্ডিত
বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগুপ্ত, বেতালমেন্থ, এবং
ভর্ত্তৃমেন্থ সভাসদ্ ছিলেন। "মেন্থ" নিঃসন্দেহ ভট্টশব্দ-
বাচক, তাহা হইলে বেতালমেন্থ এবং ভর্ত্তৃমেন্থ,
বেতালভট্ট, ও ভর্ত্তৃভট্ট। কোন কোন জৈন গ্রন্থে "মেন্থ"
শব্দ মেন্ধ লিখিত আছে। "বিশ্বকোষ" অনুসারে সংস্কৃত-
ভাষায় মেন্ত্র অর্থ প্রধান। বেতালভট্ট বিক্রমের নব-
রত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং ভর্ত্তৃহরি "নীতিবৈরাগ্য" ও
"শৃঙ্গার শতক" গ্রন্থকার। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা
বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? "রাজতরঙ্গিণীর"

---

* উদ্ধৃত কবিতার শেষপংক্তি পাঠে বোধ হয় চন্দ্র কবি কালিদাসকে
সেতু কাব্য এবং ভোজ প্রবন্ধ রচয়িতা বিবেচনা করিয়াছেন,
কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থখানি বল্লালকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার মধ্যে
গ্রন্থকার কালিদাসের মুখে কতিপয় সুমধুর কবিতা প্রদান করাতে চন্দ্র
কবির উহা কালিদাসকৃত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবেক। আমরা এ
বিষয় ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়ারী পত্রের দুই সংখ্যায় সপ্রমাণ করিয়াছি।

তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সু-প্রসিদ্ধকবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা। মাতৃগুপ্ত কালি-দাসের অপর একটি নাম। কিন্তু পুরুষোত্তমকৃত " ত্রিকাণ্ড শেষ " মধ্যে কালিদাসের—রঘুকার, কালিদাস, মেধা-রুদ্র এবং কোটিজিত্ এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্তকৃত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কহ্লণ প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাঘবভট্ট শকুন্তলার টীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবি রচিত এবং কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত হইলেও শোভা পায়। রাজা প্রবরসেনের মনোরঞ্জনার্থ কালিদাস " সেতু-কাব্য " নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন।

"সেতুপ্রবন্ধ" কাব্যের টীকাকার রামদাস কহেন, বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞানুসারে কালিদাস উক্ত কাব্য রচনা করেন। যথা—

"বীরাণাং কাব্য চর্চ্চা চতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্য বাচায়শ্চক্রে কালিদাসঃ কবি মকুটবিধুঃ সেতুনাম প্রবন্ধং। তদ্ব্যাসব্যা সৌষ্ঠবার্থং পরিষদি কুরুতে রামদাসস্য এব গ্রন্থঞ্জল্লাল দীন্দ্রক্ষিতিপতিবচসা রামসেতুপ্রদীপং।"

সুন্দরকৃত "বারাণসী দর্পণ" টীকাকার রামাশ্রম কালি-দাসকে " সেতুকাব্য " রচক বলিয়াছেন; বৈদ্যনাথকৃত

প্রতাপরুদ্র," দণ্ডীপ্রণীত "কাব্যাদর্শ" এবং "সাহিত্য-দর্পণ" গ্রন্থে "সেতুকাব্যের" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "সেতুকাব্য" বিতস্তা নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি "অভিনব" বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহাঁর পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে "প্রথম প্রবরসেন" নামে বিখ্যাত। পিন্সেপ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কোন প্রবরসেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্যের সভাসদ্ কবিবাণ "হর্ষচরিতে" প্রবরসেনের ও "সেতুকাব্য" প্রণেতা কালিদাসের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন যথা ;—

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা
সাগরস্য পরং পারং কোপিসেনেবসেতুনা।
নির্গতাসুন বাকস্য কালিদাসস্য সুক্তিষু
প্রীতির্মধুরসার্দ্রা সুমঞ্জরীম্বিবজায়তে॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, তাহা "রাজতরঙ্গিণীর" প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং ইনিই মহাকবি কালিদাস—একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে

আমাদিগের মহা সংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহা প্রমাদ উপস্থিত। বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণে শকারি বিক্রমাদিত্য, একজন পৃথক ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মুলতানের নিকটস্থ কারার নামক স্থানে শকগণকে পরাজিত করতঃ "শকাব্দা" স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় খণ্ডন হইতেছে, এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমরা বিচারমল্ল হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়। এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে হর্ষ বিক্রমাদিত্য

মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন; তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জন-শ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবর-সেনকে উহা প্রত্যর্পণ করতঃ যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন; এবং প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া "সেতু-কাব্যে" তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, এটি মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয়। তিনি আপন শোক যক্ষমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রামগিরির শৃঙ্গে বসিয়া আষাঢ়ের একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়সীর নিকট বার্ত্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এজন্য স্বভাবতঃ তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরূপ হিমালয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কাশ্মীর প্রদেশে, অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত এক মাত্র প্রামাণিক পুরাবৃত্ত "রাজ-তরঙ্গিণী" হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ স্থরি "মেঘদূতের" চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, কালিদাস দিঙ্নাগাচার্য্য এবং নিচুলের সমকালিক ছিলেন। দিঙ্নাগাচার্য্য কালি-দাসের সহাধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু ও ন্যায়স্থত্র বৃত্তিকার। কালিদাস "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতু-সংহার," "অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক," "বিক্রমোর্ব্বশী-ত্রোটক," "মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক," "নলোদয়," "শৃঙ্গারতিলক," "শ্রুতবোধ" এবং "সেতুকাব্য" প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "রঘুবংশ," "কুমার-সম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতুসংহার," "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মালবিকাগ্নিমিত্র" এবং "শ্রুতবোধ," বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

"পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণু।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌচ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ, কবি কালিদাসঃ!"

বররুচি।

"সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

বররুচি।

আমরা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ নব নব প্রবন্ধ প্রাচীন পুরাবৃত্তপ্রিয় পাঠকবর্গের করকমলে উপহার প্রদান করিতেছি। এ সকল অনুসন্ধান ভ্রমবিহীন হইবেক, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না। তবে, বিশেষ অনুসন্ধানের পর, প্রস্তাব সমুহ লিপিবদ্ধ করিব, তাহাতেও যদি ঐতিহাসিক কোন ভ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। গতবারে কালিদাসকে আধুনিক স্থির করায় কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ নহি। ঐতিহাসিক সত্য গোপন রাখা কোন মতেই উচিত নহে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "প্রকৃতমনুসরামঃ——"

নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত একখানি পুস্তকে † নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লার্ড বায়রণ, থ্যাকারী প্রভৃতি বিখ্যাত

---

* সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্। মহাকবি বররুচি বিরচিতম্। সংস্কৃত ব্যাখ্যানুগতম্। কলিকাতা রাজধান্যাম্। প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিতম্॥

† "Strange Visitors."

ব্যক্তিগণের ভূতযোনিবিরচিত প্রস্তাব কলাপ প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে বোধ হইতেছে, বররুচির ভূতযোনি এখানি রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এই আধুনিক আদি-রস ঘটিত গল্প "নবরত্নের" রত্ন বিশেষ বররুচিকৃত কখনই হইতে পারে না। ইহার রচনাচাতুর্য্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎসিত ভাব সম্পন্ন আধুনিক কবিগণের প্রীতিকর সংস্কৃত অশ্লীল কবিতা দৃষ্টে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রধান কবির রচিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এক জন বঙ্গদেশীয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রতীয়মান হইল। ইহাতে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যা-সুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষ ভাগে যে "চোরপঞ্চাশৎ" আছে, তাহা চোর কবি বিরচিভ। বররুচি দুই ব্যক্তি। কাত্যায়ন বররুচি ও বররুচি। ভট্ট মোক্ষমুলর এই দুই বররুচিকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার "ইষ্টিণ্ডিয়া হাউসের" পুস্তকালয় স্থিত আত্মানন্দকৃত ঋকৃবেদ ভাষ্যে, "সর্ব্বানুক্রমণি" মধ্যে "অত্র শৌন-কাদি মতসংগৃহীতুর্ব্বররুচেরনুক্রমণিকা" এই পংক্তি পাঠে ভ্রম হইয়াছে। "সর্ব্বানুক্রমণি" কাত্যায়ন বররুচিকৃত, তৎকৃত মাধ্যান্দিন প্রাতিশাখ্যও প্রসিদ্ধ।

ইনি পাণিনির বার্ত্তিককর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্র প্রণেতা। "কথাসরিৎসাগরে" লিখিত আছে, পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের অনুচর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্য-লোকে কাত্যায়ন বা বররুচি* নামে কৌশাম্বী নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় "এই বালক শ্রুতধর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্য ইহার নাম বররুচি হইবে"+ যথা মূল সংস্কৃত গ্রন্থে;—

এক শ্রুতধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥
নাম্না বররুচি লোকে তত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্যদ্বরং ভবেৎকিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগু পারমৎ॥

তিনি অতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটক খানি তাঁহার মাতার সমীপে অবিকল

* ততঃ সমর্ত্ত্যবপুষা পুষ্পদন্তঃ পরিভ্রমৎ। নাম্না বররুচি কিঞ্চ-কাত্যায়ন ইতিশ্রুতঃ॥ হেমচন্দ্র কোষে কাত্যায়ন এবং বররুচি এক নাম স্থির হইয়াছে।

+ "বৃহৎ কথার" বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২, প্রথম ভাগ।

কণ্ঠস্থ বলিয়াছিলেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ শ্রুতধর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতিশাখ্য শ্রবণ করতঃ গ্রন্থ না দেখিয়াই তাহা সমুদায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবের কৃপায় পাণিনি অবশেষে জয় লাভ করিলেন। কাত্যায়ন, পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়নান্তর তাহার বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন। এই "কথাসরিৎসাগরের" মতানুসারে তিনি নন্দের মন্ত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তিন শত খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ 'বৃহৎ কথার" রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন,* কিন্তু মিথ্যা গল্পের পুস্তকের এত মান্য করিতে হইলে "আরব্যোপন্যাসও" প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না। এ জন্য "বৃহৎ কথার" প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতেছে। আচার্য্য গোলডৃষ্টুকরের মতে তিনি পতঞ্জলির সমসাময়িক এবং ১৭০ ও ১২০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান

---

* শ্রীরামায়ণ ভারত বৃহৎ কথানাং কবীমমস্কুমঃ ত্রিস্রোতা ইবসরসা সরস্বতী স্ফুরতিযেভিন্না ॥—গোবর্দ্ধনঃ।

ছিলেন। এই বররুচি, সদ্গুরু শিষ্যের মতে "কর্ম্ম-প্রদীপ" প্রণেতা। উহা আদ্যোপান্ত অনুষ্টুপচ্ছন্দে রচিত। এক্ষণে বিক্রমের বররুচির পরিচয় সন্ধান করা আবশ্যক। আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য, এবং উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নবরত্ন সভা সংস্থাপক বিক্রমাদিত্য, এই তিন জন বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য পাইয়াছি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নৃপতিদ্বয় শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য; তৃতীয় বিক্রমাদিত্য "রাজতরঙ্গিণীর" মতে যদিও শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরাকালে শক জাতিরা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিত, এ জন্য হিন্দু ভূপালবর্গ সর্ব্বদা সসজ্জিত থাকিতেন। কাজেই আমাদিগের তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত, তিনিও তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্য্য করিয়া তিনি স্বীয় অব্দ প্রচলিত করেন নাই। আমরা এই সকল কারণে প্রথমোক্ত দুই বিক্রমাদিত্যকে "কালিদাসের" বিবরণে শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য বলিয়াছি। "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক কালজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে বররুচি সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের সভায় "নবরত্নের" অন্তর্ব্বর্ত্তী, কিন্তু যখন উহা এক জন জাল কালিদাস কৃত, এবং ঐতিহাসিক

ঘটনা সকল অনৈক্য প্রমাণ হইতেছে, তখন উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য বোধ করা অন্যায়। "ভোজ-প্রবন্ধে" লিখিত আছে, "অথ ধারানগরে ন কোপি মূর্খো নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেবন্তে বিদুষাং শ্রীভোজম্। বররুচি সুবন্ধুবাণ ময়ুর রামদেব হরিবংশ শঙ্কর কলিঙ্গ কর্পূর বিনায়ক মদন বিদ্যাবিনোদ কোকিল তারেন্দ্র প্রমুখাঃ।"

এই ভোজ মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীসাহসাঙ্ক নামে খ্যাত, যথা রাজশেখর ;—

"ভাসো রামিল সৌমিলৌ বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবি র্মেঘো ভারবি কালিদাস তরলাঃ স্কন্ধঃ সুবন্ধুশ্চয়ঃ।"

এক্ষণে মীমাংসা করা আবশ্যক। বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু তাঁহার ভাগিনেয় *। ইহাঁদিগের উভয়ের নাম এবং কালিদাসের নাম বল্লাল মিশ্র এবং রাজশেখর লিপিবদ্ধ করিয়া ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্কের পার্ষদ স্থির করিয়াছেন। ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্ক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবর সেনের সমসাময়িক, উজ্জয়িনীর শ্রীমন্ বিক্রমাদিত্য বা হর্ষ বিক্রমাদিত্যও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রাজ্য করিয়া-

* ইতি শ্রীবররুচি ভাগিনেয় সুবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।

ছিলেন। ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে। সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, ও সেই রাজা লোকান্তরগত হইলে বাসবদত্তা রচনা করেন* এবং বাসবদত্তার প্রারম্ভে বিক্রমাদিত্য মানবলীলাসম্বরণ করাতে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন ; যথা—

সারসবত্তা নিহতা নবকা বিলসন্তিচরনে।তিনোকঙ্কঃ।
সরসীবকীর্ত্তি শেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে ॥

এই সকল প্রমাণে বোধ হইতেছে, হর্ষ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু, কালিদাস, এবং বররুচি বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান্ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বররুচি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তিনি ভোজরাজের পৌরোহিত্য করিতেন এবং তাঁহার এক মাত্র আশ্রয়-পাদপ ভোজের মৃত্যুর পর তৎকৃত "ভোজ-চম্পু" সম্পূর্ণ করেন। বররুচি প্রণীত "প্রাকৃত প্রকাশ" এক খানি উপাদেয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাঁহার কৃত "লিঙ্গ বিশেষ বিধিকোষ" অতি প্রসিদ্ধ। মেদিনীকার এবং হলায়ুধ তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নামে "নীতিরত্ন" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত আছে।

---

* কবিরয়ং বিক্রমাদিত্য সভ্যঃ। তস্মিন রাজ্ঞি লোকান্তরং প্রাপ্তে এতন্ নিবন্ধং কৃতবান।—নারসিংহবিদ্যা।

नरंहुव पंचम्म श्री दर्ष सारं ॥
नेलैराय कंठं दिनै षद हारं ॥

শ্রীহর্ষ।

ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ নামা দুইজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব ইহাঁদিগের উভয়কে এক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুমানে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। তাহা, পাঠকবর্গ নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবে দুইজন শ্রীহর্ষের পৃথক পৃথক জীবন চরিত পাঠে, উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিসুর নামা ন্যায়পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী গৃধ্র পতিত হওয়াতে, রাজা ভাবিবিঘ্ন আশঙ্কায় পণ্ডিত-মণ্ডলীকে তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন; তচ্ছ্রবণে বুধগণ সকলেই গৃধ্রের মাংস দ্বারা হোম করিতে কহিলেন। রাজা গৃধ্র ধৃত করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু সভাস্থিত জনৈক ভূসুর কহিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; তথায় এতাদৃশ রাজভবনে গৃধ্রপতিত হওয়াতে, রাজা ভট্ট নারায়ণাদি

দ্বারা মন্ত্র বলে গৃধ্র ধৃত করতঃ তাহার মাংসে যজ্ঞাদি করিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ আদিশূর এই কথা শুনিয়া কিয়দ্দিবস মধ্যেই কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদপারগ পঞ্চবিপ্রকে সস্ত্রীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ৯৯৯ শকাব্দায় নির্ম্মিত একটী ভবনে বাস করিতে অনুমতি করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ সৎকবি।

শ্রীহর্ষদেব শ্রীহীর ঔরসে এবং মামল্ল দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের ন্যায় আপন পরিচয় গোপন করেন নাই। নৈষধ চরিতের প্রত্যেক সর্গের শেষে তিনি গর্ব্বোক্তি সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা প্রথম সর্গের শেষ শ্লোকঃ—

> শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কারহীরঃসুতং
> শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয় চয়ংমামল্ল দেবীচয়ং
> তচ্চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তন ফলে শৃঙ্গার ভঙ্গ্যামহা-
> কাব্যে চারুনি নৈষধীয় চরিতে সর্গোঽয়-
> মাদির্গতঃ।

অর্থাৎ "কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরস্বরূপশ্রীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয়

লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তাফল স্বরূপ অথচ শৃঙ্গার রস প্রাধান্য জন্য অতি মনোহর নৈষধীয় কাব্যের প্রথম সর্গ গত হইল।”*

পুনর্ব্বার গ্রন্থের শেষে কান্যকুব্জাধিপতির সমীপ হইতে শ্রীহর্ষ তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লিখিয়াছেন যথা “তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাদ্।” পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ “নৈষধ” এবং “খণ্ডন খণ্ড খাদ্য” মধ্যে আমরা এই মাত্র কবি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইলাম।

“বিশ্বগুণাদর্শ” গ্রন্থকর্ত্তা বেদান্তাচার্য্য এবং বল্লাল মিশ্র উভয়েই শ্রীহর্ষকে ভোজ দেবের পারিষদ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বোধ হইতেছে; এবং শ্রীহর্ষ স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত ঐক্য হইতেছে না।

সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে “প্রবন্ধ কোষ” রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীরপুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ

* শ্রীজগচ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক অনুবাদিত নৈষধচরিত। ৪৭ পৃষ্ঠা।

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইহাঁর বংশ এক কালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলার সাহেব কহেন, এই জয়ন্ত চন্দ্র কান্ত্রকূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেন না, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।

শ্রীহর্ষ এক জন অসাধারণ কবি। তাঁহার নৈষধ চরিত দ্বাবিংশ সর্গে সম্পূর্ণ, বৃহৎ গ্রন্থ। তাহার স্থানে স্থানে কবি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাদশ সর্গে সরস্বতী কর্ত্তৃক পঞ্চানল বর্ণনে কাব্যালঙ্কারের এক শেষ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শেষ সর্গে "নলস্য সন্ধ্যা বর্ণনং" "তমো বর্ণনং" "চন্দ্র বর্ণনং" প্রভৃতি বর্ণন গুলি অতীব মনোহর। এই সকল দৃষ্টে শ্রীহর্ষ এক জন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, বিবেচনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনা অত্যন্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত। এতদ্বিধায় আমরা বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক গণের ন্যায় "উদিতে নৈষধে

কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ” বা “নৈষধে পদলালিত্যং” বলিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার “নৈষধ” “কাব্য প্রকাশ” রচনার কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি এক নৈষধের শ্লোক লইয়া সমুদায় দোষ পরিচ্ছেদটি লিখিতেম। এ রূপ কিংবদন্তী আছে যে শ্রীহর্ষ তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া কাব্য লিখিতেন এবং একটী শ্লোক রচনা করিয়াই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিতেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে, এরূপ করিলে এক খানি কাব্য বহুকাল মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কি না, সন্দেহ; এজন্য তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধি জনিত সন্দিগ্ধচিত্ত যাহাতে আর না থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ মাসকলাই ভোজন করিতে দিতেন, ইহাতে শ্রীহর্ষের বুদ্ধি ক্রমে স্থূল হইয়া উঠিল এবং কাব্য গুলির রচনা সংশোধন আবশ্যক হইল না। শ্রীহর্ষ তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা হ্রাস হওয়ায় আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “অশেষ শেমুষী মোষ মাস মশ্নামি কেবলং” অর্থাৎ সকল বুদ্ধি বিনাশক মাসকলাই মাত্র খাইতেছি। মাসকলাই খাইয়া যে বুদ্ধি নাশ হয়, ইহা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন এবং তাহা হইলে নিত্য মাস-

কলাইভোজী রাঢ় দেশীয় অধ্যাপকগণ ঘোর মূর্খ হইতেন।

শ্রীহর্ষ কবি এবং দার্শনিক। একাধারে এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" গোতমীয় ন্যায় শাস্ত্রের খণ্ডন গ্রন্থ। এখানি অতি কঠিন। বঙ্গদেশীয় অতি অল্প ব্যক্তি ইহার অধ্যাপনা করেন। শ্রীহর্ষ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" ব্যতীত "স্থৈর্য্য বিবরণ," "গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি," "অর্ণব বর্ণন," "ছন্দ প্রশস্তি," "বিজয় প্রশস্তি," "শিব শক্তি সিদ্ধি বা শিবভক্তি সিদ্ধি" এবং "নবশাহ সঙ্ক চরিত" রচনা করিয়াছেন। এ গুলি অত্যন্ত বিরলপ্রচার।

শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব। ইহাঁর বংশজাত ধুরন্ধর মুখটী বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় বংশের আদি-পুরুষ, যথা—

ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশজাতঃ
ধুরন্ধর মুখয়টী স চ মুখ্যঃ।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব "রত্নাবলী নাটিকা" প্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, ধাবক শ্রীহর্ষ দেবের নিকট অর্থ লইয়া তাঁহার নামে "রত্নাবলী" প্রতিষ্ঠিত করেন, যথা ;—

শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্। কাব্য প্রকাশ শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্। ইতি প্রকাশাদর্শে মহেশ্বরঃ। ধাবক কবিঃ। সহি শ্রীহর্ষ নাম্না রত্নাবলীং কৃত্বা বহুধনং লব্ধবান্। শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞো নাম্না রত্নাবলী নাটিকা কৃত্বা নাগেশ ভট্টঃ। ধাবকাখ্য কবির্ব্বহুধনং লব্ধবান্ ইতি প্রসিদ্ধম্। প্রকাশ প্রভায়াং বৈদ্যনাথঃ তথা "ধাবকনামা কবিঃ স্বকৃতাং রত্নাবলীং নাম নাটিকাং বিক্রীয় শ্রীহর্ষ নাম্নো নৃপাৎ বহুধনং প্রাপেতি পুরান বৃত্তম্" ইতি প্রকাশ তিলকে জয়রাম

এ সকল গুরুতর প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা "রত্নাবলী" ধাবক কৃত বলিতে অপারক হইতেছি; কেননা ধাবক মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; যথা কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রের" প্রস্তাবনায়—

—প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবি পুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রমস্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।

ধাবক একজন আলঙ্কারিক। তাঁহার কৃত কোন গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। সাহিত্যসার প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। সাহিত্যসারে লিখিত আছে, ধাবক মন্ত্রবলে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াও অতি দরিদ্র ছিলেন; তৎপরে এক শত সর্গে "নৈষধীয়" রচনা করিয়া শ্রীহর্ষরাজ সমীপ হইতে পুরস্কার

স্বরূপ নিষ্কর ভূমি লাভ করেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদিগের এক মাত্র মুক্তিদায়িনী "রাজতরঙ্গিণীর" মতে শ্রীহর্ষ নানাদেশভাষাজ্ঞ ও সৎকবি, যথা ৮ তরঙ্গে—

সোঽশেষ দেশ ভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসুসৎকবিঃ।
কৎস্ন বিদ্যানিধিঃ প্রাপখ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি।

শ্রীহর্ষের গ্রন্থের নাম "রাজতরঙ্গিণী" মধ্যে নাই। তথাপি তিনি যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। বাণভট্টকে কেহ কেহ "রত্নাবলী"-রচক বলেন। তাহার এই মাত্র কারণ তৎকৃত "হর্ষচরিতের" প্রারম্ভে এবং "রত্নাবলীর" সূত্রধর মুখে "দ্বীপাদন্যস্মাদপি" এই এক রূপ শ্লোকারম্ভ দেখিয়াই সংশয় হইয়াছে। ইহাতে বাণভট্টকে রত্নাবলী-প্রণেতা বলা কতদূর সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। মহা মহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু এই কাল নিরূপণ আমাদিগের যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না, কেননা মালবেশ্বর মুঞ্জের সভাসদ ধনঞ্জয় কৃত "দশরূপ" এবং ভোজদেব প্রণীত "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ

হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কার গ্রন্থদ্বয় ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, সুতরাং তাহা হইলে শ্রীহর্ষের দৃশ্য কাব্যদ্বয় উইলসন সাহেবের আনুমানিক কালে রচিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এবং "শ্রীহর্ষোদেবেনাপূর্ব্ববস্তু রচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী।"

তথা শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ব্ববস্তুরচনালঙ্কৃতং বিদ্যাধর-
চক্রবর্ত্তীপ্রবিবন্ধং নাগানন্দং নাম নাটকং।

এ কথা যথার্থ—

"নাগানন্দ দৃশ্য কাব্য অতি চমৎকার।
কাব্য-প্রিয়গলে বহু মূল্য রত্নহার॥
রত্নাবলী—(যার কিবা সুচারু গ্রন্থন!)
কোথা রয় তার কাছে হীরক রতন॥"

রত্নাবলীর নান্দীমুখে গ্রন্থকার হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরে নাগানন্দ রচনা করেন। তাহাতে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, শ্রীহর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

" Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time ;"

LONGFELLOW.

হেমচন্দ্র।

"রাসমালা" নামক গুজরাটের পুরাবৃত্ত মধ্যে লিখিত আছে, হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্য মহারাজ কুমারপালের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ওদায়নের জৈনাচার্য্যগণ তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধীয় যে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই "রাসমালায়" সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম। হেমচন্দ্রের পিতার নাম চাচিঙ্গ এবং মাতার নাম পাহিনী। ইহাঁরা উভয়ে গুজরাটে বাস করিতেন; হেমচন্দ্রের প্রকৃত নাম চংদেব। তাঁহার পিতার হিন্দুধর্ম্মে অটল ভক্তি ছিল, কিন্তু পাহিনী দেবী গোপনে জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা দেবচন্দ্র আচার্য্য, তাঁহার অনুপম মুখশ্রী, এবং দেবতুল্য কান্তি সন্দর্শনে তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে পাহিনী দেবীর সম্মতি ক্রমে, তাঁহাকে করুণাবতী মন্দিরে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লইয়া গেলেন; চাচিঙ্গ বাটী প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া

যার পর নাই পরিতাপিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে কঙ্কণাবতী মন্দিরে চঙ্গদেবের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দেবচন্দ্র আচার্য্যের নিকট জ্ঞাত হইলেন, যে তাঁহার তনয় হেমচন্দ্র নাম গ্রহণ করিয়া উদয়ন মন্ত্রীর আবাসে জৈন ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন। হেমচন্দ্রের মন জৈনাচার্য্য বর্গের উপদেশে এত আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি পিত্রালয়ে কোন ক্রমেই প্রত্যাগত হইলেন না। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি সূরি বা আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সসৈন্যে কুমারপাল মালবদেশে প্রবেশ করিলে উদয়ন মন্ত্রীর দ্বারা তিনি রাজসমীপে নীত হইলেন, এবং তাঁহার বাক্যালাপে নৃপতির হৃদয় অতীব প্রফুল্ল হইল। রাজা হেমাচার্য্যের উপদেশানুসারে সাগরের তরঙ্গ-মালায় ভগ্নপ্রায় দেবপত্তনে সোমেশ্বরের মন্দির বহু ব্যয়ে সংস্কার করেন, এবিষয় উক্ত মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে (৮৫০) বল্লভী সম্বৎ মধ্যে সম্পন্ন হয় খোদিত ছিল। এই কীর্ত্তি জন্য প্রস্তরফলকের লিপিতে কুমার-পালের ভূরি ভূরি প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজা কুমার-পাল আচার্য্য হেমচন্দ্রের উপদেশ মতে মন্দিরের সংস্কার কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত দুই বৎসর আমিষ ভোজন, ও স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন

তাঁহাদের রাজসভায় দিন দিন মান্য খর্ব্ব হইতে লাগিল সুতরাং তাঁহারা হেমচন্দ্রের যাহাতে হতমান হয় তাহার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর জৈনাচার্য্যের প্রভুত্ব অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাজাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস হেমচন্দ্র সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিতে কহিলেন। হেমচন্দ্র জৈন, তিনি সোমপূজক ছিলেন না, কিন্তু রাজার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। তিনি গির্ণার এবং শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের জৈন তীর্থবিলোকনানন্তর দেবপত্তনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথা হইতে রাজা ও পারিষদ বর্গের সহিত সোমেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের প্রধান পূজক ব্রাহ্মণ শ্রী বৃহস্পতি সমভি-ব্যাহারে রাজা ও হেমচন্দ্র দেবতাকে বন্দনা এবং প্রদ-ক্ষিণাদি করিলেন। রাজা ও পারিষদ বর্গ হেমচন্দ্রকে এতদিন জৈন জানিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে পৌত্তলিকের ন্যায় উপাসনা করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইল। হেমচন্দ্র অতি চতুর, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে কিছু মাত্র আস্থা ছিল না। কেবল রাজপ্রসাদ লাভের জন্য তাঁহাকে নানা কৌশল করিতে হইল; এবিষয়ে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক স্পর্শ করিল বলিতে হইবেক। সোমেশ্বর হইতে তিনি রাজাকে লইয়া অনিহীলপুরে

গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে জৈন ধর্ম্মের অনেক রহস্য কহিলেন, এবং ক্রমে কুমারপালের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস হ্রাস হইয়া আসিল। গুজরাটের মধ্যে তিনি পশুহিংসা নিবারণ করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দেবদেবীর নিকট পশ্বাদি বলিদানের পরিবর্ত্তে শস্যাদি উপহার দিত। কুমার-পালের জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইয়া উঠিল। তিনি অনিহীলপুরে "কুমারবিহার" নামক পার্শ্ব-নাথের মন্দির স্থাপন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক দেব-পত্তনে একটী সুদৃশ্য জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইল। কুমার-পাল জৈন ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ আজ্ঞানুসারে দীক্ষিত হইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে স্বীয় অকৃত্রিম দয়া ও ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল-দীধিতি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে রঘু, নহুষ, ও ভরতের সমকক্ষ বলিতে লাগিল। "প্রবন্ধ চিন্তামণি" মধ্যে কুমারপালের অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল হেম-চন্দ্রের বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে গ্রহণে বিরত হই-লাম। কুমারপালের ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যকালে হেমা-চার্য্য আপনাকে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় আহারাদি এক কালে পরিত্যাগ করিলেন। এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ৮৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু

হইল। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অলৌকিক নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা সমুদায় অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় গ্রহণ করিলাম না। "রাসমালার" মতানুসারে তিনি ১১74 খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ পূজ্যপাদ এবং জৈন জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা অমিত যতির পরে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে তাঁহার সময়ে "জৈন কল্পসূত্র" রচিত হয়।

হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য এবং তদ্দ্বারা জৈন ধর্ম্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। "সময়ভূষণ" গ্রন্থে লিখিত আছে, তিনি পাটলীপুত্র নিবাসী এবং তথাহইতে গুজরাটে গমন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত সংক্রান্ত অন্য কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হেমচন্দ্র "অভিধান চিন্তামণি," প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং "ত্রিষষ্ঠী শলকাপুরুষ* চরিত" রচনা করেন। "অভিধান চিন্তামণি" অতি প্রসিদ্ধ জৈনকোষ। "শব্দকল্পদ্রুমে" ইহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন অভিধান চিন্তামণির নানার্থ

* এই জৈন মহাকাব্য একখানি মাত্র বিলাতের "রএল এসিয়াটিক সোসাইটির" পুস্তকালয়ে আছে।

ভাগ, "বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করি না, কেন না, কোলাচল মল্লীনাথ স্থরি এই নানার্থ ভাগের অনেক প্রমাণ তাঁহার টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং "বিশ্বকোষ" তাহার পরে রচিত হয়, এ বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক।

অভিধান চিন্তমণি সংস্কৃত জৈন অভিধান। ইহাতে জৈন ধর্ম্মের সমুদায় শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন "অনেকার্থ শব্দসংগ্রহ" অভিধান চিন্তামণির অন্তর্গত, কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; কেননা প্রতিজ্ঞা বাক্যে লিখিত আছে "আর্হতদিগের নিমিত্ত আমি এই অনেকার্থ শব্দ সংগ্রহ করিব, ইহা এক স্বরাদি ক্রমে ছয়কাণ্ডে বিভক্ত হইবে।"

"ধ্যাত্বার্হতক্বতৈকার্থ শব্দ সন্দোহ সংগ্রহঃ। এক স্বরাদি ষট্ কাণ্ড্যা কুর্ব্বেহনেকার্থ সংগ্রহম্"—অনন্তর "ইত্যাচার্য্য হেমচন্দ্র বিরচিতেহনেকার্থ সংগ্রহেহব্যয়া নেকার্থাধিকারঃ" এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন।

তথা—"প্রণিপত্যার্হতঃ সিদ্ধ সাঙ্গ শব্দানুশাসনঃ।
রূঢ় যৌগিক মিশ্রাণাং নাম্নাং মালাং তনোম্যহম্।"

এই প্রতিজ্ঞায় হেমচন্দ্র অভিধান চিন্তামণির আরম্ভ করেন। অতএব অনেকার্থ সংগ্রহ অভিধান চিন্তা-মণির অন্তর্গত হইলে উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিজ্ঞা-বাক্য লক্ষিত হইত না এবং অনেকার্থ সংগ্রহের সমাপ্তি বাক্যও উক্ত প্রকার হইত না, অভিধান চিন্তা-মণির অন্তর্গত হইলে এইরূপ হইত " ইত্যভিধান চিন্তা-মণৌ অনেকার্থ সংগ্রহঃ।" টীকাকার অভিধান চিন্তা মণির প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায় "সিদ্ধ সাঙ্গ শব্দানুশাসনঃ" এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শ্রীসিদ্ধ হেম-চন্দ্রাভিধং ব্যাকরণং যস্য সোহং" শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র নামক ব্যাকরণ যাহার সেই হেমাচার্য্য আমি এই নামমালা বিস্তার করিতেছি। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে হেমচন্দ্রের কৃত একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থও ছিল, এক্ষণে তাহার আর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়না। হেমচন্দ্রকৃত "লিঙ্গানুশাসন" এবং "শীলোঞ্ছ" অর্থাৎ স্বকৃত অভিধানের প্রত্যেক কাণ্ডের পরিশিষ্ট বর্ত্তমান আছে। আমরা হেমকোষ অচিরে মুদ্রিত করিব তাহার ভূমিকায় গ্রন্থের সার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

হেমচন্দ্রকৃত একখানি রামায়ণ আছে। এই গ্রন্থে তিনি তাদৃক্ কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব হেমচন্দ্রকৃত দেশী শব্দসংগ্রহ নামক প্রাকৃত বোধ অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৫৮৭ সম্বৎ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে চারি সহস্র প্রাকৃত শব্দ আছে এবং ৭৩২৫ শ্লোকে সম্পুর্ণ। পাঠকবর্গকে ইহার রচনা প্রণালী দেখাইবার জন্য নিম্নে প্রথম ৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে দেশী কোষের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন।

গমণয় পমান গহির সহিয় যহিয় যহি যংগম রহরসা।
জয়ই জিনিং দান অশেষ ভাস বরিনামিনী বাণী ১।
ণীসেসদে শিপরমল পল্ল´বি অকুজহলাউলত্তেন।
বিরইজ্জই দেশী সদ্দসংগহো বন্নক্ক মসুহও।২।
জে লক্খনে ন সিদ্ধানয় সিদ্ধা সক্কয়াভি হানেসু।
ণয় গত্তন লক্ষণা সত্তিসম্ভবা তে ইহ নিবদ্ধা।৩।
দেশ বিশেষ ভূসিদ্ধিহ পন্নমানা অনংতয়া হুণ্ডি।
তম্‌হা অনাই পাইয় পয়ট্টু ভাষা বিশেসত্ত দেশী।৪।

বোধ হয় ভানুদীক্ষিত অমরকোষের টীকায় এই দেশী কোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিযাছেন। একখানি জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হইল হেমচন্দ্র বৈশ্য ছিলেন।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

———নাট্যপ্রথা মনোহর।
চিরদিন হিন্দুগণ করিবে আদর॥
চতুর্দ্দশপদী-কবিতামালা।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

মনুষ্য স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য সমাপনান্তে একজন বিষয়ী ব্যক্তিরও কোন প্রকার আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়; কালক্রমে সমাজের সংস্কার ও অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্ত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে তৌর্য্যত্রিক সর্ব্বপ্রধান, এবং কি সভ্য বা অসভ্য সকল জাতির আদরণীয়। সুসভ্য ইয়ুরোপীয়েরা যন্ত্রসহযোগে বীটোবন বা বেলীনির সঙ্গীতে, হিন্দুগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর সংযোগে সুমধুর "গীতগোবিন্দ" গানে, এবং অসভ্য আদিম বাসিগণ ঢক্কা বা দামামা বাদন দ্বারা স্ব স্ব অবকাশ কাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে বীণাবাদনকারী এবং ঢক্কাবাদ্যকার উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কারে রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। আদিমবাসীর কর্ণকঠোর কণ্ঠস্বর, এবং অদ্যতনীয় সুসভ্য ব্যক্তির বাক্যালাপ যেরূপ প্রভেদ, সঙ্গীতেও তাদৃশ

প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেক। ভাষার ও মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে।

সঙ্গীত মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। দুগ্ধপোষ্য বালক কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেই মস্তকে হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য ও গান করিবে এবং দুর্ব্বলমনা বঙ্গীয় কামিনী প্রিয়জন বিয়োগে নানামত খেদগানে প্রতিবাসিগণের মন, করুণরসে আর্দ্র করে। সভ্যতার প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য পদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরূপ কবিতায় বাক্যালাপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচীনকালে অসভ্যগণ তারস্বরে কথা বলিয়া তাহা "হো" বা "ও" শব্দে শেষ করিত। মনুষ্যপ্রণীত প্রথম গ্রন্থ পদ্যে রচিত। আর্য্যজাতির বেদ, মনুষ্যের প্রথম রচনাকুসুম। উহার মন্ত্রভাগ আদ্যোপান্ত কবিতায় রচিত এবং পরে ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত হয়। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ যদিও গদ্যের ন্যায়, তথাপি তাহা স্বর দ্বারা গেয়। সঙ্গীতে মনোমধ্যে কোন বিষয় শীঘ্র ধারণা হয় এজন্য ঈশ্বরের প্রেমে সহজে লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রাচীন কালে ঈশ্বর বিষয়ক বিবরণ গীতস্বরে পাঠ হইত। পরে সঙ্গীত পৃথক শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইল, এবং কালক্রমে এই গীত বা কবিতাশাস্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল।

সঙ্গীতে মনকে শীঘ্র আর্দ্র করিতে পারে; এজন্য ঈশ্বর-প্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সঙ্গীত-প্রিয়। ইয়ুরোপে ফরাশীশ বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ মতাবলম্বিগণ, প্রত্যক্ষ-দর্শন বাদী সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে "হার্মোনিয়ম" যন্ত্র সহকারে নানারস সমাকীর্ণ কবিতাকলাপ গান করিয়া উপস্থিত সভ্য নিকরের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্ব্বমনোরঞ্জক বিদ্যা এবং এজন্যই শাস্ত্রকারেরা কহেন "গানাৎ পরতরং নহি"। আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভি-নয়ের বিষয় লিখিব। পরে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিষয় লিখিতে ইচ্ছা আছে।

সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য এবং শ্রাব্য, যথা "সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ" ইহার মধ্যে গীত এবং বাদ্য শ্রাব্য, ও নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। এই রূপ কাব্যও দ্বিবিধ, যথা সাহিত্য দর্পণে "দৃশ্যশ্রব্যত্ব-ভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তত্।" নাটকের অভিনয় ক্রীড়া হইয়া থাকে এজন্য তাহার অপর নাম দৃশ্য-কাব্য। অভিনয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুশীলবগণের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য চাতুরী বিশেষ আবশ্যক। মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। কথিত আছে, তিনি

উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেব স্বয়ং তাণ্ডব ও পার্ব্বতী লাস্য নৃত্য করিতেন, যথা দশরূপম্—

"উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য সারং যমখিল নিগমান্ নাট্য বেদং বিরিঞ্চিশ্চক্রে যস্য প্রয়োগং মুনিরপি ভরতস্তাণ্ডবং নীলকণ্ঠঃ। শর্ব্বাণী লাস্য মস্য প্রতিপদমপরং লক্ষকঃ কর্ত্তুমিষ্টে নাট্যানাং কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রগুণরচনয়া লক্ষণং সঙ্ক্ষিপামি।"

লাস্য ও তাণ্ডব চারি অংশে বিভক্ত, যথা পেবলি, বহুরূপ, যৌবত এবং ছুরিত। অভিনয় কালে পুরুষেরা বহুরূপ, ও রূপলাবণ্যবতী নটীগণ যৌবত এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল নৃত্য মাত্রই তালের অধীন, যথা দশরূপম্ "নৃত্যং তাললয়াশ্রয়ম্।" পূর্ব্বকালে দেবতারাও নৃত্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং মহাভারত ও সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় রাজা ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ নৃত্য শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৃত্য একবারে লোপ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়েরা নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণ। "বলে" যদি কোন ব্যক্তি বা কামিনী নৃত্য করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সমাজ মধ্যে বাস করা ভার হইয়া উঠে।

রাজা, রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। অশীতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষকেও নৃত্যে নিপুণতা দেখাইতে হয়; এবং এই নৃত্যেই যুবক যুবতী পরস্পরের মন হরণ করিয়া পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রথম সূচনা করেন। শুক্লকেশধারী প্রশান্তমূর্ত্তি প্রাড্‌বিবাকের লম্ফ দিয়া দ্রুতবেগে নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু ইংরাজ সভ্যতায় সকলই শোভা পায়—কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে? সূর্য্যবংশীয় মহাতেজা জয়পুরাধিপতিকেও ইংরাজের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে হইল। বোধ হয় কালে স্ত্রী-স্বাধীনতার একজন প্রধান উত্তরসাধক রামকৃষ্ণ বসু, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বসুর হাত ধরিয়া প্রকাশ্য "বলে" নৃত্য করত ইংরাজগণের প্রীতিভাজন হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে পারে!

নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদূষক, সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক, ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক, যথা সাহিত্যদর্পণে ভাষা বিভাগঃ—

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং॥

আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং॥
চেটীনাং রাজপুত্রানাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দিব্যতাং
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষা দীব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানামপিস্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ॥
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপস্কৃতস্য চ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ॥
সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চি তথোদিতং॥
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতং।
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্য্যয়ঃ॥
যোষিৎসখীবালবেশ্যা কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥

উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে "শৌর

সেনী” এবং তাদৃশ ভদ্রস্ত্রীজাতীয় গাথা সম্পর্কে “মহারাষ্ট্রী” ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

রাজান্তঃপুরচারী জনগণের “মাগধী।” রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীদিগের সম্বন্ধে “অর্দ্ধ-মাগধী।” বিদূষকের “প্রাচ্য,” ধূর্ত্তের “অবন্তিকা,” যোদ্ধা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে “দাক্ষিণাত্য” ভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শকার এবং শক প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির প্রতি “শাকারী,” এবং বাহ্লিকের “বাহ্লিকী,” দ্রাবিড়ের দ্রাবিড়ী,” আভীর দেশীয়ের “আভীরী,” পহ্লবের ও তৎসদৃশ জাতিতে চাণ্ডালী.” রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য।

কাষ্ঠ বা পত্র পর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে “আভীরী” বা “চাণ্ডালী.” অঙ্গারকারক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ি-গণেরও “আভীরী বা চাণ্ডালী” ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিত-বাক্ মূর্খদিগের পক্ষে “পৈশাচী’ এবং উচ্চ পদাভি ষিক্ত চেটচেটীদিগের “শৌরসেনী,” বালক, উন্মত্ত, ষণ্ড নীচ গ্রহগণকের ও আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের “শৌরসেনী, স্থলবিশেষে “সংস্কৃত”ও ব্যবহার্য্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দারিদ্র্যব্যাকুল, ভিক্ষু, বন্ধধারী জনগণের “প্রা-কৃত” প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। উত্তমাশয় ব্যক্তি, লিঙ্গ-

ধারী (চিহ্নধারী যথা কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতি) ব্যক্তি, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে "সংস্কৃত" ভাষাই শোভনীয়। অন্য প্রকার হইলেও হানি নাই।

পরন্তু, যে দেশ নীচপ্রধান সে দেশ বা সে দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা (অর্থাৎ নীচ হইলে নীচ শ্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইবে। উত্তমাধম মধ্যম জাতীয় ব্যবহার্য্য ভাষার বিভাগ তত্তৎ কার্য্যানুসারে ভাষার বিপর্য্যয় বা পর্য্যয় হইয়া থাকে। স্ত্রী, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত, অপ্সরাদিগের সম্বন্ধে ভাষা ব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা নাটক দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন, যথা রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত। যথা সাহিত্য দর্পণ—

নাটকমথ প্রকরণং ভাণ ব্যায়োগ সমবকার ডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতিচ॥

অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং॥

১। দৃশ্যকাব্য মধ্যে নাটক সর্ব্বপ্রধান। উহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিয়দংশ কবির মনঃকল্পিত হইবেক। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা। শৃঙ্গার বা বীররস নাটকের বর্ণিত বিষয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তলা," "মুদ্রারাক্ষস" "বেণীসংহার" "অনর্ঘরাঘব" প্রভৃতি নাটকশ্রেণীভুক্ত।

২। প্রকরণ, লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার গল্পে সমাজের প্রতিকৃতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণন থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক। "মৃচ্ছকটিক," "মালতী মাধব" প্রভৃতি প্রকরণ।

৩। ভাণ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানা স্বরে ও ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে

সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। “লীলা মধুকর” এবং “সারদা তিলক” ভাণ শ্রেণীভুক্ত।

৪। ব্যায়োগ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধ বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। “জামদগ্নেয়জয়,” “সৌগন্ধিকাহরণ” এবং “ধনঞ্জয় বিজয়,” ব্যায়োগ গ্রন্থ।

৫। সমবকার, তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আদ্যোপান্ত বীররস ব্যঞ্জক এবং উষ্ণী ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। অভিনয় কালে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম, এবং নগরাদি ধ্বংস, অতি উত্তমরূপ দৃষ্টি হইয়া থাকে। “সমুদ্রমন্থন” নামক একখানি সমবকার সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহাও এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

৬। ডিমা, বীর ও ভয়ানক রসসংযুক্ত রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। “ত্রিপুরদাহ” নামক একখানি ডিমা বর্ত্তমান আছে।

৭। ইহমৃগ, চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, এবং দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য। “কুসুমশেখরবিজয়” একখানি ইহমৃগ।

৮। অঙ্ক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণ রসপ্রধান রূপক। কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয়ে কবি ইহার গল্প রচনা করিবেন। "শর্ম্মিষ্ঠা যযাতি" একখানি অঙ্ক।

৯। বীথ্য, ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিন্তু "দশরূপের" মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিবে।

১০। প্রহসন, হাস্যরসপ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য, এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। "হাস্যার্ণব," "কৌতুকসর্ব্বস্ব" এবং "ধূর্ত্তনাটক" প্রসিদ্ধ প্রহসন।

এই দশ প্রকার রূপক। এক্ষণে অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের বিবরণ সংক্ষেপে বক্তব্য।

১। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় এক প্রকার। শৃঙ্গাররস উহার জীবন। "রত্নাবলী নাটিকা" অতি প্রসিদ্ধ।

২। ত্রোটক, পাঁচ, সাত, আট বা নয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য, যথা 'বিক্রমোর্ব্বশী।"

৩। গোষ্ঠী, এক অঙ্কে সম্পুর্ণ। ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি ৯। ১০ জন পুরুষ এবং ৫। ৬ টী স্ত্রী। "রৈবত মদনিকা" একখানি গোষ্ঠী।

৪। সট্টকে একটী আশ্চর্য্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইবে, যথা "কর্পূরমঞ্জরী।"

৫। নাট্যরাসক, এক অঙ্কে সম্পুর্ণ এবং বর্ণিত বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয় কালে নৃত্য ও সঙ্গীতে সম্পন্ন হইবেক। "নর্ম্মবতী" ও "বিলাসবতী" এই দুইখানি নাট্য-রাসক।

৬। প্রস্থান, নাট্য রাসকের ন্যায় কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ অতীব নীচ-জাতীয়। ইহাও তাল লয় স্বর সংযোগে নৃত্য গীত পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

৭। উল্লাপ্য, এক অঙ্কে গ্রথিত এবং প্রেম ও হাস্য ইহার জীবন। ইহার বিষয়টী পৌরাণিক এবং নাট্যো কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীতগেয়। "দেবী মহাদেবম্" এই শ্রেণীভুক্ত।

৮। কাব্য, প্রেম বিষয়ক বর্ণন এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা থাকিবে। "যাদবোদয়" একখানি কাব্য।

৯। প্রেক্ষণ, বীররস প্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক নীচশ্রেণীর ব্যক্তি। "বালিবধ" প্রেক্ষণ প্রসিদ্ধ।

১০। রাসক, হাস্যরস উদ্দীপক উপরূপক এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং নায়ক মুর্খ তথা নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবেক। "মেনকাহিত" একখানি রাসক।

১১। সংলাপক, এক, দুই, তিন, বা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। ইহার অধিকাংশ যুদ্ধাদি বর্ণন। "মায়াকাপালিক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১২। শ্রীগদিত, এক অঙ্কে সম্পুর্ণ এবং ইহার নায়িকা লক্ষ্মী। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত। "ক্রীড়া-রসাতল" একখানি শ্রীগদিত।

১৩। শিল্পক, চারি অঙ্কভুক্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল, এবং নায়ক ব্রাহ্মণ ও প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা শিল্পকের বর্ণনোদ্দেশ্য কণকা-বতীমাধব" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৪। বিলাসিকা, এক অঙ্কে গ্রথিত। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য।

১৫। দুর্ম্মল্লিকা, হাস্যরস প্রধান উপরূপক এবং চারি অঙ্কে সমাপ্ত, যথা " বিন্দুমতী।"

১৬। প্রকরণিকা, নাটিকার ন্যায়।

১৭। হল্লীশা, ইংরাজী "অপেরা" বা গীতাভিনয়-সদৃশ। অভিনয়ে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অভিনয় কার্য্য এক জন পুরুষ এবং ৮ বা ১০ জন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। "কেলীরৈবতক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৮। ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং হাস্যরসময়, যথা " কামদত্তা।"

রূপক ও উপরূপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদিগের ইয়ুরোপীয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্য কাব্য বর্ত্তমান ছিল। সেক্ষপীয়র, করণীল, মলিএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্ত্তব্য। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের

উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি স্যর উইলিয়ম জোন্স্‌কে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত নামক জনৈক ভূসুর তাঁহারে নাটক যে ইংরাজী "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয়গণ পূর্ব্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ ভক্তি-রসপ্রধান "চৈতন্য চন্দ্রোদয়," "জগন্নাথ বল্লভ," "ললিত মাধব," বিদগ্ধমাধব," "দান কেলিকৌমুদী," প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্য কাব্যের অধ্যাপনায় এক কালে পরাঙ্মুখ ছিলেন। মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক কণ্ঠস্থ ছিল,—তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত

আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে না। এখানে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে সহজে এই বঙ্গদেশ হইতেই সংস্কৃত কালেজ ও এসিয়াটীক সোসাইটীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ নাটক গুলি সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কি জন্য এখানকার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও উইলসন সাহেব বহ্বায়াস স্বীকার করিয়া কাশী কাঞ্চী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করত "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মৃচ্ছকটিক," "উত্তর চরিত" প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন।

ইয়ুরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে এজন্য তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদিগের দেশে অভিনয় প্রথা একালপর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলে সকল প্রকার দৃশ্য কাব্যের লোপ হইত না। প্রায় প্রসিদ্ধ নাটক সমূহ অভিনয়ের জন্য রচিত। ভবভূতি নট-গণের অনুরোধে, কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রা মহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত উত্তরচরিত রচনা করেন, "হয়গ্রীববধ" নাটক মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত জগন্নাথের জন্মযাত্রা উপলক্ষে ও মদন মহোৎসবে বিবিধ নাটক রচিত হইত।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়

হইয়া থাকে। "এডিলফি" "হেমারকেট" এবং "থিয়েটার ফ্রান্সে" নাট্যগৃহে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি প্রতিবার অভিনয় দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, ইহাতে নাটকরচকগণেরও খ্যাতি বিস্তার হয় এবং এক এক জন সুবিখ্যাত নট কিয়ৎকালের মধ্যে বিলক্ষণ ধন-সঞ্চয় করেন। অতি অল্প দিবস হইল পারিসের থিয়েটরে ভিকৃতর হ্যুগোর একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে অভি-নয় সমাধা হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র ব্যক্তিরা তাঁহার প্রশংসা ধ্বনি করিল। "ইতালীয় অপেরা" অর্থাৎ গীতাভিনয় ইউরোপীয়গণের অধিক প্রিয়। সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা, সুমধুরভাষিণী, প্রিয়দর্শনা পাটীর সঙ্গীত শুনিতে এক এক বার সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এবারে কলিকাতায় ইতালীয় "অপেরা" আগমন না করায় সাহেব সমাজ যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিলেন, যদি লুইসের থিয়েটর শীত ঋতুতে না আসিত তবে কলিকাতার ন্যায় অমরা-বতীতে তাঁহাদিগের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। নাটকের অভিনয় দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা মনোমধ্যে উত্তমরূপ অঙ্কিত হয় এবং

সমাজের কুরীতি সংশোধন প্রহসনদ্বারা যেমত হইয়া থাকে, এমত কিছুতেই হয় না। নীতিশাস্ত্রবিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। "উভয়সংকট" ও "চক্ষুদান" প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহপ্রিয় এবং লম্পটের চৈতন্য হইয়াছে।

আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন বিদ্যার বিমল বিভা বিস্তারিত হইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুসভ্যগণের ন্যায় রুচির পরিবর্ত্ত না হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। যে আর্য্যজাতি উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত স্বরে সামবেদ গান করিয়া কাননস্থ পশু পক্ষীকেও মোহিত করিতেন, যাহারা সঙ্গীত শাস্ত্রে অতি প্রবীণ, যাহাদের সুধাসমকাব্যরস দিগ্‌দিগন্তবাসী মানবেরা পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, যে আর্য্যজাতির নাট্য প্রথা চিরপ্রসিদ্ধ, অদ্য সেই আর্য্যজাতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম তেজোরাশি, যবনগণের পদবিমর্দ্দনে এককালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বুদ্ধি নাই, সে বিদ্যা নাই, কাজেই আমরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ, "কুখ্যাত জগতে" অথবা

"—সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা——"

কাজেই আমাদিগের রুচির পরিবর্ত্ত হইতেছে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার নাট্যাভিনয় পরিবর্ত্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অনুরক্ত হইয়াছি। একি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! কোথা অভিনয় কালে ভবভূতির উত্তরচরিতে বৈদেহীবিলাপ শ্রবণে হৃদয় বিলোড়িত হইবে, মালতীমাধবে নির্ঝরমালায় সুশোভিত পর্ব্বতের বিচিত্র চিত্রপট সন্নিকটে চিরযোগিনী সৌদামিনীকে দেখিয়া মনোমধ্যে শান্তিরসোদয় হইবে, এবং কোথা মুদ্রারাক্ষসে নীতি, শাস্ত্রবেত্তা চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলের একশেষ উদাহরণ পাইয়া আধুনিক মেকায় ভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা না হইয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় মানভঞ্জন গানে অনুপ্রাসচ্ছটা এবং অর্থশূন্য মধুকাইনের গীত শ্রবণে, রামযাত্রায় শীর্ণকায় "কাগজের মুখসে" মুখাবৃত রাবণের বীরত্ব প্রকাশ এবং কালুয়া ভুলুয়ার কুৎসিত মুখভঙ্গী দর্শনে, বিরক্ত না হইয়া আনন্দজনক বোধ করিয়া থাকি। বঙ্গসমাজের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি এ সকল দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। যাত্রার ন্যায় কুৎসিত আমোদে মনের ভাব কলুষিত হইয়া যায়। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের এ সকল আমোদ সন্দর্শন করা কখনই উচিত নহে। আজি কালি আমাদিগের

জাতীয় বিশুদ্ধ আমোদের হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণ ইংরাজী থিয়টর বা "অপেরায়" গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় সম্প্রতি একটী জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে আমাদিগের মনঃকষ্ট অনেক নিবারণ হইয়াছে, এক্ষণে ইহার শৈশবাবস্থা এজন্য কার্য্যপ্রণালীর দিন দিন ঔৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই কবির এই খেদগান সফল হইবে—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধুবলে জাগ মাগো, (ভারত ভূমি) বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।"

প্রস্তাবের উপসংহার কালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতাকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রযত্নে বোধ হয় সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করিবে।

বেদ-প্রচার।

" সত্যে নাস্তি ভয়ং ক্বচিত্ "

বেদ-প্রচার।

বেদের অপর নাম "ত্রয়ী" অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম, এই তিন বেদ; এবং অর্থর্ব্ববেদ সংহিতাবেদ পরিশিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু আধুনিক কালে "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব বেদঃ" এই চারি বেদ মান্য এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত। পূর্ব্বে বেদ-জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিগণ মনে করিতেন অথর্ব্ববেদ কোরানের এক অংশ মাত্র, এজন্য আর্য্যগণের মান্য নহে। বিষ্ণু পুরাণে এই চারি বেদের বিষয় লিখিত আছে।

গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎ স্তোমংরথন্তরম্
অগ্নি ষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্ মুখাৎ।
যজুংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিনাদসৃজন্মুখাৎ।
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপ মতি রাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।
একবিংশ মথর্ব্বাণি মাপ্তোর্যামানমেবচ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।

অনন্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ছন্দঃ, ঋগ্বেদ,

ত্রিবৃহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্র সাধন ঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সামবেদ ও অগ্নিষ্টোম যাগ এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম, ও উক্থম্ অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভূত হইল।

সামবেদ জগতী চ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৈরূপ নামক সাম গান, অতি রাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে এতৎসমুদায়ের উৎপত্তি হয়। একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ ছন্দ, ও বৈরাজ সাম ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।*

প্রজাপতির চতুর্মুখ হইতে চারি বেদ উৎপত্তি পৌরাণিক মত। এ বিষয় বিষ্ণু পুরাণের ন্যায় ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশে লিখিত আছে কিন্তু প্রাচীন মত মান্য করিতে হইলে বেদত্রয়ী ঋক্, যজু, সাম। নাস্তিক চূড়ামণি বৃহস্পতি কহেন "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।" বৈদিক গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে তিনবেদের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে

* পুরাণ প্রকাশ। বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ ৫ অধ্যায়। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

লিখিত আছে, পূর্ব্বে একমাত্র প্রজাপতি ছিলেন, তিনি সৃষ্টির কামনা করিলেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্যার ফল স্বরূপ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং বায়ু এই তিন লোকের সৃষ্টি হইল। তিনি এই তিন লোকে তাপ প্রদান করিলে অগ্নি, বায়ু সূর্য্য এই তিনটী জ্যোতিঃ উদ্ভূত হয়। পুনরায় এই তিন জ্যোতিতে ভগবান প্রজাপতি উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে ঋক্, যজু, সাম বেদোৎপত্তি হইল। তাহাতে পুনর্ব্বার উত্তাপ প্রদত্ত হইলে এই তিন বেদের সার স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে "ভূঃ," যজুর্ব্বেদ হইতে "ভুবঃ" এবং সামবেদ হইতে "স্বঃ" (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) সমুদ্ভূত হইল। ঋগ্বেদিগণ হোত্রী, যজুর্ব্বেদিগণ অধ্বর্য্যু, এবং সামবেদিগণ উদ্গাতা নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে তিন বেদের জ্যোতি হইতে ব্রাহ্মণগণের সকল কর্ম্মের বিধি নিরূপিত হইল।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ মধ্যেও এইমত তিন বেদের উল্লেখ আছে। পুরুষসূক্ত মধ্যেও লিখিত আছে—পুরুষ হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হইল, ইহাতে অথর্ব্ব বেদের নাম উল্লেখ নাই। সায়নাচার্য্য কহেন যজুর্ব্বেদ ভিত্তি স্বরূপ, তাহাতে ঋক্, সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে। এসকল পাঠে বোধ হয় ঋক্, যজু, সাম, বেদের পরে অথর্ব্ববেদ রচিত হয় এবং এক্ষণে যে

অথর্ব্ববেদ পাওয়া যায় তাহা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ শ্রীমদথর্ব্ব বেদ সংহিতা নামে খ্যাত। পৌরাণিক কালে চারি বেদ প্রচলিত ছিল, সুতরাং সকল পুরাণেই চারি বেদের উল্লেখ আছে।

বেদ নিত্য, মনু কহেন—

—সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥

হিরণ্যগর্ব্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা সকলের নাম অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মনুষ্য, গোজাতির গো ইত্যাদি; ও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত অধ্যয়নাদি কর্ম্ম এবং অন্যান্য জাতির লৌকিক কর্ম্ম অর্থাৎ কুলালের ঘট নির্ম্মাণ কুবিন্দের পট নির্ম্মাণ ইত্যাদি প্রথমত বেদ শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া পূর্ব্ব কল্পে যাহার যে রূপ ছিল এ কল্পেও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেন।*

বেদ নিত্য হইল এবং ঈশ্বর তাহাই পাঠ করিয়া দ্বিতীয় কল্পে সৃষ্টি করিলেন। আশ্চর্য্য বিশ্বাস! আশ্চর্য্য কৌশল! মনু লিখিয়াছেন, কাহার সাধ্য অবিশ্বাস করে। কপিল ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন "প্রমাণাভাবাৎ নতৎসিদ্ধিঃ" অথচ বেদ মানিলেন। দার্শনিকগণ সকলেই বেদ ঈশ্বর প্রণীত স্বীকার করিয়া-

* মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

ছেন, কেবল গৌতম তাহার প্রতিবাদ করিয়া বেদ পৌরুষেয় বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বেদ মনুষ্য-প্রণীত বলা ন্যায়-সূত্রকারের ইচ্ছা ছিল কি না তাহা ভাল জ্ঞাত হওয়া যায় না। বেদ নিত্য বলিয়াও শেষ হইল না, তাহা আবার ঈশ্বরের "গাইড"! আর বলিতে সাহস হয় না, যে টুকু লিখিলাম তাহাতেই প্রাচীন সম্প্রদায় আমার উপর বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিবেন। সে দিন আমারে একজন কহিলেন "কায়স্থ হইয়া বেদের আলোচনা করিলে কখনই নিরোগী হইতে পারিবেন না।"

বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ "জ্ঞান" কিন্তু সোমরস এবং গোমাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে কিরূপ জ্ঞান লাভ হয় বলিতে পারি না। বৈদিক কালে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই বেদকে মান্য করিতেন। যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার একশেষ পশু হিংসা ঘটিত। এ সময় বুদ্ধদেব—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহশ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতম্।"

তিনি পশু হিংসার নিন্দা করিয়া ভারতবর্ষীয়গণকে "অহিংসা পরমোধর্ম্মে" দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমেই আর্য্যগণ বৈদিক নিষ্ঠুর ভয়াবহ কার্য্যকলাপ হইতে নিবৃত্ত হইল। পুরাণে তাঁহাকে ভগবানের অবতার

স্থির করিল, এবং ক্রমেই তাঁহার যশোঘোষণা হইতে লাগিল। তথাহি কল্কি পুরাণে—

পুনরিহ বিধিকৃত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত নানা দর্শন সংঘৃণঃ।
সংসার কর্ম্ম ত্যাগ বিধিনা ব্রহ্মাভাস বিলাস চাতুরীং।
প্রকৃতি বিমান নাম সম্পাদয়ন বুদ্ধাবতার স্ত্বমসি॥

পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃ-বিহিত-বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগাদি করণে নানা প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই। *

বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কেবল নির্ব্বাণ কামনাই তাঁহার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি আর্য্যগণকে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" সাধন করিতে উপদেশ দিলেন, সকলেই তাঁহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞে ও কর্ম্মকাণ্ডে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দুগ্ধফেননিভ শয্যা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় বনে গমন করিলেন। ধর্ম্মের আশ্চর্য্য কুহক! বিচিত্র বিশ্বাস! কল্য বেদে

* কল্কি পুরাণ। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাবান্তরিত॥

লোকের অটল ভক্তি ছিল, অদ্য নবধর্ম্মের আবির্ভাবে তাহা লোপ পাইল।

বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় তাহার বিশেষ তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই, কেন না বৈদিক সূক্তের উল্লিখিত ঋষিগণ সেই সেই সূক্ত প্রণেতা, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি কেহ কৌশল করিয়া কহেন যে ঋষিগণ যোগবলে স্বস্ব নামে প্রচারিত সূক্ত নিচয় ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এক একটি সূক্ত তাঁহাদিগের স্বীয় অবস্থাজ্ঞাপক হইবে কেন? যথা ঋগ্বেদসংহিতা প্রথম মণ্ডলস্য, পঞ্চ দশানুবাকে দ্বাদশ সূক্তং *

কুৎসঋষি পংক্তি ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২০৭

১। চন্দ্রমা অপ্স্ব ১। ন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।

নবো হিরণ্য নেময়ঃ পদং বিন্দতি বিদ্যুতো বিত্তংমে। অস্য রোদসী।

১। ১ জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান, সূর্য্য রশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন। হে দীপ্তিমান

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সপ্তম কল্প। চতুর্থ ভাগ। শ্রাবণ ১৭৯২ শক। কুৎস ঋষি কূপে পতিত হইয়া এই সূক্ত দ্বারা চন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির স্তব করিয়াছেন।

রমণীয় প্রান্ত—চন্দ্র—রশ্মি সকল! আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমাদিগের প্রান্তভাগও জানিতে পারিতেছে না। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

এদিগে এই পর্য্যন্ত! ইহার আর তর্ক নাই। বেদকে সমস্ত জগতের মূলীভূত কারণ বল বা মহাভূতের নিশ্বাস কি প্রজাপতি শ্মশ্রু বল কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। তর্কের প্রবল তরঙ্গে সকল শেষ হইয়া যাইবেক।

বেদ প্রচার লিখিতে গিয়া তৎ সম্বন্ধে নানা কথার তরঙ্গ উঠিল কিন্তু কি করা যায়, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনের কথা গোপন রাখা অন্যায়, এজন্য এতৎ সম্বন্ধে কিছুই পাঠক মহাশয় গণের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলাম না। ইহাতে তাঁহারা আমাকে যাহা মনে করেন করিবেন। যখন ইয়ুরোপে ডারুইন বানর হইতে মনুষ্য উৎপত্তি বিষয়ক মত প্রচার এবং ব্যকনরের ন্যায় পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের স্থায়িত্ব লোপ করিবার মানসে গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন, তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রচলিতধর্ম্মবিরুদ্ধ দুই চারিটী কথায় আর কি হইতে পারে?

উপসংহার কালে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা আবশ্যক। বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ

বলিয়া তৎসম্বন্ধে দোষ অনুসন্ধান করা হইতেছে কিন্তু তাহা না হইলে উহা অতি প্রাচীন কালের একমাত্র গ্রন্থ এবং তাহার ভাষাও অতি প্রগাঢ় সুতরাং সকলের মাননীয়। বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে শ্রুতি গানে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কবিতা সরস-কবিত্বসম্পন্ন এবং তাহাতে আদিম কালের মনুষ্যের মনের ভাব উত্তমরূপ ব্যক্ত করিতেছে। এজন্যই বেদ জর্ম্মননিবাসী পণ্ডিতগণের কণ্ঠহার হইয়াছে এবং এজন্যই কি স্বদেশে কি বিদেশে ইহার মান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। এতাদৃশ ভূমণ্ডলের মধ্যে এক মাত্র প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার অতীব আনন্দজনক। পূর্ব্বে বেদের নাম মাত্র ছিল। সমুদয় ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে এক খানি পরিশুদ্ধ বেদ পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" অধ্যাপক রসেনকে ঋগ্বেদসংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ঋগ্বেদ দর্শন করেন নাই। কর্ণেল পলিয়র প্রথমে সমুদয় বেদ সংগ্রহ করিয়া "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরণ করেন। উহা ১৭৮৯ খৃঃ অঃ স্যর জোসেফ ব্যাঙ্ক সাহেব দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ বিদ্বেষী। তাহারা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানায় সকল তীর্থস্থান এবং ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় সমুদায় ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু জয়পুরাধিপতি মির্জ্জারাজ জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের নানা বিষয়ে উপকার করাতে মুসলমানগণ জয়পুরের কোন অনিষ্ট করে নাই, এজন্য তথায় হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া সুলভ বিবেচনায়, কর্ণেল পোলিয়র মহারাজ প্রতাপসিংহকে রাজচিকিৎসক ডন পেড্রো ডি সিল্‌ভার দ্বারা এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্র পাঠে সানন্দ চিত্তে চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি এক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া কর্ণেল পোলিয়রকে প্রদান করেন। ইয়ুরোপে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বেদ লোপ হইয়াছে, সুতরাং এবেদও অনেকে কাল্পনিক মনে করিতে পারেন, এই ভাবিয়া কর্ণেল পোলিয়র সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত রাজা আনন্দ রামের নিকট সমুদায় গ্রন্থ পরিদর্শনের জন্য প্রদান করেন, তিনি তাহা অকৃত্রিম দৃষ্টে বহু পরিশ্রম করত চারি ভাগের পারস্য ভাষায় সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোলব্রুক বেদসংগ্রহের চেষ্টা করিলে, ম্লেচ্ছকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা অন্যায় বিবেচনায় জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রী তাঁহাকে বৈদিক

ছন্দে দেব দেবীর স্তবপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিল, তিনিও তাহা বেদভ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিচারির রোমান ক্যাথলিক পাদ্রি বারথালমির নিকট Ezur Vedam নামক একখানি কৃত্রিম যজুর্ব্বেদ ছিল। উহা ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী নামক জেসুইট পাদ্রির উপদেশানুসারে কোন সুচতুর মান্দ্রাজি শাস্ত্রীর দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত লেখক ভল্‌টেয়ার প্রাপ্ত হইয়া সাদরে ১৭৬১ খৃঃ অঃ রএল লাইব্রেরী অব ফ্রান্স নামক পুস্তকালয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের আজি কালি বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বঙ্গদেশের বিষয়ী ব্যক্তির ত কথাই নাই, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অতীব কৌতুকাবহ ভ্রম হইয়া থাকে; কেহ নারদপঞ্চরাত্রের রাধিকাস্তোত্র * সামবেদোক্ত এবং কেহ বা গোপাল, নৃসিংহ, তথা রামতাপনী গ্রন্থ প্রকৃত শ্রুতি মনে করিয়া থাকেন।

স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেদ্ভক্তি সংযুতঃ।
রাধে রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ॥
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধি দেবী চ মহা বিষ্ণোঃ প্রসূরপি॥ ইত্যাদি॥

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্নে চারি বেদ প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের অধ্যবসায় এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৭ সালে আসিয়াটিক সোসাইটীর উত্তেজনায় একটি সভা হয়। ঐ সভায় বেদপ্রচারের প্রস্তাব হইলে মৃত অধ্যাপক রোএর সাহেবের প্রতি, বেদ বারাণসীস্থ পণ্ডিতগণের সাহায্যে উত্তমরূপ পরিদর্শনান্তর মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ভার অর্পিত হয় এবং এজন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা বার্ষিক ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একালপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে;—

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের দুই অধ্যায়, ভাষ্য সহিত।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (প্রকাশ হইতেছে)।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (সম্পূর্ণ)।

সটীক সামবেদ (প্রকাশ হইতেছে)।

গোপথ ব্রাহ্মণ—সম্পূর্ণ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ সটীক (প্রকাশ হইতেছে)

ইয়ুরোপ খণ্ডে নিম্নলিখিত বেদ প্রকাশিত হইয়াছে;—

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদ সংহিতার কিয়দংশ—অধ্যাপক অফ্রেক্ট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৬১ সালে বারলিনে মুদ্রিত।

ঋগ্বেদ সংহিতা, সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্যসহ—ভট্ট মোক্ষমুলর দ্বারা প্রকাশিত, সম্পূর্ণ।

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদমরুতের স্তোত্র, ইংরাজী অনুবাদসহ—ভট্ট মোক্ষমুলর কর্ত্তৃক ইংরাজী অনুবাদিত এবং প্রকাশিত।

সামবেদ—অধ্যাপক বেন্‌ফি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১ খণ্ড।

ঐ—মহামহোপাধ্যায় উইলসন এবং ডাক্তার ষ্টিভন্‌সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

সামবেদোক্ত বংশ ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবিধান ব্রাহ্মণ, ইংরাজী অনুবাদ সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা সটীক—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ সটীক—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অথর্ব্ববেদ—অধ্যাপক রথ এবং হুইট্‌নী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঋগ্বেদের ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, অনুবাদ সহ—অধ্যাপক হগ কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২ খণ্ড।

সামবেদের বংশব্রাহ্মণ, সায়ণাচার্য্য কৃত টীকা-সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কিয়দংশ ঋগ্বেদ সংক্ষিপ্ত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। "প্রত্নকম্রনন্দিনী"-সম্পাদক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ সামবেদ ঐন্দ্র পর্ব্ব।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদ সহ সাম-বিধান ব্রাহ্মণ সটীক, সামসূচি, আরণ্যসংহিতা, মন্ত্র ব্রাহ্মণ, এবং ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ সটীক (কিয়দংশ), দৈবত ব্রাহ্মণ (কিয়দংশ), "প্রত্নকম্রনন্দিনী" পত্রিকায় প্রকা-শিত হইয়াছে।

অস্মতদেশীয় সুবিখ্যাত সামবেদাচার্য্য সামশ্রমী মহা-শয় বৈদিক গ্রন্থনিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের
গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

ब्रह्मानन्दस्य भित्त्वा विलसति शिखरं यस्य वातात्तनीढं
राधाकृष्णाख्य लीलामयखग मिथुनं भिन्नभावेनन्दीनम् ।
यस्यच्छाया भवाब्धिश्रमनकरी भक्तसङ्कल्पसिद्धेर्हेतु-
श्चैतन्यकल्पद्रुम इह भुवने कश्चन प्रादुरासीत् ॥

चैतन्यचन्द्रोदय नाटकम् ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের

গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থমালার সার মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসুক, এজন্য তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এতৎ প্রস্তাব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেই, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাসকে বুঝায়, কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণপরায়ণ অন্যান্য সাধু সচ্চরিত্র গ্রন্থকারের বিবরণও লিখিলাম। এই প্রস্তাব অতি সংক্ষেপে এবং অতি স্বল্প কালের মধ্যে সংকলিত হইয়াছে এজন্য যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয় .তবে পণ্ডিতমণ্ডলী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

(বৈষ্ণবতোষিণী হইতে অনুবাদিত)

ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদরূপ মধুকরী, যাহার অমৃতনিস্যন্দিনী জিহ্বাস্বরূপ কল্পলতিকাতে বিশিষ্ট

মনোজ্ঞ পদ ক্রমা দি আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়াছিল; রাজ-সভার সভ্যেরা সর্ব্বদা যে মহাত্মার পদসেবা করিত; সেই ভরদ্বাজ কুলপ্রবর কর্ণাট-রাজ, যিনি এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, (৪) তাঁহার অনিরুদ্ধ নামে একটী পুত্র হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ যশো-বিষয়ে শশধর স্পর্দ্ধী, প্রভাবে ইন্দ্রের তুল্য, ভূপাল বর্গের পূজ্য, সমগ্র যজুর্ব্বেদের বিশ্রামভূমিস্বরূপ, এবং লক্ষ্মীর আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। (৫) এই সুবি-খ্যাত রাজার দুই মহিষী ছিল। রাজপত্নীদ্বয় অনিরুদ্ধ হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একের নাম শ্রীরূপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শাস্ত্রবিদ্যায় এবং কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। (৬) অনিরুদ্ধ দেব যৎকালে বৃন্দাবনে গমন করেন, তৎকালে স্ব-রাজ্যকে বিভাগ করিয়া রূপেশ্বর ও হরিহরকে প্রদান করিয়া যান। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ হরিহর স্বজ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (৭) এখন রূপেশ্বর শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আটটী অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে পৌরস্ত্য দেশে প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বর তাঁহার সখা ছিলেন, রূপেশ্বর তাঁহারই আবাসে সুখে বাস করিতে

লাগিলেন। ক্রমে তথায় বাস করিতে করিতে তাঁহার একটী পুত্র হইল। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখিলেন।(৮)। গুণনিধান ও সুকৃতিমান পদ্মনাভের রসনায় সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ—সবিস্তর উপনিষদ সকল তাণ্ডবিত হইয়াছিল। এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণহৃদয় হইয়াছেন, এইরূপ সকল মনুষ্যের কর্ণপথে ধ্বনিত হইল।(৯)। এক্ষণে, শিখরেশ্বরের অধিকারে বাস করিতে, পদ্মনাভের অস্পৃহা জন্মিল, তিনি গঙ্গাতটে বাস করিবার জন্য সমুৎসুকচিত্ত হইলেন। অনন্তর নরহট্ট নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। (১০)। তথায় বাস করিয়া যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি, পঞ্চম মুকুন্দ। (১১)। মহাত্মা মুকুন্দের এক পুত্র। নাম কুমার। এই শ্রীমান কুমার শত্রুকর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমারেরও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। যে মহাত্মার বংশপরম্পরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য। (১২)। দ্বিজবর কুমারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন,

তদনুজ শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ। এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের কৃপায় সামান্য রাজ্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমাখ্য ভক্তিরাজ্যের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। (১৩)। যিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ বল্লভ তিনিই আমার পিতা। পিতা গঙ্গাসলিলে সঙ্গত হইয়া শ্রীরাম পদ প্রাপ্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয় বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। এই মহাত্মাদ্বয় কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে মাথুর গুপ্ত প্রভৃতি তীর্থ আবিষ্কৃত হয়। এবং ইহাঁরা ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (১৪)। বিখ্যাত রঘুনাথ দাস ইহাঁদিগের সখা ছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমার্ণব তরঙ্গে বিলাস করত ইহাঁরা আর্য্যগণের আশ্চর্য্যাস্পদ হইয়াছিলেন। (১৫)। প্রথিত আছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাহরণচ্ছলে গোপালবালকের রূপ ধারণ করিয়া ইহাঁদিগের দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (১৬)। এই প্রভুদ্বয় নানাবিধ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরূপস্বামীর হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোঽষ্টাদশ, এই তিন কাব্য গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। উৎ-কলিকাবল্লী, গোবিন্দ বিরুদাবলী, প্রেমেন্দু সাগর, প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ। বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুই নাটক গ্রন্থ। দানকেলি প্রভৃতি ভাণিকা।

মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ। (১৬—২০)।

জ্যেষ্ঠ সনাতনস্বামিকৃত বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবতামৃত ও হরিভক্তিবিলাস এবং দিক্‌-প্রদর্শিনী নাম্নী ভাগবত টীকা। (২১)। এবং লীলাস্তব টীপ্পনীও প্রসিদ্ধ বটে। আমি তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিলাম। ইহার নাম বৈষ্ণব-তোষিণী।

জীবগোস্বামী স্বকৃত বৈষ্ণবতোষিণীর সমাপ্তিকালে এই রূপ পরিচয় দিয়াছেন।

৩
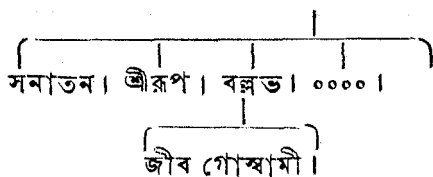
উজ্জ্বল নীলমণি।—সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। রচয়িতা, শ্রীরূপগোস্বামী। গদ্য ও পদ্যে সঙ্কলিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার রস নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ীভাব নির্ণয়, কৃষ্ণপ্রেম বিবৃতি প্রভৃতি নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তুনির্ণয়। পঞ্চদশ প্রকরণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্লোক সংখ্যা অন্যূন ৬১০০। টীকার নাম লোচন রোচনী।" প্রারম্ভ বাক্য—

—নামাকৃষ্ট রসজ্ঞঃ শীলে নোপয়ন সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥
মুখ্য রসেষু পুরায়ঃ সংক্ষেপেনোজিতোরহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তি রসরাট্ সবিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥

ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

—অয়মুজ্জ্বল নীলমণির্গহন মহাঘোষ সাগর প্রভবঃ।
জয়তু তব মকর কুণ্ডল পরিসবাসবৌ চিত্রীং দেবঃ।
ইতি সমাপ্তোঽয়মুজ্জ্বল নীলমণি নাম গ্রন্থঃ।

হংসদূত।—খণ্ড কাব্য। গ্রন্থকার রূপগোস্বামী।

শিখরিণী চ্ছন্দে রচিত। শ্লোক সংখ্যা ১০১। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হংস সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ তাহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আরম্ভ শ্লোক—"দুকূলং বিভ্রাণো দলিত হরিতাল দ্যুতিহরং" ইত্যাদি। সমাপ্তি বাক্য—কদাইত্যাদি।

উদ্ধব সন্দেশ।—খণ্ড কাব্য। রচয়িতা রূপগোস্বামী। মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে গ্রথিত। গ্রন্থসংখ্যা ১৩১, বিষয়—রাধিকাবিরহে শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন, তদনন্তর উদ্ধব দ্বারা বৃন্দাবনে গোপ গোপী বিশেষতঃ রাধিকার নিকট বার্ত্তা প্রয়োগ বর্ণন। প্রারম্ভ——"সান্দ্রীভূতৈর্নব বিটপিনাং" ইত্যাদি। সমাপ্তিবাক্য—"শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশু সহচরৈঃ ইত্যাদি।

বৃন্দাদেব্যষ্টক।—অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরূপ গোস্বামী। বিষয়—বৃন্দাগুণকীর্ত্তন। গ্রন্থসংখ্যা ৮। প্রারম্ভ বাক্য—

বৃন্দাবনাধি দেবীত্বং সচ্চিদানন্দ রূপিণী।
সতত্বৈশ্বর্য্যসংযুক্তাং বৃন্দাদেবীং নমাম্যহম্।

সমাপ্তি বাক্য—

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় বৃন্দাদেব্যষ্টকম্ শুভম্।
রাধাগোবিন্দ পাদাব্জে প্রেমভক্তি লভেদ্ধ্রুবং ॥

শ্রীরূপ চিন্তামণি।—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত চ্ছন্দে বিরচিত। শ্রীরূপ গোস্বামি কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—শ্রীভগবদ্রূপ বর্ণন। গ্রন্থসংখ্যা ৩২ শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য—

চন্দ্রার্দ্ধং কলশংত্রিকোণ ধনুষ্ঠীখং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং” ইত্যাদি ॥

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীরূপচিন্তামণিঃ পূর্ণঃ।

মথুরামাহাত্ম্য।—সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহার সংগ্রহকর্ত্তা। বিষয়--মথুরা তীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণন ও স্তুতি। শ্লোকসংখ্যা অন্যূন ১৫০০। প্রারম্ভ বাক্য—

—হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি নতুভক্তিং।

বিহিত তদুন্নতি সত্রাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাং।

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি মথুরা মাহাত্ম্য সংগ্রহঃ।

ললিতমাধব নাটক।—গ্রন্থকার শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী। ১০ দশ অংশে বিভক্ত। অংশের নাম অঙ্ক। অবলম্বিত বিষয় শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলামাহাত্ম্য বর্ণন। সংখ্যা গদ্য পদ্যে অন্যূন ৩০০০ তিন সহস্র শ্লোক। প্রারম্ভ 'বাক্য নান্দী—

সুররিপু সুদৃশাসুরোজ কোকান্ মুখকমলানিব খেদয়নখণ্ডঃ।
চিরমখিল সুহৃচ্চকোর নান্দীশতু মুকুন্দ যশঃ শশীমুদংবঃ।

ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

যাতে লীলা + + + পরিমলোদ্‌গারি বন্যা পরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরিভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীবাভ মুগ্ধান্ত রাভিঃ।
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণুর্ব্বিহারং।
কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তথাস্তু—তদেহিস্যস্তু স্তবাভ্যর্থনা মবন্ধ্যাং।
করবা বেতি সর্ব্বে কুরুতো নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।
খণ্ডের নাম বিভাগ। পূর্ণ মনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ পূর্ণঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।—সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামী। চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম, পূর্ব্ব বিভাগ। দ্বিতীয়, দক্ষিণ বিভাগ। তৃতীয়, পশ্চিম বিভাগ। চতুর্থ, উত্তর বিভাগ।

পূর্ব্ব বিভাগও চারি ভাগে বিভক্ত। বিভাগের নাম লহরী। প্রথম, সামান্য ভক্তিলহরী। দ্বিতীয়, সাধন-লহরী। তৃতীয়, ভাবলহরী। চতুর্থ, প্রেমনিরূপণ লহরী।

দক্ষিণ বিভাগে পাঁচ লহরী। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ী ভাবাখ্য লহরী।

পশ্চিম বিভাগে পাঁচ লহরী। শান্তাখ্য, দাস্যাখ্য, বাৎসল্যাখ্য, মাধুরাখ্য, সখ্যাখ্য লহরী।

উত্তর বিভাগে নয় লহরী। গৌণ রসাখ্য, মৈত্রীরসাখ্য,

বৈর, সংযোগ, রসাভাসাখ্য লহরী; রস, হাস্যাখ্য লহরী।

পূর্ব্ব বিভাগে বিষয়—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়।

দক্ষিণ বিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারীভাব, ও স্থায়ী ভাব, প্রভৃতির নির্ণয়।

পশ্চিম বিভাগে—শান্ত দাস্যাদি ভাব নির্ণয় ও তাহার উপযোগ।

উত্তর বিভাগে—গৌণ রস ও মুখ্য রস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদি নির্ণয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য রস ভাবাদির অঙ্গ বিচার।

গ্রন্থসংখ্যা সমুদায়ে ৬৯৬৯। তন্মধ্যে টীকা ৩৬৪৪, মূল ৩৩২৫। টীকার নাম দুর্গম সঙ্গমনী। ১২৬৩ শকে এই গ্রন্থ রচিত। প্রারম্ভ বাক্য—

অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর রুচিরুদ্ধ তারকা পালিঃ।
কলিত শ্যামা ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ উত্তর ভাগে গৌণভক্তি নিরূপণে
রসাভাস লহরী নবমী। সমাপ্তোঽয়ং চতুর্থো বিভাগঃ।
রামাঙ্ক শক্র গণিতেশাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।
ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর্ব্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্র রূপেণ।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃসমাপ্তঃ॥

টীকাকার জীব গোস্বামী।

শ্রীনন্দ নন্দনাষ্টকং।—শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। প্রারম্ভ শ্লোক—

সুচারু বক্ত্র মণ্ডলং শ্রুতিঞ্চ রত্ন কুণ্ডলং।
সুচর্চ্চিতাঙ্গ চন্দনং নমামি নন্দনন্দনং।

চাটু পুষ্পাঞ্জলি।—শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত। শ্রীরাধা স্তোত্রং। ২৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক—

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দি বরাম্বরাং।
মনিস্তব কবিদ্যোতীং বেণী ব্যালাঙ্গণা ফণাং॥

শ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলিস্তবঃ।—শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। ৩১ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

নবজলধর বর্ণ চম্পকোদ্ভাসি কর্ণ
বিকসিত নলিনাস্যং বিস্ফুরম্মন্দ হাস্যম্।
কণক রুচি দুকূলং চারু বর্হাবচূলং
কমপি নিখিল সারং নৌমি গোপী কুমারম্।

স্তবাবলীর শ্লোক সমূহ মালিনী, চিত্র, জলধর মালা, রঙ্গিণী, তূণক, পজ্ঝটিকা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, স্রগ্বিণী, জলোদ্ধতগতি, শালিনী, ত্বরিতগতি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত চ্ছন্দে রচিত।

বিদগ্ধ মাধব নাটক।—শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন গ্রন্থ। দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

গীতাবলী।—শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত। নন্দোৎসব, দোল, রাস প্রভৃতি সংগীতে বর্ণিত।

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু।—অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চুম্বক রসাভাসলহরী নামক গ্রন্থ।—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। এখানি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে সংক্ষেপে সংকলিত।

পদ্যাবলী।—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ। ৩৮০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্ম্মুকুন্দ সম্বন্ধ বন্ধুর পদাপ্রমদোর্ম্মি-সিন্ধুঃ। রম্যাম সমস্ত তমসাং দমনীক্রমেণ সংগ্রহ্যতে ক্ষতিকদম্বক কৌতুকায় (১)

সমাপ্তি বাক্য—

জয়দেব বিল্ব মঙ্গল মুখৈঃ হৃতাস্বেত্র সন্তিসন্দর্ভাঃ। তেষাং পদ্যানি বিলাস সমাহৃতানীতরাণ্যত্র। ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিনা সংগৃহীতা পদ্যাবলী সমাপ্তাঃ।

নাটক চন্দ্রিকা।—শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত। নাটকাদির লক্ষণ তথা নায়িকাদি ভেদ কথন। ভরত মুনি প্রণীত নাট্য শাস্ত্র, এবং সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে সংকলিত। যথা—

বীক্ষ্য ভরতমুনি শাস্ত্রং রসপূর্ব্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ং।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্বিলিখ্যাতে নাটকস্যেদং।
নাতীব সঙ্গতত্বাস্তুরতমুনের্ম্মতং বিরোধাচ্চ।
সাহিত্য দর্পণীয়া নগৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ।

গোবিন্দ বিরুদাবলী।—শ্রীরূপকৃত। স্তব গ্রন্থ।

প্রারম্ভ শ্লোক—

ইয়ং মঙ্গল রূপাস্যা গোবিন্দ বিরুদাবলী।
যস্যাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দ প্রসীদতি॥

শেষ শ্লোক—

যস্তৌতি বিরুদাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিং।
অনয়া রম্যয়া তস্মৈ তূর্ণ মেষ প্রতুসতি॥

গোপাল চম্পূ।—জীবরাজ কৃত। গোপাল-লীলা-বর্ণন-গ্রন্থ। প্রারম্ভ বাক্য—

অম্ভোজম্বরমত্যনল্প করকা ভৃঙ্গাবলী মেকতঃ পঙ্কেযোঃ শরমন্যতোঽর্দ্ধশশিনং সুতে নবপল্লবং। ইত্যাদি—

পরিসমাপ্তি বাক্য—

মদয়তি মনো মদীয়ং তনুজঘন ভারতীরস বিলাসঃ।
কিমু সুতনু নীর বিহারী নহি নহি চম্পূ বিহারোঽয়ং॥

(২য়) ষট্ সন্দর্ভ।—এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্থানীয়। ছয়টী মহা প্রকরণে বিভক্ত। বিভাজক প্রকরণের নাম সন্দর্ভ। যথা— (১ম) তত্ত্ব সন্দর্ভ। (২য়) ভগবৎ সন্দর্ভ। (৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভ। (৪র্থ) কৃষ্ণ-

সন্দর্ভ। (৫ম) ভক্তি সন্দর্ভ। (৬ষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভ। গ্রন্থ-কার জীব গোস্বামী।

বিষয়—

তত্ত্ব সন্দর্ভে—প্রমাণ সমুদায়ের মধ্যে ভাগবতের প্রধানতা,—ভাগবতের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য,সামান্যাকারে তত্ত্ব নির্ণয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিবরণ।

ভগবৎ সন্দর্ভে—ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব, ব্রহ্মাদি দেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব যোগ্যতা, বৈকুণ্ঠাদি স্থান নির্ণয়, বিশুদ্ধ সত্ব নিরূপণ, ব্রহ্ম স্বরূপের সশক্তি-কতা, বিশুদ্ধ শক্তির আশ্রয়তা, শক্তির অচিন্ত্যতা, তাদৃশ শক্তির স্বাভাবিকতা, শক্তির নানাত্ব, শক্তির আন্তরঙ্গাদি নিরূপণ, মায়া শক্তি, স্বরূপ শক্তি, গুণ-স্বরূপতা, স্থূল সূক্ষ্মাতিরিক্তত্ব, প্রত্যক স্বরূপতা, স্ব-প্রকাশ রূপতা, জন্ম কর্ম্মাদির অপ্রাকৃতত্ব, শ্রী বিগ্রহের পূর্ণ রূপতা, বৈকুণ্ঠ, পরিচ্ছদ ও পার্ষদ প্রভৃতি বর্ণনা, ত্রিপাৎবিভূতি, অনুভাবানুসারে ঋষিদিগের ব্রহ্মে আন-ন্দোৎকর্ষতা, ভগবানের লক্ষণ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ বেদ ও ভক্তি প্রাপ্য প্রভৃতি।

(৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভে।—পরমাত্মা ও তৎস্বরূপ ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ ও তৎপরিণামিত্ব, বিবর্ত্ত সমাধান, পরমাত্মা হইতে জগতের

অভেদ এবং জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন, জগতের সত্যতা, স্বামির অভিপ্রায় প্রকাশ, নির্গুণ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাদির সমন্বয়, লীলাবতারের প্রয়োজন, ভগবানের প্রতি শাস্ত্র তাৎপর্য্য কথন প্রভৃতি।

(৪র্থ) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, অংশবোধক বাক্যের সমন্বয়, তাঁহার পূর্ণতা, ভগবান স্বামিত্ব যোজনা, অবতার প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্র মাত্রের তাৎপর্য্যতা, অভ্যাস, প্রতিনিধি বাক্য, গতি শাস্ত্রের ভগবানই গতি, মতান্তরের অপবাদ, নাম-মহিমা, গীতাদি শাস্ত্রের গতি, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্র সমন্বয়, অংশ প্রবেশ যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ রূপের নিত্যতা, দ্বিভুজাদি সত্বেই নিত্যতা, গোলোক নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্যতা, গোলোক বৃন্দাবনের অভেদ, এতৎপক্ষে প্রমাণ বাক্য প্রদর্শন, যাদবগণ ও গোপালগণ তাঁহার নিত্য পরিবার, প্রকট ও অপ্রকট লীলাব্যবস্থা, বিভুত্ব সত্বেই বৃন্দাবনে স্থিতি, দুই প্রকার লীলার সমন্বয়, গোকুল মণ্ডলে তাঁহার প্রকাশাতিশয়, কৃষ্ণমহিষীগণের স্বরূপ শক্তিত্ব, মহিষী অপেক্ষা গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের নাম, গোপীগণের মধ্যে রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি।

(৫ম) ভক্তি সন্দর্ভে—ভগবান ভক্তমাত্রের গম্য বা বোধ্য, নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব নিশ্চয়, অন্বয়

ব্যতিরেক প্রদর্শন দ্বারা তত্ত্ব প্রদর্শন, কৃষ্ণ বহির্মুখের নিন্দা, কৃষ্ণে অনর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞান মার্গ, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তির দশবিধ লক্ষণ, তাঁহার সর্ব্বফল দাতৃত্ব, ভক্ত্যাভাসের অপরাধতা, উল্লিখিত ফলের অপ্রাপ্তি বিষয়ে সমাধান, ভগবানের নিগুর্ণত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, পরমানন্দত্ব কথন, নিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা, অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা প্রভেদ, সৎসঙ্গতা, ভগবৎ প্রাপ্তির নিদান, মহত্ত্বের লক্ষণ ও তৎপ্রভেদ, সৎ বিশেষ লক্ষণ, গুর্ব্বাশ্রয় বিবেক, ভক্তিভেদে জ্ঞান-ভেদ, অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, গুরু সেবা, মহাভাগবৎ প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সামান্যতঃ বৈষ্ণব সেবা, শ্রবণাদি জ্ঞানাঙ্গে বিচার, অপরাধ ও অনুরাগ বিচার, ভজনাবিশেষ, সিদ্ধিক্রম ইত্যাদি।

(৬ষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভে—ভগবৎ প্রীতির পুরুষার্থতা, তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরম পুরুষার্থতা, তদ্দ্বারা মুক্তি, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উৎ-ক্রান্ত্যাদি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বর্ণন, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতির শ্রেষ্ঠতা, সদ্যোমুক্তি, ও ক্রম মুক্তি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের লক্ষণ, জীবন্মুক্তের লক্ষণ, ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নামান্তর মুক্তি, অন্তর্বাহ্য ভেদে সাক্ষাৎকারের দ্বৈবিধ্য, উৎক্রান্তি ও মুক্তি, সালোক্যাদি মুক্তিভেদ, সামীপ্য

মুক্তির আধিক্যতা, ভক্তির মুক্তি সাধনতা, ভক্তিই উপদেশ্য, উপগতি, সমাধান, ভগবৎ প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ, আবির্ভাব বিশেষ, প্রীতি লক্ষণ, বাক্যের নিষ্কর্ষ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও তাঁহার পূর্ণত্ব, রতি প্রভৃতির লক্ষণ ভেদ, অভিমান ভেদে প্রীতি ও ভক্তি প্রভেদ, ব্রজদেবীগণের শুদ্ধ প্রেমতা, জ্ঞান-ভক্তির ব্যবস্থা, ভক্তির তারতম্য, উৎকর্ষতারতম্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদির অনুভব তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠত্ব, তন্মধ্যে সখীগণের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে গোপাঙ্গনারা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠা, ভগবৎ প্রীতির রসত্ব স্থাপন, অবলম্বন বিভাব, সন্দেহ নিরাস, উদ্দীপন বিভাব, গুণ কথন, বিরোধিগুণকথন, প্রেম, ধীরোদাত্তাদি-প্রভেদ, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি, ধর্মজ্ঞান লীলার সমাধান, উদ্দীপক দ্রব্য ও কালাদি, প্রকাশলীলার আধিক্য, অনুভাব ও সঞ্চারি ভাব বিচার, রসের পাঞ্চবিধ্য, গৌণ রসের সপ্তকত্ব, রসাভাস, মুখ্যরস, শান্তাখ্য ভক্তিরস, দাস্য ভক্তিরস, প্রশ্রয় ভক্তিরস, বাৎসল্য, মৈত্রী, বল্লভ ভেদ, মদ মানাদি, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, সম্ভোগাত্মক ও মোদাত্মক ভাব বিচার, ভাবভেদ, বিপ্রলম্ভাদি বিভাগ, পূর্ব্বরাগাখ্য বিপ্রলম্ভ

সংভোগ, স্থায়িভাব, প্রেমবৈচিত্তাখ্যসংভোগ, প্রবাসাখ্যসংভোগ, সম্ভোগভেদ, মানাখ্যসংভোগাদি।

গ্রন্থ সংখ্যা।

১ম সন্দর্ভে—৪৭৫, ২য় সন্দর্ভে—২৭৪০, ৩য় সন্দর্ভে—১৭৬৮, ৪র্থ সন্দর্ভে—৪৬২৬, ৫ম সন্দর্ভে—৩১৭৫, ৬ষ্ঠ সন্দর্ভে—৪০০০ শ্লোক।

বাক্য সংখ্যা।

১ম ২৫, ২য় ১২২, ৩য় ১০৯, ৪র্থ ১৯৯, ৫ম ৩৪০, ৬ষ্ঠ ৪২৯।

গোপাল ভট্ট।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম বঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্ম্মাস্য করিয়া চারিমাস গোপাল ভট্টের আবাসে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাঁহার সহিত অতীব সখ্যতা হওয়াতে তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সতত শ্রীচৈতন্যদেবের মুখকমলনিঃসৃত উপদেশমালা শ্রবণে তাঁহার হৃদয়কন্দরে বৈরাগ্য বীজ সংরোপিত হইল, এবং অচিরকাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; পথি মধ্যে কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার নিকট শিষ্য

হইয়া যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

গোপাল ভট্ট, রূপ, সনাতন, এবং শ্রীজীব কর্তৃক বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য বিস্তারিত হয়। সনাতন গোবিন্দ দেবের, শ্রীজীব রাধাদামোদরের এবং গোপাল ভট্ট রাধারমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল ভট্ট, ভক্তদাসকে পূজারি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র সন্তানেরা অদ্যাপি রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় নিযোজিত আছেন।

গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন গোস্বামীর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করেন। তাঁহার কৃত অন্য কোন গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

ভক্তি বিলাস।—নামান্তর হরিভক্তিবিলাস।—ধর্ম্ম-কার্য্য ব্যবস্থা গ্রন্থ। শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট কর্তৃক সং-গৃহীত। বিংশ বিলাসে গ্রন্থ সমাপ্তি। বিষয়—বৈষ্ণবদিগের যাবৎ কর্ত্তব্যতা অনুষ্ঠান নির্ণয় প্রভৃতি। টীকার নাম দিগ্‌দর্শিনী। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৮০০০ শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য—

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেহঞ্জ সালিখন্। আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সাৰ্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্ত শাস্ত্রতঃ।

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীনন্দসুন্দরমুকুন্দপদারবিন্দ প্রেমামৃতাব্ধিরস তুন্দিন মানসায় নানার্থবৃন্দমনুসন্দধতে নচস্বং তেষাং পদাব্জ মকরন্দ মধুব্রতঃ স্যাম্। ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তি বিলাসে প্রাসাদিকো নাম বিংশো বিলাসঃ। সমাপ্তোঽয়ং ভক্তিবিলাসঃ।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব ইহাঁকে ভ্রমক্রমে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ স্থির করিয়াছেন, এবং তৎপাঠে সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়েরও এতৎ সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধিত হয় নাই; তথাহি হরিভক্তি বিলাস টীকা—"শ্রীরঘুনাথ দাসো নাম গৌড় কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ।" রঘুনাথ দাস অতীব ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র। "ভক্তমালে" লিখিত আছে ইহাঁর পিতার নবলক্ষের সম্পত্তি ছিল কিন্তু তিনি সমুদায় তুচ্ছ বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কৃপাকণা প্রাপ্তি জন্য অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তথায় চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দাস গোস্বামীকে যৌবনাবস্থায় ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত সন্দর্শনে যাহার পর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ দাস শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। তথায় শ্রীরূপ, সনাতন, এবং গোপালভট্টের সঙ্গে বৈরাগ্যাবস্থায় কালাতিপাত করিতেন। চৈতন্য-দেব জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার অন্যান্য ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের ন্যায় ইহাঁর প্রতিও স্নেহের কিছুমাত্র ত্রুটি হইত না। এজন্য দাস গোস্বামীকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের ন্যায় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও ভক্তির জন্য ইনি আচার্য্যপদবাচ্য হইয়াছেন। রঘুনাথ দাস বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তব রচনা করেন। যড়-গোস্বামিনামাষ্টকে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর এইরূপ স্তব লিখিত আছে যথা—

> কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনমগ্ন নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী ধীরৌ ধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয় করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভরৌ ভারাবহন্তারবৌ বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।

বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত্র।—পদ্যময় গ্রন্থ। রঘুনাথ দাস গোস্বামিকর্ত্তৃক বিরচিত। সংস্কৃত, বসন্ততিলক ও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বহুবিধচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে সংসারতপ্ত ভক্তের বিলাপ। আনুষঙ্গিক শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন। শ্লোকসংখ্যা ১০১।

প্রারম্ভ বাক্য—

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতাপুরেঽস্মিন্ পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি ।

সমাপ্তি বাক্য—

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি হৃদিনিধায় পাদাম্বুজে
মায়াবত সমর্পিত স্তব স্তনোতু তুষ্টীম্ মনাক্ ।
ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীবিলাপ-কুসুমাঞ্জলি স্তব সমাপ্তিঃ ॥

মনোশিক্ষা ।—শিখরিণী প্রভৃতি চ্ছন্দে নির্ম্মিত উপদেশ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। বিষয়—কৃষ্ণভক্তিরসে মনোমজ্জন করা। গ্রন্থ সংখ্যা ১২ শ্লোক। প্রারম্ভ—

অথ মনোশিক্ষা। গুরোগোষ্ঠে গোষ্ঠাল ইত্যাদি ।

কবিকর্ণপূর ।

১৫২৪ খৃঃ অঃ নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যকুলোদ্ভব শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইহাঁর পূর্ব্বনাম পরমানন্দ দাস, তৎপরে চৈতন্যদেব তাঁহার কাব্য রচনার অসীম চাতুর্য্য সন্দর্শনে কবিকর্ণপূর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপূর-কৃত কাব্য ও নাটক সমুদায় ভক্তি-রস-প্রধান এবং তাহা বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত। ইনি প্রথমে অলঙ্কার-

কৌস্তুভ, তৎপরে চৈতন্যচরিত নামক কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ রচনা করাতেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হইল। ইহার রচনাপ্রণালী অতীব প্রগাঢ় এবং মনোহর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিকর্ণপুর।

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপিকা সকলে,
বাজান মধুর বীণা, রবাব মোচঙ্গ,
কেহবা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ,
পেয়ে শ্যামগুণমণি গোকুল রতন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা মূর্ত্তি সুমোহন।
শ্যামবামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপসী)।
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শশী॥
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়।
মানসের পটে তুমি এই সমুদায়॥
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
"আনন্দ শ্রীবৃন্দাবন" করিলা রচিত।
গদ্য পদ্য ময় তব চম্পূ মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর॥

কবিকর্ণপূর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। শেষোক্ত নাটকখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ এবং ইহার বিষয় রূপগোস্বামীর "করচা" হইতে গৃহীত।

কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়জীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন।

অলঙ্কার কৌস্তুভ।—অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীকবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—ধ্বনিস্বরূপ ও কাব্যস্বরূপ প্রভৃতি কাব্য গত সাধারণ তত্ত্বনির্ণয়, গুণীভূত ব্যঙ্গাদি নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণয় প্রভৃতি।

চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যূন ২০০০ শ্লোক। টীকার নাম কিরণ, টীকা-কর্ত্তা গ্রন্থকার স্বয়ং।

চৈতন্য চন্দ্রোদয়।—নাটক গ্রন্থ। কবিকর্ণপূরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎসহচরগণের লীলা ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন। ১০ দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ পূর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে—কল্যধর্ম্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে—ভক্তিবৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে—প্রেমমৈত্রী অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে—শচীদেব্যভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে—

ভগবন্নিত্যাদির অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—মুকুন্দাছ্য-ভিনয়, ৭ম পরিচ্ছেদে—সার্ব্বভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বভৌমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে—কিন্নরাদ্যভিনয়, ১০ ম পরিচ্ছেদে—রাজা রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক বা অভিনয়। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৩০০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

নিধিযু কুমুদ পদ্ম শঙ্খ মুখ্যেষ্বরুচিকরো নবভক্তি চন্দ্র-কান্তৈর্ব্বিরচিত কলিকোক শোক শঙ্কু র্বিষয়—তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

আকল্পং কবয়স্তু নাম কবয়ো যুষ্মদ্বিলাসাবলীং,
তামেবাভিনয়ন্তু নর্ত্তকগণা শৃণ্বন্তু পশ্যন্তুতাঃ।
সন্তোমৎসরতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা
সন্তু ক্ষৌণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্ত্যাপ্রজাঃ পান্তু চ।
ইতি মহামহোৎসবো নাম দশমোঽঙ্কঃ।
সমাপ্ত মিদং চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাম নাটকং।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।—খণ্ডকাব্য। কবি-কর্ণপূর ইহার প্রণেতা। মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার পারিষদ-বর্গের মহিমা বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ২২৪।

প্রারম্ভ বাক্য—

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবিপুরা সচ্চিতানন্দ সান্দ্র ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

শাকে * * গ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে।
গ্রন্থোয় মাবিরভবৎ কথমস্য * ।

ইতি শ্রীকবিকর্ণপূর বিরচিতা শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা

শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকা রচিতা ময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দ সন্দোহোভক্ত বেশ্মনি।

বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা।—সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকবিকর্ণপূর। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ সখীগণের পরিবারাদি বর্ণন। সংখ্যা—অনধিক ৫০০, আরম্ভ—

যে বিশ্রুতাং পরীবারাঃ রাধা মাধবয়োর্চিহ্ন।
তন্নিয়োগশ্চ লীলাশ্চ তথা পরিকরা দয়ং। ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

কলাবতী রসবতী শ্রীমতীচ সুধামুখী।
বিশখা কৌমুদী মাধ্বী শরদাশ্চাষ্টমীস্মৃতা।
ইতি বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা।

আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ।—গদ্য পদ্যময় কাব্য গ্রন্থ। রচয়িতা কবিকর্ণপূর। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা ও শিখরিণী প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫০০ শ্লোক, তদ্ভিন্ন গদ্য প্রায় ১০০ হইবেক। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক।

দ্বাবিংশ স্তবকে গ্রন্থ সমাপ্তি। টীকার নাম সুখবর্দ্ধনী। টীকাকারের নাম শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। টীকার সংখ্যাও প্রায় গ্রন্থসংখ্যার তুল্য।

আরম্ভ বাক্য—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলং যস্মিন কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজ প্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গ রাগে স্বতঃ।
কাশ্মীরং তল শোণিমোপরিতনঃ কস্তূরিকা নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তি লহরী নির্ব্যাজমাতন্বতে॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ করুণোদিত বাক্‌বিভূতিস্তন্মাত্র জীবনধনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতি শুদ্ধ বুদ্ধিশ্চম্পূমিমাং রচিতবান কবিকর্ণপূর॥

বিবেক শতক।—শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত। মন্দাক্রান্তা এবং শিখরিণী চ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—বৈরাগ্যোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণভক্তি বর্ণন। শ্লোক সংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

দেহঃ প্রাপ্তোবিরস সরসং ক্ষীণ মায়ুর্গমাভুৎ।
স্পন্দা শক্তির্বিষম বিষয়গ্রাহিণী যেন্দ্রিয়াণাম্।
দূরে বৃন্দাবন তটভুবং স্বেদ ভেদ প্রদায়াঃ কিং কুর্ব্বোঽহং * * * *

সমাপ্তি বাক্য—

বংশীনাদ বিমোহিতা হিতাখিল জগজ্জন্তৌ কিশোরাকৃতৌ
শ্রীকৃষ্ণে রতিরস্তু * * * * * *

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতং বিবেক শতকং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থঃ।—প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত। শচীনন্দন গৌরাঙ্গের স্তবগ্রন্থ। শ্লোক-সংখ্যা ১৪৩ এবং দ্বাদশ বিভাগে সম্পূর্ণ।

প্রথম শ্লোক—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতি বিমর্য্যাদ পরমদ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতি কুমারং রসয়িতুম্। বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মদ মধুর পীযূষ লহরীং প্রদাতুং চান্যেভঃ পরপদ নবদ্বীপ প্রকটম্॥

টীকার নাম—রসিকাস্বাদিনী।

শ্রীমদ্ভাগবত।

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং।
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্॥
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং।
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীভাগবত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তি-মার্গের কল্পতরু স্বরূপ। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে স্নানান্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সচন্দন তুলসী পত্রে এই মহগ্রন্থের পূজা করেন এবং পৌরাণিকগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর-সংযোগে কথকতা দ্বারা ধনাঢ্য আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী মহোদয়গণের নিকট হইতে বিপুল বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা ইহার রচনা অতি প্রগাঢ়; সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থ-বোধ হওয়া দুষ্কর; এজন্য কেহ কেহ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহেন যে পুরাণ সমুহ অতি সরলভাবে রচিত হইয়াছে, সে স্থলে বেদব্যাসের লেখনী কি জন্য এই কঠিন গ্রন্থ প্রসব করিবে ও অন্য পুরাণনিচয়ের রচনার সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, সুতরাং এক জন পৃথক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন এই গ্রন্থ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব গোস্বামীকৃত। বোপদেব দেব-

গিরি * নগরাধিপ হেমাদ্রির সভাসদ্ ছিলেন। ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ বর্ণুফ্ ফরাশীশ ভাষায় অনুবাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বোপদেব ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল প্রমাণে ভাগবতকে ঋষি-প্রণীত না বলিলে অবশ্যই প্রাচীন সম্প্রদায়েরা খড়্গা-হস্ত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু ভাগবত ঋষিপ্রণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাণী ভবানীর সভায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুস্তকালয়ে এতৎ সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম গ্রন্থের নাম "দুর্জ্জনমুখ-চপেটিকা"—এখানি রামাশ্রমকৃত; ইহাতে ভাগবতের প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম গ্রন্থের প্রত্যুত্তর, কাশীনাথ ভট্ট কৃত "দুর্জ্জনমুখমহা-চপেটিকা", ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রন্থকারের প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তদুত্তরে "দুর্জ্জন-মুখপদ্ম পাদুকা" রচিত হইয়াছিল; ইহাতে গ্রন্থকার বিপক্ষ বর্গকে অত্যন্ত শ্লেষোক্তি করিয়া ভাগবত বেদ-ব্যাস প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম ত্রয়োদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত ঋষিপ্রণীত

* দেওঘর বা দৌলতাবাদ।

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল তর্ক বিতর্ক সত্ত্বেও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগবতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের সুমধুর রসপানে মোহিত হইয়া রূপ, সনাতন, জীব, প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ বহুবিধ নানারস সমাকীর্ণ নাটক ও চম্পূ প্রণয়ন করত সংস্কৃত সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়া চৈতন্যদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবোদ্দীপক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বস্থ কোকিলকণ্ঠ জয়দেব শ্রীভাগবত পাঠে মোহিত না হইলে কখনই ভাবসিন্ধু মন্থন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। গারুড় পুরাণে লিখিত আছে * যে ভাগবত ১৮০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্ধৃত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইহার সুধা পান করিয়াছেন তিনি আর অন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে বিরত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীভাগবতের উৎকৃষ্ট গদ্য অনুবাদ ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রচারিত

---

* গ্রন্থোঽষ্টাদশ সহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত মূল, শ্রীধর স্বামীর টীকা ও অনুবাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই; সেই অভাব পূরণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভাগবত তত্ত্ব-বোধিকা সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র।

" গানের সমান আর নাহিক ভজন।"

"Is there a heart that Music cannot melt ?"

BEATTIE.

ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র।

শশধরের বিমল রশ্মিজালে বিভূষিত, চতুর্দ্দিক শুভ্রময়। উদ্যানে নানাবিধ প্রসূন প্রস্ফুটিত, চতুর্দ্দিক সৌগন্ধে আমোদিত, স্বভাব যেন রজনীদেবীর সহিত কৌতুক করিতেছেন। উদ্যানে মাধবীলতার বিটপী সম্মুখে ভরতমুনি বীণা বাদন করিয়া সমস্ত স্বভাবের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন; শুনিয়া বনদেবীও বিমোহিতা। এতাদৃশ দৃশ্য কাহার না প্রীতিকর! এমত সময়ে সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপকের নিকট বীণাধ্বনি শুনিয়া কাহার না হৃদয় অপূর্ব্ব রসে গলিয়া যায়। অরফিউসের সঙ্গীতে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হইত, সুতরাং মানব-হৃদয় যদি সঙ্গীতে দ্রব না হয়, তবে সে ব্যক্তিকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হয়; কাজেই শাস্ত্রকারেরা কহেন—

" জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥"

প্রাচীনকালে কবি ও গায়ক একব্যক্তি ছিলেন, যিনি কবিতা প্রস্তুত করিতেন তিনিই উহা নানাবিধ স্বরে

গান করিতেন, পরে লিখিবার প্রণালী সৃষ্টি হইলে ঐ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ হইল। প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিক-সূক্ত প্রণয়নানন্তর গান করিতেন, তাহার মধ্যে সাম-বেদ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎস্বর দ্বারা গেয়। সামগান দ্বিবিধ, গ্রাম্য ও আরণ্যগান। এই সকল গানাদির বিধি ও স্বরাদি নিরূপক প্রাচীন গ্রন্থের নাম নারদীয় শিক্ষা। সামবেদের গান্ধর্ব্ববেদ উপবেদ। উহা ভরত-মুনিকৃত তথাহি প্রস্থান ভেদ :—

গান্ধর্ব্ববেদ শাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতং। তত্রগীতবাদ্য নৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ। নানা মুনি-ভিঃ প্রণীতং তৎসর্ব্বমস্য চ সর্ব্বস্য লৌকিকবৎ প্রয়োজন ভেদোদ্রষ্টব্যঃ।

ভরতের গান্ধর্ব্ববেদ এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু এই গ্রন্থের মতাদি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের সঙ্গীত-শাস্ত্র বেদ-মূলক। ঋষিগণ, দেবতাগণ সকলেই এই সঙ্গীত গান করিতেন। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত জনপদের সঙ্গীত বিদ্যা অপেক্ষা প্রাচীন। সামবেদীয় আরণ্য সংহিতার ন্যায় সদ্ভাবব্যঞ্জক মনোহর প্রাচীন সঙ্গীত আর কোন্ জাতির আছে? এক্ষণে সঙ্গীত বিদ্যার যেরূপ হতাদর

হইয়া উঠিয়াছে, আর্যকালে সেরূপ ছিল না। ঋষিগণ সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা স্বশিষ্যবর্গকে অতীব যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন। মহামুনি ভরত সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, তিনি স্বর্গে নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। তৎকৃত নাট্য শাস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আলঙ্কারিকেরা সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। ভরতের পরে সোমেশ্বর, কল্লিনাথ এবং হনুমন্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। ইহাঁদিগের পরস্পরের মত বিভিন্ন। সোমেশ্বর ব্রহ্মার মত ভরত মত, হনুমন্ত মত, এবং কল্লিনাথ মত, এই চারি মত স্বকৃত রাগবিবোধ গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। শব্দ-কল্পদ্রুমে লিখিত আছে অধুনা হনুমন্ত মত প্রচলিত। হনুমন্তকৃত গ্রন্থ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত ; প্রথম স্বরাধ্যায়, দ্বিতীয় রাগাধ্যায়, তৃতীয় তালাধ্যায়, চতুর্থ নৃত্যাধ্যায়, পঞ্চম ভাবাধ্যায়, ষষ্ঠ কোকাধ্যায়, সপ্তম হস্তাধ্যায়। এই গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হইয়াছে। পূর্ব্বে অসংখ্য সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে শুভঙ্করকৃত সঙ্গীত দামোদর, বীরনারায়ণ কৃত সঙ্গীত নির্ণয়, হরিভট্ট কৃত সঙ্গীতসার, সঙ্গীতার্ণব, সঙ্গীত রত্নাবলী, পুরুষোত্তম কৃত সঙ্গীত নারায়ণ, নারদপঞ্চমসারসংহিতা, শিহ্লন

কৃত রাগ সর্ব্বস্বসার, শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীতরত্না-কর, সিংহভূপালকৃত সঙ্গীত সুধাকর, হরিভট্টকৃত সঙ্গীতদর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণ কৃত সঙ্গীতসার, নারদ সংবাদ, নাদপুরাণ, রত্নমালা, সঙ্গীত কৌস্তুভ, অন্ধুকভট্টকৃত তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর, গীতসিদ্ধান্ত ভাস্কর, বিশ্ববসুকৃত ধ্বনিমঞ্জরী, রাগার্ণব, প্রভৃতি বহু অনু-সন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন খানি সম্পূর্ণ এবং কোন খানি বা খণ্ডিত। ইহার অধি-কাংশ টীকাবিহীন এবং কোন কোন গ্রন্থ মুর্খ লিপিকর-দিগের দোষে এতাদৃশ কদর্য্য ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে দন্তস্ফুট হওয়াও কঠিন, সুতরাং সে গুলি এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক; কোন কোন গ্রন্থ রাগ রাগিণীর রূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ, অন্য সার কথা কিছুই নাই, এবং কোন খানি বা অলঙ্কার গ্রন্থের ছায়া মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীতদামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিয়া-ছিলাম যে ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুহ্য কথা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু গ্রন্থ পাঠে এককালে হতাশ হই-লাম। এখানি এক প্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। শুভঙ্কর ইহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

ভাবো হাবানুভাবৌ গতিসময় দশা স্থান দূতী বিভাবাঃ।
স্ত্রী পুংসৌ নাদগীত স্বরগমকগণা মূর্চ্ছনাবর্গতালাঃ।
গ্রামো রাগাঙ্গ্রিতাল শ্রুতি সচিবকলা বাদ্য মাত্রাঙ্গহারা।
নৃত্যন্ নির্দ্দোষ গানানভিনয় রসাঃ কৃষ্ণলীলা বহন্তু॥

এ দিকে আড়ম্বর অনেক কিন্তু কাজে কিছুই করেন নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির সমকালজন্মা ভরতমুনির পূর্ব্বে সংগীত ছিল বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়ন প্রথা বা উপদেশ কৌশল ছিল না—ইহাও প্রমাণ করা যায়। ভরতের সময় হইতেই সংগীতের গ্রন্থাদি প্রচার ও উপদেশ কৌশল আরম্ভ হয়। ক্রমে সংগীতাচার্য্য অনেক হইলেন, তন্নিবন্ধন অনেক মতভেদও উপস্থিত হইল। ফল; মতভেদের সূত্রপাত ঐ ভরতের সময়েই হইয়াছিল। আর্ষকাল অতীত হইলে, আচার্য্যকালেও অনেক গ্রন্থ, অনেক মত, অনেক রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, অতঃপরেই অর্ব্বাগ্ আচার্য্য—এই কালেও অনেক গ্রন্থ অনেক মত জন্মে। এই অর্ব্বাগাচার্য্য কালের অবসান সময়েই সংগীতদর্পণের জন্ম।

পূর্ব্বের লিখিত সংগীতগ্রন্থের মধ্যে সংগীতদর্পণ অতি প্রাঞ্জল এবং এখানি সঙ্গীতাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে অতি যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা

অন্যান্য সঙ্গীতগ্রন্থ বর্ত্তমান সত্ত্বেও ইহা হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ মহেশ্বরৌ।
সংগীত শাস্ত্র সংক্ষেপঃ সারতোঽয়ং ময়োচ্যতে ॥
ভরতাদি মতং সর্ব্বমালোড্যাতিপ্রযত্নতঃ।
শ্রীমদ্দামোদরাখ্যেণ সজ্জমানন্দ হেতুনা।
প্রচরদ্রূপ সংগীত সারোদ্ধারোঽভিধীয়তে।
গীতং________________________

সংগীতদর্পণের এই প্রতিজ্ঞাংশ পাঠে জানা যায় ইহার প্রণয়নকর্ত্তা দামোদর ; দামোদরের দ্বারা কোন অভিনব সংগীতের উদয় হয় নাই, গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য কেবল সাধারণের অগোচর সংগীতের সাধারণতঃ শিক্ষা দেওয়া মাত্র।

গীত শব্দে যেমন 'গান' বুঝায়, সংগীত শব্দে আবার অন্য প্রকার বুঝায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই ত্রিতয়কে লক্ষ্য করিয়া সংগীত শব্দটি প্রযুক্ত হয়। যথা—

গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।

এই সংগীত আবার দুই প্রকার। মার্গ সঙ্গীত ও দেশী সংগীত। যথা—

মার্গদেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম্।

এই স্থলের মর্ম্ম কি? বুঝি না। কোন্ রীতিতে ঐ দুই প্রকার ভাগ নিষ্পত্তি হইল, তাহাও বুঝি না।

বর্ত্তমান যে কিছু সঙ্গীত ব্যবহার প্রচার আছে, তাঁহা সব দেশী, তবে আবার "মার্গ সঙ্গীত" কোথায় পাইব? কি দিয়াই বা বুঝিব?

বর্ত্তমান সঙ্গীতাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন "দেবলোকে যাহা গীত হইত, তাহাই মার্গ সঙ্গীত"—এ উপদেশে আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না। অনুসন্ধান করিয়া স্বরূপ বিজ্ঞান লাভেও সমর্থ হই না। তবে,

> দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেনচ (৪)
> মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং।
> ততোদেশস্থয়া রীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জকং।
> দেশে দেশেতু সংগীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।

দর্পণকারের এই মার্গদেশীর লক্ষণ ব্যঞ্জক শ্লোক এবং "মার্গ" এই নাম—এতদুভয় অনুসারে এই প্রতীতি হয় যে, প্রথম প্রচারিত গীতি অর্থাৎ যৎকালে গীত সকল কোন রীতির অনুগত হয় নাই, কেবল ৭টী স্বর মাত্র অবলম্বন করিয়া গান হইত, আর তাল (কাল পরিচ্ছেদক আঘাত) মাত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই মার্গ সঙ্গীত বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। "মার্গ" এই শব্দের সাধারণ অর্থ পথ। যে সঙ্গীত প্রাথমিক—প্রথম স্বরূপ অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া অনন্তর জাত

লোকেরা নানাদেশে নানা রীতিতে নানা প্রকারে বিস্তৃত করিয়া সঙ্গীতকে উন্নত করিয়াছে—ঐ অবলম্বিত বস্তুই মার্গ। ফল, মার্গসঙ্গীত যাহাই হউক, তাহা লইয়া অধিক প্রয়াস প্রকাশ করা অনর্থক। যাহা দেশী তাহারই সাঙ্গোপাঙ্গ বস্তু আমাদের জ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য।

উপরোক্ত শ্লোকের অক্ষরার্থ এই যে,—"দ্রুহিণ মুনি মহাদেবের নিকট যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ভরত-মুনি যাহা প্রয়োগ অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে বিস্তৃত ও বিভূষিত করিয়াছেন, সেই মুক্তিপ্রদ সঙ্গীত মার্গ নামে অভিহিত হইল, অনন্তর, দেশ বিশেষের রীত্যনুযায়ী পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া লোকের চিত্তরঞ্জক হইয় দেশে দেশে গীত হইয়াছে—এই নিমিত্ত ইহাকে দেশী নামে উল্লেখ করা হয়।" অপিচ, গীতসিদ্ধান্তভাস্কর নামক গ্রন্থেও অবিকল এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

> অযুতানিচ ষট্ ত্রিংশৎ সহস্রাণি শতানিচ।
> স্বরাণাং তাল যোগেন জ্ঞাতবান্ মুনি সত্তমঃ।
> কোটয়ঃ পঞ্চ লক্ষাণি পঞ্চ তদ্বৎসহস্রকং।
> রাগিণ্যশ্চাথ রাগাশ্চ শিবকণ্ঠে বসন্ত্যমী।
> প্রথমং মার্গরূপেণ প্রাপ্তবন্তো মহর্ষয়ঃ।
> দ্রুহিণাদ্যাশ্চ তান্যেব————————

সঙ্গীতের সাধারণ শক্তি অনুরক্তি। যাহাতে অনুরক্তি জন্মে না, তাহা সঙ্গীত বলিয়া গণ্য হয় না যথা—

গীত বাদিত্র নৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে অনুরক্তি জন্মিবার ৭টী হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ শারীর ব্যাপার (১), অনন্তর নাদোৎপত্তি (২),তালাদি স্থান (৩),শ্রুতি (৪),শুদ্ধ (অবিকৃত) সপ্তস্বর (৫), বিকৃত দ্বাদশ স্বর (৬),বাদ্যাদি প্রভেদ চতুষ্টয় (৭) যথা—

শারীরং নাদ সম্ভূতিঃ স্থানাদি শ্রুতয় স্তথা।
ততঃ শুদ্ধাঃ স্বরাঃ সপ্ত বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী। (১)
বাদ্যাদি ভেদাশ্চত্বারো রাগোৎপাদন হেতবঃ।

এই সকল সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে অবশ্য জ্ঞাতব্য সাঙ্গীতিক বস্তু।

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সপ্ত স্বরে পশু ও পক্ষীর অনুকরণ করিতে হইবেক। ষড়্জে ময়ূরের ন্যায়, ঋষভে বৃষের ন্যায়, গান্ধারে অজের ন্যায়, মধ্যমে ক্রৌঞ্চ সদৃশ, পঞ্চমে বাসন্তীয় কোকিলের ন্যায়, ধৈবতে কুঞ্জর, এবং নিষাদে অশ্বের ন্যায়, স্বর অনুকরণ করা বিধেয়। যথা—

ষড়্জ রৌতি ময়ূরস্তু গাবোনর্দ্দন্তি চর্ষভং
অজো রৌতিতু গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ কণতি মধ্যমং॥
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলা রৌতি পঞ্চমং।
ধৈবতং কুঞ্জরো রৌতি নিষাদং হ্রেষতে হয়ঃ॥

এই সপ্তস্বর। এই স্বর শ্রুতিমূলক এবং ইহা হইতে

সপ্তস্বরের আদ্যাক্ষর স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ইহাতে স্বরালাপ হইয়া থাকে। যথা—

শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরা ষড়জর্ষভ গান্ধার মধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাপি নিষাদ ইতি সপ্ততে।
তেষাং সংসরিগম পধনিত্য পরামতা।

নাদ হইতে শ্রুতি, এবং শ্রুতি হইতে ষড়্জাদি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি। যদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা যায় তাহাকেই রাগ বলে যথা—

যস্য শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ
সর্ব্বায রঞ্জনাদ্ধেতো স্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ।

ঋষিগণ স্বর সাধন করিয়া নিরবয়বের নানারূপ প্রদান করিলেন, সে গুলি একটি একটি রাগ রাগিণী হইল। ইহাতে তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে; দার্শনিক ঋষিগণ পদার্থ স্থির করিয়া তাহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণ কেবল চিন্তার কৌশলে অবয়ব বিহীন স্বর লইয়া নানা রাগের মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের দার্শনিক আচার্য্যগণাপেক্ষাও ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ভরত এবং হনুমন্ত মতে ছয় রাগ, যথা ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘ। ইহার অন্তর্গত পাঁচটী করিয়া

রাগিণী প্রত্যেকের প্রণয়িনী। কল্লিনাথ এবং সোমেশ্বর মতে এই ছয় রাগ যথা—

শ্রীরাগো বসন্তস্য পঞ্চমো ভৈরব স্তথা।
মেঘ রাগস্তু বিজ্ঞেয়ো ষষ্ঠো নট নারায়ণঃ।

এই ছয় রাগের অন্তর্গত রাগিণ্যাদি যথা—

—গৌরী কোলাহলংধারী দ্রাবিড়ী মালব কোশিকা।
ষষ্ঠোস্যাদ্দেব গান্ধারী শ্রীরাগাচ বিনির্ম্মিতা।
আন্দোলী কৌশিকী চৈব তথাচ পট্টমঞ্জরী।
গুণকরী চৈব দেশাখ্যা রামকরীচ বসন্তজা॥
ত্রিগুণা স্তং ভতীর্থীচ আভেরী কুকুভাতথা।
বিয়বাড়ী তথা চেরী ষড়েতে পঞ্চমেমতাঃ।
ভৈরবী গুজ্জরা চৈব ভাষা বেলায়লী তথা।
কর্ণাটী রক্ত হংসাচ ষড়েতে ভৈরবে মতাঃ॥
বঙ্গুলা মধুরা চৈব কামোদা চোষ সাটিকা।
দেবগিরি চ দেবালা ষড়েতে মেঘ রাগজাঃ॥
ত্রোটকী মোটকী চৈব ডুবিনট্ট বিরাটিকা।
মল্লারী সৈন্ধবী চৈব এতা নট নারায়ণে॥

এই সকল রাগ, রাগিণী; ইহা হইতে নানাবিধ উপরাগ সৃষ্ট হইয়াছে। আদিমকাল কবিতার সময়, বেদে বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের রূপ কল্পিত হইয়া স্তোত্র রচিত হইল—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে হৃদয় আকর্ষিত হইল, সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণের আনন্দের সীমা রহিল

না:—কবিত্বের বিমল তরঙ্গে হৃদয় ভাবে গদ্‌গদ, তখন নানারাগ রাগিণীর রূপ কল্পিত হইতে লাগিল, কোন রাগ বা বীরবেশধারী কোন রাগিণী বা মনোহর লাবণ্যবতী। সঙ্গীত তরঙ্গে মেঘের রূপ বর্ণন—

মেঘ রাগ অতি বীর্য্যবন্ত শ্যাম অঙ্গ।
ব্রহ্মার মস্তকে জন্ম রূপেতে অনঙ্গ॥
জটা জূট জড়াইয়া উষ্ণীষ বন্ধন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥

তথাহি পটমঞ্জরীর ধ্যান—

—সখীকলাপৈঃ পরিহাসমানা
বিয়োগিনী কান্ত বিয়োগদেহা।
পীনস্তনী চৈব ধরা প্রসুপ্তা
শ্যামা সুকেশী পটমঞ্জরীয়ং।

এই সকল রাগিণ্যাদি গান করিবার সময় নিরূপিত আছে এবং কোন রাগ আনন্দোৎসবে, বা কোন রাগ শোক সময়ে কোন রাগ বা বীরোৎসবে, গান করা বিধেয়। এসকল বিষয় কল্পনাসম্ভূত। রাগ ত্রিবিধ ওড়ব, খাড়ব, সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ওড়ব রাগ পাচঁ, খাড়বে ছয়, এবং সম্পূর্ণ রাগে সপ্তসুর লাগে। হিন্দোল, মালকোষ প্রভৃতি ওড়ব; মেঘ, পুরিয়া, প্রভৃতি খাড়ব; ভৈরব, শ্রী,

পঞ্চম, প্রভৃতি সম্পূর্ণ রাগ। এই রাগ পুনরায় শুদ্ধ, সালঙ্ক, এবং সঙ্কীর্ণ এই তিন শ্রেণীভুক্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে কোন রাগের ছায়া লাগে না, যথা কানাড়া, মল্লারী প্রভৃতি; সালঙ্ক যাহাতে কোন রাগের আভা লাগে, যথা ললিত, ধনাশ্রী প্রভৃতি; সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ দুই, তিন, বা তাহা হইতেও অধিক রাগে নির্ম্মিত, ইহাকে মিশ্র রাগ কহে, যথা—মঙ্গল, বিহঙ্গ বিহাগ, প্রভৃতি। রাগ রাগিণী অসংখ্য। তাহা একজন গায়কের জানিবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় পূর্ণিমায় রাস লীলার সময় ষোড়শ সহস্র রাগের উৎপত্তি হয়। আর্যকালেও অনেক সঙ্কীর্ণ রাগের সৃষ্টি হয়। ভরত মুনি রাজহংস, হনুমন্ত মঙ্গলাষ্টক নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করেন, এমন কি স্বয়ং মহাদেব শঙ্কর বিজয়, এবং মহাবীর কর্ণ মধু মিথুন নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন কলহংস, গান্ধারী, গোপীকামোদী, জয়াবতী, মনোহর, প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক সংকীর্ণ রাগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাগ রাগিণীর সৃষ্টির পরে ঋষিগণ তাল ও লয় যুক্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্ব কালের রাসক, বীর শৃঙ্গার, চতুরঙ্গ, সরভ লীল, সূর্য্যপ্রকাশ, তৌর্য্যত্রিকাদি,

চন্দ্রকপ্রকাশ, রণরঙ্গ, নন্দন, নবরত্নপ্রবন্ধ প্রভৃতি কয়েক বিধ সঙ্গীত প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কতিপয় তাল যথা—

অতোপি কথিতাঃসন্তি দেশীতালা বিশেষতঃ
প্রসিদ্ধ লক্ষমার্গেষু কথ্যন্তে তেন বিস্তরাৎ।

চিত্র তাল (১) কন্দুকশ্চ (২) ইড়বান্ (৩) সন্নিপাতক্রঃ (৪)। ব্রহ্মতাল (৫) শ্চতুস্তালঃ (৬) কুম্ভতাল (৭) স্তথৈবচ। লক্ষ্মীতাল (৮) শ্চার্জুনশ্চ (৯) কুম্ভ নাভি (১০) রতঃপরং। সন্নিশ্চাপি (১১) মহাসন্নি (১২) র্যতিশেখর (১৩) সংজ্ঞকং। কল্যাণ (১৪) পঞ্চ ঘাতৌচ (১৫) চন্দ্র তালো (১৬) দ্রুতা-লিকা (১৭)। জগতো (১৮) মল্লক শৈচব (১৯) কতালী (২০) পরিকীর্ত্তিতা ইত্যাদি। তাললয় স্বর সংযোগে সঙ্গীত শুনিতে অতীব মধুর, সুতরাং ইহা ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইল। এই সঙ্গেই নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সৃষ্টি।

সচরাচর বাদ্য চারিজাতি। তত (১), সুষির (২) অবনদ্ধ (৩), ঘন (৪)। তন্মধ্যে—তন্ত্রী অর্থাৎ তার ঘটিত বাদ্য প্রথম জাতি (বীণা প্রভৃতি)। বংশ বা তৎসদৃশ কোন অন্তশ্ছিদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র বাদ্য দ্বিতীয় জাতি। চর্ম্মাবনদ্ধ যন্ত্র বাদ্য (ঢাক, ঢোল, পাকওয়াজ প্রভৃতি) তৃতীয়। চতুর্থ—কাংস্য বা অন্য কোন লৌহময়

যন্ত্রবাদ্য। যথা—ঘণ্টা, নূপুর, মন্দিরা, করতাল, ইত্যাদি।*

তত জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বীণা অতি উৎকৃষ্ট এবং পুরাকালের অতি প্রসিদ্ধ। বীণাও আবার দুই প্রকার; স্বরবীণা ও শ্রুতিবীণা। †

একতন্ত্রী (একতারা) স্বর মণ্ডল (সারঙ্গ) আলাপিনী (আঘাটী নামে পশ্চিমে প্রসিদ্ধ), কিন্নরী, ইহা দুই প্রকার—লম্বী ও বৃহতী। বৃহৎ কিন্নরী তিন তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত হয়। পিনাক [ইহাও এক তুম্ব ঘটিত—অশ্ব-পুচ্ছ লোমের ধনুকাকার যষ্টি দ্বারা বাদিত হয়] ইত্যাদি নানা প্রকার বীণা জাতীয় বাদ্য আছে। তন্মধ্যে এক তন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, সপ্ততন্ত্রী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ‡

---

* চতুর্ব্বিধং তৎকথিতং ততং সুষির মেবচ। অবনদ্ধং ঘনঞ্চেতি ততং তন্ত্রী গতং ভবেৎ। বীণাদি সুষীরং বংশ কাহলাদি প্রকীর্ত্তিতং। চর্ম্মাবনদ্ধ বদনং বাদ্যতে পটহাদিকম্। অবনদ্ধঞ্চ তৎপ্রোক্তং কাংস্য তালাদিকং ঘনম্।—সঙ্গীত দর্পণ।

† বীণাতু দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্রুতিস্বর বিশেষণাৎ শ্রুতি বীণা পুরা প্রোক্তা—সঙ্গীত দর্পণ।

‡ "একতন্ত্রী ত্রিতন্ত্র্যাদ্যা—" "আলাপনী কিন্নরীচ পিণাকী সংজ্ঞকাপরা। তন্ত্রীভিঃ সপ্তভিঃ ক্বাপি দৃশ্যতে পরিবাদিনী।" —"এষৈব কীর্ত্যতে লোকে স্বরমণ্ডল সংজ্ঞয়া" "—আলাপিন্যেক তুম্বীস্যাৎ—" "আঘাটী সংজ্ঞয়া লোকে আলাপিন্যেব কীর্ত্যতে—" "কিন্নরী দ্বিবিধা প্রোক্তা লম্বীচ বৃহতীচ সা—"।

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শততন্ত্র-সংযুক্ত বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বীণার নির্ম্মাণ বিষয়ে অঙ্গুলি, অঙ্গুলি স্থান প্রমাণ, দণ্ড, তন্ত্র, তুম্বী পরিমাণ, তুম্বীর অভ্যন্তরাবকাশ ধারণ, হস্ত ব্যাপার প্রভৃতি সকলই বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ কার্য্যকুশলী ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। *

বীণা মাত্রেই দুইটী তুম্ব দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কেবল কিন্নরী বীণার তিন তুম্বী। ঐ তুম্বীত্রয় তির্য্যক্ ভাবে যোজিত হয়। †

লৌহ অথবা কাংস্য দ্বারা নির্ম্মিত সারিকা (পর্দা) সকল কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত করিয়া বীণাদণ্ডের পৃষ্ঠ-ভাগে যোজিত হইয়া থাকে। সারিকা যোজনা সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ স্বর অনুসারে চতুর্দ্দশ সংখ্যক, ক্রমে স্বর স্থানে হইয়া থাকে, পরন্তু স্বর গ্রামের

---

* অঙ্গুল্যাদি প্রমাণন্তু বীণা দণ্ডাদি বাদনং [নির্ম্মিতং] তন্ত্রী ককুভ তুম্ব্যাদি লক্ষণং ধারণং তথা। তদ্বদন্যেচ ব্যাপারা বাম দক্ষিণ হস্তয়োঃ—ইত্যাদি।—সঙ্গীত দর্পণ।

† তুম্বানাং ত্রিতয়ঞ্চাত্র তীর্য্যক্ যোজ্যং। [ঐ]

আধিক্য ইচ্ছা থাকিলে ২১ সংখ্যা করিতে হয়, ততোধিক অনাবশ্যক। *

বীণাদণ্ড, রক্ত চন্দন কাষ্ঠে উত্তম হয়, নচেৎ লঘু—কঠিন এমন কোন কাষ্ঠেও নির্ব্বাহ হইতে পারে। †

সুষীর জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বংশীই উত্তম। বংশী নির্ম্মাণের উপাদান নানাবিধ। বেণু (বাঁশ), খদির কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ, লৌহ, কাংস্য, রৌপ্য, কাঞ্চন প্রভৃতি উত্তম উপাদান। ‡

বংশী যে কোন উপাদানে নির্ম্মিত হউক না কেন, সকল বংশী বর্ত্তুল (গোল) সরল (সোজা), গ্রন্থি-ভেদ, এবং ছিদ্রহীন হওয়া আবশ্যক। §

তাদৃশ বংশদণ্ডের শিরঃস্থানে ৩ বা ৪ অঙ্গুলি স্থান ত্যাগ করিয়া একটি রন্ধ্র করিতে হয়—[একটি ফুৎকার রন্ধ্র—ইহা এক অঙ্গুলি অগ্রভাগ পরিমিত] অনন্তর অঙ্গুলির দ্বারা চাপা যাইতে পারে এরূপ

* লৌহ কাংসময়া যদ্বা কর্ত্তব্যা সারিকাথায়া।——দণ্ড পৃষ্ঠে চতুর্দ্দশ। চতুর্দ্দশ স্বর স্থানে সারিকাস্তা নিবেশয়েৎ—সঙ্গীত দর্পণ।

† রক্ত চন্দনজান্ সর্ব্বান্ বীণা দণ্ডান্ পরে জগুঃ——লঘু কাঠিন্য যুক্তেন—সঙ্গীত দর্পণ।

‡—বৈনবোদণ্ডঃ খাদিরশ্চন্দনোঽথবা। আয়াসঃ কাংস্যজো রৌপ্যঃ কাঞ্চনোপ্যথবা ভবেৎ। [ঐ]

§ বর্ত্তুলঃ সরলঃ শ্লক্ষ্ণো গ্রন্থিভেদ ব্রণাঙ্কিতঃ। [ঐ]।

করিয়া অর্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর অন্য সপ্ত রন্ধ্র করিতে হয়। তদ্দ্বারা স্বর সকলের রূপ প্রকাশ পায়। [স্বর বিন্যাস প্রকার শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়।] *

বংশী, সাধারণতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। পরন্তু ১৮, পর, ১৪ অঙ্গুল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।† তাম্রাদি ধাতুতে কাহল নামক বংশী উত্তম হয়। কাহলের অবয়ব ধুস্তূর কুসুমের ন্যায়। বোধ হয় ইহাই শানাই বা টোটা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বংশীর আকার প্রকার গঠন প্রণালী নানাপ্রকার। পরন্তু আকার প্রকার গঠন ও শব্দাদির তারতম্য নিবন্ধন নামেরও তারতম্য অর্থাৎ নানাবিধ নাম।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। সোমেশ্বর কৃত রাগবিবোধ মধ্যে স্বরলিপির প্রণালী পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। আর্ষকালে এবং অর্ব্বাগাচার্য্যদিগের সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে সমালোচিত হইল। এ

* ত্যক্ত্বাত্রিচতুরঙ্গুলানি শিরঃন্দলাৎ। ত্যক্ত্বা ফুৎকার বন্ধ্রন্তু কাষ্ঠ মঙ্গুল সম্মিতং। অর্দ্ধাঙ্গুলান্তর রাণিস্থ্য রন্ধ্রান্যান্যানি সপ্তচ তেষুচ স্বর বিন্যাস প্রকারো বাদনস্যচ। ভেদাশ্চ সর্ব্বমেবৈতৎ বিজ্ঞেয়ং গ্রন্থ লোকতঃ ;—সঙ্গীত দর্পণ।

† অষ্টাদশাঙ্গুলো।......একৈকাঙ্গুলি বর্দ্ধিত। বংশীশ্চতুর্দ্দশান্তস্য —সঙ্গীত দর্পণ।

প্রবন্ধে নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না; তৎসম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে।

মুসলমানেরা হিন্দুদিগের যেরূপ অন্যান্য কীর্ত্তি-কলাপ ধ্বংস করিয়াছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে সেমত দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই; এমন কি ইহাঁরা যদি সংগীতের চর্চ্চা না রাখিতেন তাহা হইলে একালের মধ্যে সংগীতবিদ্যা একবারে লোপ হইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা যে সংগীতের আলোচনা করেন তাহা এক প্রকার সাধারণ সংগীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আর্য্যদিগের সংগীত শিক্ষা করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছেন। মৃজাজান "তোফতুলহেন্দ" নামক একখানি বিবিধ বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইহার মধ্যে এক পরিচ্ছেদে হনুমন্ত সঙ্গীতের জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে; তাহার সুরাধ্যায়ে সুর, শ্রুতি, মূর্চ্ছনার বিষয়, রাগাধ্যায়ে রাগ রাগিণী বর্ণন, তালাধ্যায়ে তাল, লয়ের প্রকরণাদি। এই গ্রন্থ যবন গায়কেরা অত্যন্ত মান্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠান নৃপতি গায়েশউদ্দীন বালবীনের রাজ্যকালে পারস্য-দেশীয় কবি আমীর খসরু সঙ্গীতবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন। আমীর খসরুর সহিত গোপাল

নায়কের সঙ্গীত বিষয়ের বিতণ্ডা হয়, ইহাতে বাদসাহের বিচারে উভয়েই সমতুল্য স্থির হইয়াছিল। আমীর খসরু কচ্ছপবীণা বা সেতারের সৃষ্টি করেন। ইহাভিন্ন ইহাঁদ্বারা কতিপয় রাগের সৃষ্টি হয়। ইনি পারস্য রাগের সহিত সংস্কৃত রাগ মিশ্রিত করিয়া ইমন কল্যাণ, পারস্য এরাক রাগের সহ তোড়ী মিশ্রিত করিয়া মোহিয়র, ইহা ভিন্ন সাজগিরি, সেফর্দ্দা প্রভৃতি, পারস্য রাগযোগে সৃষ্টি করেন। এ সময় গোপাল নায়ক কর্ত্তৃক ও কতিপয় রাগ সৃষ্টি হয়। আকবর বাদসাহের সময় সঙ্গীত বিদ্যার যাহার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল।

আবুল ফজলকৃত "আইন আকবরীতে" লিখিত আছে তিনি গায়কগণকে গোয়ালিয়র, মসাড, টব্রিশ, কাশ্মীর, এবং ট্রানসকৃসিয়ানা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের গায়কগণ তথাকার শাসনকর্ত্তা জৈনলউদ্দীন ইরাণী এবং তুরাণী যে সকল গায়ক স্ব অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়র বহুকাল হইতে সঙ্গীতের আকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা মান তুনায়র তথাকার সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রাজসভায় বিখ্যাত নায়ক বক্সু উপস্থিত ছিলেন। আমরা ব্লকম্যান সাহেব দ্বারা অনুবাদিত আইন

আকৃবরী হইতে আকৃবরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ গায়ক গণের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

গোয়ালিয়র নিবাসী মিঞা তানসেন গায়কমণ্ডলীর শিরোরত্ন স্বরূপ। ইনি হরিদাস স্বামীর ছাত্র। তানসেনের ন্যায় অদ্বিতীয় গায়ক ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। রামচাঁদ ইহার সঙ্গীতে মোহিত হইয়া এক কোটী মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম সুর বহু অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াও তাঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। তানসেনের এক পুত্রের নাম তান তরঙ্গ। "পাদসানামাতে" তাহার বিলাস নামক অপর পুত্রের উল্লেখ আছে। ইহাঁরা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন।

বাবা রামদাস গোয়ালিয়র নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক ইনি প্রায় তানসেনের সমকক্ষ। বাদাওনি কহেন ইনি ইস্‌লামসার রাজসভা হইতে লক্ষ্ণৌতে বৈরাম খাঁর নিকট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর কোষাগার অর্থশূন্য সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাকে একবার লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা সুরদাস ইহাঁর পুত্র, তাঁহারা উভয়েই আকৃবরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সোভন খাঁ, সৃগ্যন খাঁ, মিয়ান চাঁদ, বিকিতর খাঁ, মহম্মদ খাঁ, রাজ বাহাদুর, বীর মণ্ডল খাঁ, চাঁদ খাঁ, প্রভৃতি আকবরের প্রসিদ্ধ পার্ষদ। ইহাঁরা সকলেই সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী।

“তোজুক,” এবং “ইক্‌বাল নামায়” লিখিত আছে জাহাঙ্গীর বাদসাহের ছত্তর খাঁ, পারউইজদাদ, খরামদাদ, মক্কু এবং হামজা নামক কতিপয় সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। সাজাহানের রাজসভায় জগন্নাথ নামক হিন্দু গায়ক “কবরাই” খ্যাত হয়েন এবং দিরাং খাঁ ও লাল খাঁ, “গুণ সমুদ্র” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা বাদসাহ জগন্নাথ ও দিরাং খাঁকে তুলাদণ্ডে রজত মুদ্রাসহ পরিমাণ করিয়া উভয়কেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা ধ্রুপদ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, চতুরঙ্গ, খেয়াল টপ্পা গান করিতেন এবং সে সময় চৌতাল, ধামার তেওরা, ঝাঁপতাল, রূপক, সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্র-তাল, ব্রহ্মযোগ, লক্ষ্মীতাল, দোবাহার, সাত্তিতাল রাসতাল, খামসাতাল, বীরপঞ্চ, মোহনতাল, ঢিমা-তেতালা, পটতাল, মধ্যমান, একতালা, আড়া, ত্রেহট সওয়ারী, প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সংগীত সকল গওর-হার, নওহার, খাণ্ডার, ডাগর, এই চারি বাণীতে গেয়।

মুসলমানেরা কতিপয় সুমধুর যন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাঁরা রুদ্র বীণার পরিবর্ত্তে রবাব, সরস্বতী বীণার পরিবর্ত্তে শরদ, ইহা ভিন্ন সুর বাহার, সারঙ্গ সপ্তস্বরা, কানুন প্রভৃতি সুমধুর যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। মুসলমানেরা সংগীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তৌর্য্যত্রিক আমোদ পৃথিবীর সার স্থির করিলেন। নৃপতিগণের রাজকার্য্য বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল এবং ক্রমেই বিদেশীয় শক্রগণ নগরতোরণ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, কিছুতেই তানভঙ্গ হইল না এবং বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরহস্তগত হইল। হিন্দুনৃপতিগণ যবনদিগের বহুদিবসাবধি নির্যাতন সহ্য করিয়া, স্বাধীন হইবার মানসে সকল বিদ্যা পরিত্যাগ করত যুদ্ধবিদ্যা সর্ব্বাদরণীয় বোধ করিলেন। এ সময় সঙ্গীত, সাহিত্য কিছুরই আদর রহিল না। সকলেই বীররসে উন্মত্ত, কে সঙ্গীত শুনিবে এবং কেই বা কাব্য পড়িবে। যাঁহারা সে সময় কাব্য ও সংগীতের আদর করিতেন, তাঁহারা কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং সংগীতের আদর ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। যাঁহারা সংগীতব্যবসায়ী তাঁহারা অল্প শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ্" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহার পরে

ইংরাজদিগের রাজ্য—বঙ্গদেশে সমাজের বিপ্লব উপস্থিত। এ সময় কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি নানাপ্রকার গান প্রচলিত হওয়াতে বিশুদ্ধ সংগীত প্রণালী ক্রমেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিল। অধিকাংশ লোক অর্দ্ধ শিক্ষিত, সমাজ নানা কুসংস্কারে আবৃত, কাজেই কুরীতি সুরীতি হইয়া উঠিল; কালাবাতি গান লোকের ভাল লাগিল না, "কবির" আদর বৃদ্ধি হইল। ইহার পরে ইংরাজীবিদ্যা উত্তমরূপ অধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গালিগণ সুসভ্য হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাঁহাদিগের নিতান্ত ঘৃণাকর বোধ হইল। এখন সংগীত নিতান্ত প্রভাহীন এবং অসহায়। যাঁহারা সংগীত আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহারা বিদ্যাহীন মূর্খ, এবং অহরহ মাদক সেবনে অনুরক্ত, ইহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ!" এ সকল লোককে সাধারণে "আতাই" কহে, এই শ্রেণী সংগীতের পরম শত্রু। বঙ্গদেশেই "আতাই" অধিক, এ জন্য এখানকার সঙ্গীত ক্রমেই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। নায়কদিগের সংগীতে পশু পক্ষীও বিমোহিত হইত, ইহাঁদিগের গানে বানরেও হাস্য করে! একালে সংগীতের অবস্থা অতীব শোচনীয়,—চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজী

ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "নেটিভ মিউসিক্" বলিয়া সংগীতের আদর করিলেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজগণ যাঁহারা আর্য্যদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত, তাঁহারা আমাদিগের সংগীতের নিন্দা করা দূরে থাকুক, ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে ক্লার্ক সাহেবের কথা স্বতন্ত্র, তিনি ভারতবর্ষের কিছুই জানেন না; নাবিকদিগের "শারিগান" শুনিয়া প্রকৃত সংগীত মনে করেন, তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ সংগীতের প্রশংসা প্রত্যাশা করা বৃথা। ইহাতে আমাদিগের ইয়ুরোপীয় সংগীতের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। ইয়ুরোপীয় সংগীতের সুস্বরানুক্রমতা এবং স্বরৈকতা প্রশংসনীয়, তথাপি তাহার আমাদিগের মূর্চ্ছনা, কম্পনাদিযুক্ত সংগীতের সহিত তুলনা হয় না। ইয়ুরোপীয়গণ Harmony অর্থাৎ স্বরৈকতার ঔৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত, তাঁহাদিগের সংগীতে ইহা ভিন্ন আর কিছুই মধুর নহে। আমাদিগের উদারা, মুদারা, তারা, সপ্তকের ন্যায় ইয়ুরোপীয়গণের Bass, Tenor, Soprano তিন সপ্তক এবং আমাদিগের সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, ন্যায় তাঁহাদিগেরও ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি, সপ্তস্বর আছে। কিন্তু সুরসাধনপ্রণালী আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। আমরা * ইতালীয়

অপেরায়” বিবিধযন্ত্র সহযোগে মধুরকণ্ঠ সিগনোরা বোসেসিও এবং রিবলূডীর সংগীত, তথা প্রোফেশর হেলর এবং জনসনের পিয়ানোবাদন শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য পুলকিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কিয়ৎকালের জন্য মাত্র, অবশেষে তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই না থাকায় বরং বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। আমাদিগের সংগীত সেরূপ নহে, একটি রাগিণী অনেকক্ষণ শুনা হইল তাহার পরেই আর এক একটি সময়োচিত নূতন নূতন রাগ গান হওয়াতে শ্রোতার ক্রমেই হর্ষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ কথায় যদি কেহ বলেন আমাদিগেরও অধিকাংশ রাগ, রাগিণী প্রায় একপ্রকার, কানাড়ার পরে বাগিশ্রী, মুলতানের পরে ভীমপলাশ, সোহিনীর পর পরজ, ভৈরবের পর রামকেলী ইত্যাদি প্রায় একপ্রকার বোধ হয়; এমন কি কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নই বোধ হয় না। যাঁহারা সংগীত শাস্ত্রে অজ্ঞ, তাঁহারা এ কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সংগীত কিছু বুঝেন তাঁহারাও উল্লিখিত রাগিণীনিচয়ের পরস্পরের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। আমাদিগের সংগীতবিদ্যা বড় কঠিন। না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব না। এই সংগীতে সপ্তসুর,

তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি তাহাতে নানাবিধ রাগ রাগিণী সহ, তাললয় স্বর-সংযোগে গান করিলে, মনোমধ্যে অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়।

আর্য্যজাতীয় সংগীতবিদ্যা ক্রমে বঙ্গদেশে শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া সহৃদয় মাত্রেই দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ পুনরায় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। ইহার আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে সংগীত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, একখানি মাসিকপত্র কেবল সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, এতদ্ব্যতীত সংগীত শিক্ষো-পযোগী কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত সংগীতসার প্রথম গ্রন্থ, ইঁহার পূর্ব্বে বহুকাল হইল পদ্যে মৃত কবি রাধামোহন সেন "সংগীত তরঙ্গ" প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ও পারস্য গ্রন্থ হইতে সংগীত সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির কবিতাগুলিও সুমধুর এবং অনেকগুলি সদ্ভাবপূর্ণ গীতও আছে, কিন্তু উহা সংগীত শিক্ষার উপযোগী হয় নাই। "সংগীতসার" অভিনব প্রণালীতে সঙ্কলিত,

প্রথমে সংগীত সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য বিবরণ, তৎপরে নানা রাগ রাগিণীর স্বরলিপি, তাহাতে তিন সপ্তকের মধ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া এক একটী রাগিণীর সারি-গম লিখিত আছে। ইহাতে সহজে কণ্ঠে ও যন্ত্রে রাগাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার জন্য গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবেক। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে রাগালাপের একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করি, তাহা প্রকাশ হইলে সকলেই সাদরে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামক সেতারশিক্ষার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহাতে সেতার শিক্ষার বহুবিধ প্রণালীর স্বরলিপি আছে। সংগীতপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেতারশিক্ষা" একখানি অভিনব গ্রন্থ। এখানি ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে সঙ্কলিত। স্বরলিপির "গৎ" সমূহ, হার্ম্মোনিয়ম ও "পিয়ানো" যন্ত্রে অতি সহজে বাজাইতে পারা যায়। কৃষ্ণধন বাবু ইয়ুরোপীয় সংগীত যে উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই গ্রন্থের তালাধ্যায় অতি বিশদ হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজে প্রচলিত তালগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত সংগীতরত্নাকর নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানিও সংগীত শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ।

আজি কালি কলিকাতায় ঐকতান বাদনের অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ সংগীতবিদ্যার কোন উন্নতি হইতেছে না, তবে অল্প-ক্ষণ সিন্ধু, কাফী, খাম্বাজ ও মিশ্র সামান্য রাগিণীর "গান ভাঙ্গা গৎ" অর্থাৎ কোন প্রচলিত গানের সুরে "গৎ" নানা যন্ত্র সহযোগে শুনিতে ভাল লাগে মাত্র।

প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার নাট্যামোদী মহোদয়গণ কর্তৃক সংগীত পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তৎপরে কিয়ৎকালের মধ্যে কয়েকটী তাহার শাখা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম। এই সংবাদে সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের ন্যায় সুখী হইবেন। এ সময় সংগীতের উন্নতি করিতে যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু কেহ কেহ সাময়িক পত্রে সংগীত শাস্ত্রের তর্ক করিবার ভাণ করিয়া কোন সম্প্রদায় বা কোন মান্য ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত

পরিতাপিত হইতেছি। এতাদৃশ ব্যবহার কথনই প্রশংসনীয় নহে, এ উদ্যমের সময়—প্রকৃত বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়া পরে বান্ধবগণের অনুরোধে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ প্রস্তাব মধ্যে সেনবংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় স্থির করায়, গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু" মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় এবং রহস্যসন্দর্ভে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন; তাহা পাঠ করিলেই সেন রাজাদিগকে বৈদ্য বোধ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। উমাপতি ধর * কৃত কবিতা মধ্যে সেন বংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বর্ণন করা হইয়াছে, যথা সামন্ত সেন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "তস্মিন্ সেনাণ্বায়ে প্রতি সুভটশ তোত্সাদন ব্রহ্মবাদীসব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ানামজনিকুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ।" এরূপ অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না। পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু মহাশয় রাজেন্দ্রবাবুর লিখিত প্রবন্ধদ্বয় পাঠে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।

তাং ২২ কার্ত্তিক। }
১২৭৯ সাল। } শ্রীরামদাস সেন।

---

* ইনি লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন যথা—
গোবর্দ্ধনশ্চ শরণোজয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥

মধ্যস্থ হইতে উদ্ধৃত।

১৮ই জৈষ্ঠ ১২৮০ সাল।

বররুচি।

আমি মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে বররুচি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম "আর্য্য প্রবর" পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ যতই উত্তমরূপ সামঞ্জস্য করিয়া সমালোচিত হয় ততই মঙ্গল; কিন্তু প্রস্তাবলেখক যে যে বিষয়ে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। বররুচি সম্বন্ধে উইলসন, হল, মূলার, কাউয়েল এবং গোল্ড‌ষ্টুকরের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছি, এজন্য যে যে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণগুলি আবশ্যক বোধ হইয়াছে তাহাই প্রস্তাবের প্রমাণোপযোগী বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নতুবা মূল গ্রন্থ হইতে বহুল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম। আমার নিকট মূল "বৃহৎ কথা" বা "কথা সরিৎসাগর" আছে, তাহা হইতে বররুচি চরিত কথা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে প্রস্তাবটী অনর্থক সুদীর্ঘ হইয়া উঠিত, কাজেই তৎপাঠে সকলে বিরক্ত হইতেন।

আমি আধুনিক অমরু, চোর এবং বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়া "কুটিল ইঙ্গিত বিন্যাস" করি নাই, কিন্তু আধুনিক অশ্লীল বঙ্গদেশীয় কবিগণ যাহারা আদিরসের প্রবর্ত্তক তাঁহাদিগকেই শ্লেষ করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং আমার

মতে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দররচয়িতা তাহার মধ্যে একজন। ইহা কখনই সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বররুচি প্রণীত নহে।

"বৃহৎ কথা" উপন্যাস গ্রন্থ, সুতরাং তাহার প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কাত্যায়ন বররুচি নামটী সোমদেব ভট্টের কল্পিত হইতে পারে না এবং হেমচন্দ্রও এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ভট্ট মোক্ষমুলারের দোষ কি? "বৃহৎকথা" নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে, উহা ১০৫৯ খৃঃ অঃ সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতিও বৃহৎকথার প্রমাণ যাহা প্রামাণিক বোধ করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছেন। কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা, ইহা প্রস্তাবলেখক কোন প্রমাণ না দিয়া কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি নহে কি প্রকারে খণ্ডন করিতে সাহসী হইলেন? প্রস্তাবলেখক কহেন "স্থল বিশেষে রাজতরঙ্গিণী যে বিশেষ মান্য গ্রন্থ, ইয়ুরোপীয় দূরদর্শিগণ ইহাকে সম্ভ্রমযোগ্য জ্ঞান করেন, উহা ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক, রামদাস বাবু তাহা করেন নাই, "ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত, তাহার মধ্যে বররুচির প্রসঙ্গ মাত্র নাই, সুতরাং তাহার নাম উল্লেখের আবশ্যক কি! ইহাতে বোধ হয় প্রস্তাবলেখক রাজতরঙ্গিণীর নাম মাত্র শুনিয়াছেন, পাঠ করেন নাই; সুতরাং "তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত জানা থাকিলে এরূপ হইত না।" "রাজতরঙ্গিণী" মান্য গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও অসম্ভব কথা আছে। রণাদিত্য ৩০০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তথাপি এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রমাণ সাদরে উদ্ধৃত করিয়া থাকি, কেন না ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই।

প্রস্তাবলেখক কহেন "কাত্যায়ন গোত্রীয় নাম" তাহাতে তাঁহার অপর নাম বররুচি হইবার বাধা কি? শাক্যসিংহের গৌতম গোত্রীয় নাম, তাহাতে তিনি গৌতম এবং শাক্য উভয় নামেই প্রসিদ্ধ।

আমি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্রপ্রণেতা কাত্যায়ন বা বররুচি এবং সুবন্ধুর মাতুল বররুচির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জনকপুরোহিত কাত্যায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষি। সরিপুত্র, কাত্যায়ন এবং মৌদ্গাল্যায়ণ বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য। এই কাত্যায়ন পালিভাষার ব্যাকরণকর্ত্তা। ইহাঁর উল্লেখ মহাবংশে আছে এবং ইহাঁকে পালিভাষায় বৌদ্ধেরা কচ্ছয়ণ বলে।

শ্রীরামদাস সেন।
বহরমপুর।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

২৬এ চৈত্র ১২৭৯।

গত ১৯এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মল্লিখিত শ্রীহর্ষাখ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আমি "বঙ্গদর্শনে" পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুসন্ধান ভ্রমশূন্য হইবে এরূপ সম্ভাবিত নহে। তবে আমার যদি কোন প্রস্তাবে ভ্রম থাকে, তাহা কৃতবিদ্য পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া দিলে অতীব আহ্লাদিত হইব; কিন্তু শ্রীহর্ষ বিষয়ে প্রস্তাবলেখক মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর।

সংস্কৃত গ্রন্থে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রামাণিক বোধে আমি সকল প্রস্তাবের প্রমাণোপযোগী বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছি। "ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত" একখানি সংস্কৃত পুরাবৃত্ত। তাহাতে শ্রীহর্ষের বিষয় যে টুকু পাইয়াছি তাহাই অবিকল প্রস্তাবের প্রারম্ভে লিখিয়াছি। আদিশূরের বিবরণ আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং তাঁহার কাল নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাই নাই। তজ্জন্য প্রস্তাবলেখক আমাকে কোন মতেই দোষী করিতে পারেন না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নামক পঞ্চ বিপ্রকে নৃপতি ৯৯৯ শকাব্দায় নির্ম্মিত ভবনে বাস করিতে দিয়াছিলেন। যথা—

"ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান প্রেষ্য বহুমান পুরঃসরং ভট্টনারায়ণদক্ষশ্রীহর্ষচ্ছান্দরবেদগর্ভ সংজ্ঞকান্ যজ্ঞোপকরণসামগ্রী সংভূতানানীয় নব নবত্যধিক নবশতী শকাব্দে প্রাগুপকল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস।"

আমি জৈনলেখক রাজ শেখরের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছি, তাঁহার মতে শ্রীহর্ষ জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি ১১৩৮ এবং ১১৯৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কাণ্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। জয়চন্দ্রের মাতা তূয়ার বংশীয়া এবং তিনি পৃথ্বী রাজের মাতার সহোদরা।

কবিচন্দ্র বর্দাই পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরার সভাসদ। তাঁহার "পৃথ্বীরাজ চৌহান রাসো" মধ্যে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে এই লিখিত আছে—

"নরংরুব পংচম্ম শ্রীহর্ষসারং।
নেলৈরায় কণ্ঠ দিনৈ মদ্ধহারং॥"

নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, কবিচন্দ্র, কুমার পাল, এবং হেমাচার্য্যের সমকালবর্ত্তী।

লেখক মহাশয় বলেন, যে বীরসিংহের বিষয় লিখি নাই। ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। কেননা শ্রীহর্ষের জীবন চরিত মধ্যে বীরসিংহের কিছুই উল্লেখ নাই; সুতরাং তাঁহার বিষয় লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হয়।

নৈষধকর্ত্তা ও রত্নাবলী নাটিকাপ্রণেতা শ্রীহর্ষের বিষয় যতদূর পারা গিয়াছে তাহা "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা যদি কেহ তাঁহাদিগের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারেন তবে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইব; নতুবা বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া প্রকাশ্য সম্বাদ পত্রের ছয় কলম "কিছুই ঠিক নাই" বলিয়া অসার প্রস্তাবে পরিপূর্ণ করাতে কিছু মাত্র লাভ নাই। তাঁহার নিরুৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রকৃত পুরাবৃত্তসন্ধায়িগণের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না; বরং তাহাতে তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

OPINIONS OF THE PRESS.

VARATHABARSAR PURABRITHA SAMALOCHANA, by Ramdas Sen.—This essay has been re-printed from the *Banga Darsana.* It displays research and is well written.—*Hindoo Patriot.*

KALIDASA in Bengali, by Ramdas Sen.—This is a critique on the works of Kalidasa, the prince of Sanskrit poets. It has been re-printed from the *Banga Darsana.* It is the first attempt at a complete criticism of Kalidasa's works in Bengali, and has been ably executed. The writer is an enlightened zemindar of the Moorshedabad District.—*Hindoo Patriot.*

IN his notices Baboo Ramdas professes his faith with all humility.. We find him inclined to be guided by the authority of the author of *Râja Târanginé.* It is asserted by the latter that *Kálidasa,* otherwise named *Mátri Gupta,* lived in the sixth century after Christ. This opinion is not quite new ; it has found friends in Germany and Bombay. We need not discuss the soundness of the theory ; it suffices to say that it well accords with the general tendency of the present day to regard our greatest master of the lyre as a modern poet, rather than one who lived in the obscure ages.—*The Calcutta Review.*

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন।

বঙ্গদর্শনে এই শিরোনামের একটী সুচারু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, ম্যাগেজিনের প্রস্তাব ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় আমাদিগের দেশে প্রায় অক্ষয় হয় না, এই নিমিত্ত বহরমপুরের সাহিত্যানুরাগী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন এই প্রবন্ধ বহুবাজারের ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করাইয়া প্রচার করিয়াছেন। দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালয়ে এতৎ খণ্ড পুস্তিকা সংরক্ষিত হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের পক্ষে উত্তম আদর্শ হইবে। রামদাস বাবুর স্বদেশানুরাগিতা ও বিদ্যানুরাগিতার নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ করিলাম।—সংবাদ প্রভাকর।

প্রবাদ আছে বামন দেখিলে ভক্তি করিতে হয়, কেন না বামনের মধ্যে বামনদেবও থাকিতে পারেন। আমরাও বলি খর্ব্বাকৃতি হইলেই কিছু গ্রন্থের প্রতি অভক্তি করিতে হয় না, কেন না উহা সদ্‌গ্রন্থও হইতে পারে। অথবা পুষ্প যেমন লঘুকায় হইলেও আনন্দজনক হয়, বাবু রামদাস সেন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনও সেইরূপ পৃষ্ঠায় অল্প হইয়াও আমাদের আনন্দকর হইয়াছে। রামদাস বাবুর অভিরুচি অতি সৎপাত্রেই পতিত হইয়াছে। এলফিনষ্টোন প্রভৃতি মহাশয়েরা বহুল যত্ন পুরঃসর পুরাতন ভারতবর্ষের যে সকল বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, রামদাস বাবুর সমালোচনকে তাহার সারোদ্ধার বলিলেও বলা যায়। অবশ্য রামদাস বাবুর পুস্তককে পদ্মের সহিত উপমা দেওয়া যায় না কারণ উহা

ততদূর স্থূলকায় বা পূর্ণাবয়ব নহে, আর উহাতে রচনাবিলাসও ততদূর নাই। রামদাস বাবুর সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা আছে, কিন্তু আকর্ষণী শক্তি নাই, বিষয় আছে কিন্তু বাগ্মিতা নাই অর্থাৎ গুণ আছে কিন্তু রূপ নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে রামদাস বাবু পণ্ডিতের নিকট গ্রহণীয় বটেন। বাঙ্গালা ইস্কুলের নিমিত্ত যে সকল মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহাদের উচিত রামদাস বাবুর সমালোচন তাঁহাদের গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজন করিয়া দেন।—সমাজ দর্পণ।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই। হিন্দু কবিগণের কাব্য গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রকৃত বিষয় উদ্ভাবন করা অতীব কঠিন। তৎসমুদায় কেবল অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং রামদাস বাবু যথার্থ বিষয় প্রকটন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহাতে আমারা সন্তুষ্ট হইলাম।—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন। বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বঙ্গদর্শন হইতে এখানি উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। এখানি পাঠ করিলে হিন্দুদিগের পুরাবৃত্তের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।—সোমপ্রকাশ।

ইহা প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের নখদর্পণ স্বরূপ বলিলে হয়। ইহাতে আমরা কতকগুলি বিষয় নূতন দেখিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে যে সচরাচর লোকে কোলব্রুক ও উইলসন দেখিয়া যেমন এইরূপ

গ্রন্থ প্রণয়ন করে রামদাস বাবু সেরূপ করেন নাই; মূল সংস্কৃত গ্রন্থও দেখিয়াছেন।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"এই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনাখ্য" গ্রন্থখানি যদিও অতি ক্ষুদ্রকায়, তথাপি ইহার মধ্যে রচয়িতার অসাধারণ অনুসন্ধান ও শ্রমের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। নানা গ্রন্থ দর্শন ও তাহার মতামত সকল আলোচনান্তে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।—উদ্যোগা-লুক পত্রিকা।

সদ্বিদ্বান ও প্রসিদ্ধ লেখক বহরমপুরস্থ বাবু রামদাস সেন মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচার করিয়াছেন। প্রথমে বঙ্গদর্শনে তিনি উক্ত নামাখ্যাত একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পুরাবৃত্তমূলক ভূরি জ্ঞান ও অনুসন্ধান সুচারু বাঙ্গালায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।—মধ্যস্থ।

পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র, এমন কি একখানি সাময়িক পত্রের একটী প্রস্তাব স্বরূপ, কিন্তু তিনি যে বহুপুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া এই সার উথিত করিয়াছেন এই পুস্তকখানি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার তত পরিশ্রমের সার সঙ্কলনকে আমরা সাহিত্য সমাজের একটী অবিনশ্বর ভূষণ বলিয়া স্বীকার করি।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

মহাকবি কালিদাস, শ্রীরামদাস সেন প্রণীত

বহরমপুরের বিদ্যানুরাগি ভুম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন "মহাকবি কালিদাস" নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, উহার একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য নাই। গ্রন্থকার এই পুস্তক তদীয় বন্ধু বান্ধবগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। দ্বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে কালিদাসের জীবন চরিত সংকলিত হইয়াছে। রামদাস বাবু এ বিষয়ে যে বহু অনুসন্ধান ও বহুশ্রম করিয়াছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত অনুসন্ধান ও শ্রমের ফল পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের একজন প্রধান কবির জীবনবৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াও সাহিত্যসংসারের আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে, এতৎ পুস্তক পাঠে তাহাও বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে।—সংবাদ প্রভাকর।

এই পুস্তক দেখিতে ক্ষুদ্র-কলেবর, কিন্তু কেবল সার পরিপূর্ণ।—জ্ঞানাঙ্কুর।

মহাকবি কালিদাস। ইত্যাখ্য যে আর একখানি ক্ষুদ্রদেহ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রথমতঃ "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। * * * * * অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষাবিৎ মহাত্মার মতাদি প্রদান ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে নানানু-সন্ধানান্তে সেন মহাশয় একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালিদাস

কাশ্মীর দেশীয় রাজবিশেষের অমাত্য ছিলেন, এবং রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহাকেই মাতৃগুপ্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রচয়িতার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেকে অনেক দোষারোপ করিতেছেন কিন্তু অদ্যাবধি প্রকৃত রূপে কেহই তাঁহার মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সেনজ নানা গ্রন্থ দর্শন ও বহুশ্রম সহকারে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন ও তাঁহার মতপ্রতিপোষক অনেক প্রমাণ দিয়াছেন।—তমোলুক পত্রিকা।

রামদাস বাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

এই পুস্তকে বিখ্যাত মহাকবি কালিদাসের জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংগ্রহেও বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর দর্শন এবং বিস্তর পর্য্যালোচনের পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি দিগের প্রকৃত বিবরণ যতই প্রকাশ হইবে ততই মঙ্গল সন্দেহ নাই। রামদাস বাবুর এই অধ্যবসায় এবং অনুশীলনে আমরা যার পর নাই প্রীত হইলাম।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

রামদাস বাবু অতিশয় পরিশ্রম সহকারে মতামত ও প্রমাণাপ্রমাণ সংকলন করিয়াছেন।—মধ্যস্থ।

কালিদাস ভারতবর্ষের (এমন কি ভূমণ্ডলের) একটি বিশেষ অলঙ্কার। তাঁহার কবিতা পাঠে সকলেই মোহিত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ কবিকুলচূড়ামণির যথার্থ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার, এবং এতৎ সম্বন্ধে কাহাকেও যত্ন ও চেষ্টা

করিতে দেখা যায় না। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি সেক্‌সপিয়রের জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধানার্থ ইংলণ্ডীয় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জীবন সমর্পণ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে এরূপ লোক কোথায়? বাবু রামদাস সেন আয়াস স্বীকার করতঃ যে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ইংরাজদিগের বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে আমার মনে কেমন হিংসার উদয় হয়; অথবা যেমন ইতিহাসলেখক গীবন কহিয়াছেন যে হিউমের আকর্ষণী রচনা পাঠ করিলে আমার মনে একদাই আহ্লাদ ও নৈরাশ্যের উপচয় হয়, ইংরাজদিগের বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে আমার সেইরূপ নৈরাশ্য ও হিংসার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয় আমাদের দেশীয়েরা কত দিনেই না জানি রচনাস্থলে এরূপ বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে তর্ক বিতর্ক করিতে শিখিবেন। ইংরাজেরা বক্তৃতাস্থলে শত শত গ্রন্থের নাম এবং শত শত জাতির নাম উল্লেখ করিতে পারেন। শত শত তাম্র শাসন ও শত শত স্মরণস্তম্ভের ইতিহাস বিবরণ মুখস্থ বলিতে পারেন, কোন স্থলেই শ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশেও এককালে এইরূপ জীমূতবাহন মল্লিনাথ প্রভৃতি শত শত তার্কিকের আবির্ভাব হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কাল সহকারে সমুদায়ই লোপ পাইয়াছিল। সম্প্রতি কালের কাগজ পত্র দেখিয়া আবার সেইরূপ চেষ্টার আবির্ভাব হইতেছে বলিয়া সুখবোধ হয়। রামদাস বাবুর পুস্তকসকলেও ঐরূপ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমার বোধ হয় রামদাস বাবু কালিদাস

বিষয়ে যতদুর বলিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন দেশের কোন গ্রন্থকারই ততদুর বলিতে পারেন নাই।

* * * * * *

রামদাস বাবু কালিদাসের অনুসন্ধানে নানাগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তর্ক বিতর্ক সহকারে সকলের মত খণ্ডন করিয়া গ্রন্থশেষে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। রামদাস বাবু অনুমান করেন কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। হর্ষ বিক্রমাদিত্য ইহাঁকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি তথায় ৪ বৎসর ৯ মাস ১ দিন রাজ্য করিয়া বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। আমরা কালিদাসের রচনা দেখিয়া যেরূপ বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে কালিদাস ঐরূপ সময়েরই লোক। তাঁহার রচনা দেখিলে তাঁহাকে প্রাচীন অপেক্ষা নব্য বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ কালিদাস অবশ্য এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে একান্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।—সমাজ দর্পণ।

এই খানি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। সেন মহোদয় ইতিপূর্ব্বে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" প্রকাশ করিয়াছিলেন, ক্রমে অত্রত্য প্রধান প্রধান অনেকানেক কবি প্রভৃতির জীবনচরিতাদির প্রকটন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, এই অধ্যবসায়টি কার্য্যে পরিণত হইতে থাকিলে কেবল যে দেশীয় পুস্তকালির প্রার্থিত ভূষণসামগ্রী সম্পাদিত হইতে চলিল এরূপ নহে, ইহাদ্বারা অনেকানেক সহৃদয় অনাস্বাদিত তুষ্টিচন্দ্রিকার উদয় এবং সামান্যদৃষ্টি সাধুগণেরও বহু-

দর্শিতা অপূর্ব্ব লাভ হইবে, বলিতে কি, এইরূপ পরিশ্রম আমাদের সর্ব্বথা অভিনন্দনীয় এবং উক্ত পুস্তকদ্বয়ে তদীয় অনুসন্ধিৎসার যাদৃশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে তাঁহাকে ঈদৃশ সাধু কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।—প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী।

হরমপুরনিবাসী বাবু শ্রীযুক্ত রামদাস সেনমহোদয়ো বিবিধ যত্নেন বিধসংস্কৃতগ্রন্থানালোক্যাস্য কবের্জীবনচরিতং সংগ্রহায় প্রবৃত্তঃ।

*　　*　　*　　*　　*

উপসংহার সময়েবয়মেতং মহোদ্যোগিনং মহাত্মানমনুরুদ্ধ্মোযথা স মহাকবেঃ কালিদাসস্য জীবনচরিতসংগ্রহায় মহোদ্যমং কৃতবান্ স... প্রাচীনকবিনাং চারিত্য সংগ্রহায় তথৈব যত্নঃ করণীয়স্তেনৈব হি ভারত বাসিনাং মহোপকারো ভবিষ্যতি। যতঃ ... কালে ভারতবাসিনামেতদ্বিষয়কো যত্নো নবৃত্তঃ ...মনেনৈব ...ষয়ং বহুযত মানোঽপি ভারত ভূষণস্য সম্যক্ জীবন চরিতং সংগ্রহে ন কৃতকর্ম্ম বভূব।—বিদ্যোদয়ঃ।

রামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে অমূল্য সত্য সমুদায় নির্ব্বাচন করিতেছেন, "কালিদাস" "বররুচি" "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতির অভ্যুদয় কাল নির্ণয় ও তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলী প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। রামদাস বাবুর বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, প্রাচীন

পুরাবৃত্ত তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ আমাদিগের বাক্যের পোষকতা করিবেন সন্দেহ নাই।—সোমপ্রকাশ, প্রেরিত পত্র।

বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

পৌষ মাস।—

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর" বিবরণটী লেখকের পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। এই প্রকার প্রস্তাব যত অধিক পরিমাণে থাকে, ততই আহ্লাদের বিষয়। আমাদিগের লেখকগণের মধ্যে অনুসন্ধান কম আছে; কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবের ন্যায় প্রস্তাব লিখিতে হইলে অনেক পাঠ ও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এতদ্দেশীয়দিগের এই অভ্যাসটী যত দিন না হইতেছে তত দিন সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গহীনতা থাকিতেছে।—সহচর।

—আমরা রামদাস বাবুর প্রস্তাব সকল পড়িয়া অনেক [illegible] তাঁহাকে "বাহবা" না দিয়া থাকিতে পারি না। বা[illegible]লায় [illegible] ও কোন কোন লোক যে বেদ, কালিদাস, প্রাচীন ভারত, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে আন্দোলন করিতে পারেন ইহা আমরা ভাবিলেই আহ্লাদে অজ্ঞান হই।—সমাজ দর্পণ, সন ১২৮০ সাল, ২৪ পৌষ।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.